মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ

মন্মথনাথ ঘোষ

প্রজ্ঞাভারতী

প্রকাশক
সুশান্ত দে
প্রজ্ঞাভারতী
১, ন্যায়রত্ন লেন
কলিকাতা ৭০০০০৪

প্রথম প্রকাশ ১৩২২ বঙ্গাব্দ [১৯১৫ খ্রী·]

মুদ্রক
মিহিরকুমার মুখোপাধ্যায়
টেম্পল প্রেস
২, ন্যায়রত্ন লেন
কলিকাতা ৭০০০০৪

সূচীপত্র

মন্মথনাথ ঘোষ রচিত জীবনীগ্রন্থ

The Life of Grish Chunder Ghose, the founder and the first editor of the Hindoo Patriot and Bengalee, ১৯১১

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ, ১৩২২

রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ১৩২৪; দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮২ খ্রী·

Memoirs of Kali Prossunno Singh, ১৯২০

হেমচন্দ্র, প্রথমখণ্ড ১৩২৬; দ্বিতীয়খণ্ড ১৩২৭; তৃতীয়খণ্ড ১৩৩০

সেকালের লোক, ১৩৩০; দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৪৬

নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ১৩৩০

মণীষী ভোলানাথ চন্দ্র, ১৩৩১

কর্ম্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র, ১৩৩৩

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, ১৩৩৪

রঙ্গলাল, ১৩৩৬

মণীষী রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ১৩৪০



মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ

গ্রন্থ-পরিচয়

'মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ' গ্রন্থের রচয়িতা মন্মথনাথ ঘোষকে (১৮৮৪—১৯৫৯) একালের পাঠক ভুলতে বসেছে। গত বছর জন্মশতবর্ষ পালনকালে দু'একটি সভায় তাঁকে স্মরণ করা হয়, তাঁর সম্বন্ধে সামান্য কিছু লেখালিখি হয়। সেই সময় স্থির হয় তাঁর অমুদ্রিত গ্রন্থগুলি এবং গ্রন্থাকারে অসংকলিত রচনা পুনঃপ্রকাশের চেষ্টা হবে। কিন্তু কার্যত এক বছরের মধ্যে বিশেষ কিছু করা সম্ভব হয় নি। প্রজ্ঞাভারতীর কর্তৃপক্ষ মন্মথনাথের লেখা 'মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ' বইটি পুনর্মুদ্রণের দায়িত্ব নেওয়ায় আমরা তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

আজ থেকে সত্তর বছর আগে 'মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ' বইটি প্রথম ছাপা হয়। ভূমিকায় হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখেছেন, "স্বল্পায়ু কালীপ্রসন্ন...কৃত অনেক কাযের কথা আমরা বিস্মৃত হইতেছিলাম। অধ্যাপক কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাদিগকে অনেক কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন [দ্রঃ 'পুরাতন-প্রসঙ্গ']। আর তাঁহার চরিতকার শ্রীযুত মন্মথনাথ ঘোষ মহাশয় বহু যত্নে—বহু শ্রমে পুরাতন কথার আলোচনা করিয়া অনেক বিস্মৃত কথার উদ্ধার করিয়া বাঙ্গালীর ধন্যবাদ অর্জ্জন করিয়াছেন।" তবে প্রথম প্রয়াসে মন্মথনাথের পক্ষে কালীপ্রসন্ন সম্বন্ধে সব তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি। বাংলা-বইটি লেখার পাঁচ বছর পরে তিনি ইংরেজিতে কালীপ্রসন্নের আর একটি জীবনী লেখেন—*Memoirs of Kali Prossunno Singh* (১৯২০),—যার মধ্যে আমরা আরও কিছু নতুন তথ্যের সন্ধান পেয়েছি। ইংরেজি বইয়ের ভূমিকায় তিনি লেখেন,

> "Some fresh materials have been collected by me since I Published the Bengali edition, and I have incorporated them in their proper places in the present volume, which, I trust, will be received by the public with as much favor as the original work in Bengali."

কালীপ্রসন্নকে নিয়ে লেখা এই দুটি বই ছাড়া, মন্মথনাথের অন্যান্য জীবনী-গ্রন্থগুলির মধ্যেও কালীপ্রসন্ন-প্রসঙ্গ পাওয়া যাবে। মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর দুটি প্রবন্ধ পরিপূরক রচনা হিসাবে এখানে উল্লেখ করি—

'মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ', অঞ্জলি, ফাল্গুন ১৩২২।

'মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ ও বঙ্গীয় নাট্যশালা', নাচঘর আশ্বিন ১৩৩৪।

পরবর্তীকালে কালীপ্রসন্ন সিংহের জীবনী ও সাহিত্য নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেছেন, তাঁরা মন্মথনাথের বাংলা ও ইংরেজি বই দুটি আকর গ্রন্থ হিসাবে ব্যবহার করেছেন। তবে নতুন তথ্যও কিছু সংযোজিত হয়েছে, বিশেষত পুরনো সংবাদপত্রের সংকলন প্রকাশের ফলে। অবশ্য কালীপ্রসন্ন সম্বন্ধে সব তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে, সে কথা এখনও বলা যায় না। আসলে মন্মথনাথ প্রাথমিক কাজটুকু করে গেছেন, তারপর নবাবিষ্কৃত তথ্যের সাহায্যে অসম্পূর্ণ অংশগুলি ভরাবার দায়িত্ব নিয়েছেন উত্তরকালের গবেষকেরা। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'র প্রথম পুস্তিকা 'কালীপ্রসন্ন সিংহ' (১৩৪৬) রচনাকালে অনেক নতুন তথ্য আমাদের দিয়েছেন। সুশীলকুমার দে 'নাট্যকার কালীপ্রসন্ন সিংহ' (১৩৩৮) প্রবন্ধের পাদটীকায় জানিয়েছেন, "কালীপ্রসন্ন সিংহের স্বল্পায়ু জীবনের বৃত্তান্ত ইতিপূর্বে শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ ইংরেজীতে ও বাংলায় বিবৃত করিয়াছেন। কালীপ্রসন্নের অধুনা দুষ্প্রাপ্য নাটকগুলি আমরা তাঁহার নিকটই পাইয়াছি।" তবে পরবর্তী রচনা হিসাবে প্রবন্ধটিতে রঙ্গমঞ্চ, নাটক ও কালীপ্রসন্ন সম্বন্ধে পরিপূরক তথ্য কিছু পাওয়া যাবে (দ্র· 'নানা নিবন্ধ' ১৯৫৪, পৃ· ১৭৬—৯২)।

আমরা মন্মথনাথ ঘোষের 'মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ' বইটি পুনর্মুদ্রণকালে প্রথম সংস্করণের পাঠ রক্ষা করেছি। 'গ্রন্থকারের নিবেদনে' যে দুটি মুদ্রণপ্রমাদের কথা বলা হয়েছে, তা সংশোধন করা হয়েছে। অন্যত্র মূল পাঠের কোনো পরিবর্তন করা হয় নি। তবে কালীপ্রসন্ন সম্বন্ধে নবাবিষ্কৃত তথ্যগুলি পাঠকের হাতের কাছে থাকা প্রয়োজন, তাই 'গ্রন্থপরিচয়' অংশে সামান্য মন্তব্যসহ সংক্ষেপে কালীপ্রসন্নের জীবনী বিবৃত করছি।

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ ফেব্রুয়ারি তারিখের *Calcutta Courier* পত্রিকায় সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত একটি খবরের অনুবাদ থেকে আমরা জানি, ২৩ ফেব্রুয়ারি জোড়াসাঁকোর সিংহবাড়ির নন্দলাল সিংহের প্রথম পুত্রসন্তানের জন্মোপলক্ষে নাচের আসর বসেছিল। তাহলে ১৮৪০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়ার দিকে কালীপ্রসন্নের জন্ম—এমন অনুমান করা যেতে পারে। দেওয়ান শান্তিরাম সিংহ ছিলেন জোড়াসাঁকোর সিংহপরিবারের সর্বাধিক খ্যাতিমান পুরুষ। শান্তিরামের দুই পুত্র প্রাণকৃষ্ণ ও জয়কৃষ্ণ। জয়কৃষ্ণ সিংহ ছিলেন হিন্দু কলেজের অন্যতম ডাইরেক্টর বা অধ্যক্ষ, যিনি শুধু বিদ্যোৎসাহী ছিলেন না, আধুনিক চিন্তাভাবনার সমর্থকও ছিলেন। রক্ষণশীল হিন্দু অধ্যক্ষেরা ডিরোজিওকে হিন্দু কলেজ থেকে বিতাড়িত করার জন্য সচেষ্ট হলে একমাত্র জয়কৃষ্ণ তার প্রতিবাদ করেছিলেন, এবং ডিরোজিওকে সমর্থন করেছিলেন। জয়কৃষ্ণের একমাত্র পুত্র নন্দলাল সিংহ দীর্ঘজীবী

ছিলেন না, কিন্তু তাঁর স্বল্পপরিসর-জীবন অনেকগুলি সৎকাজে নিয়োজিত ছিল। নন্দলালের পুত্র কালীপ্রসন্ন। জোড়াসাঁকোর সিংহ-রা ছিলেন সেকালে অত্যন্ত ধনী ও সম্ভ্রান্ত পরিবার (দ্র· Lokenath Ghose, *The Modern History of the Indian Chiefs, Rajas, and Zamindars*, &c., Part II. ১৮৮১, পৃ· ৮৯)। অল্প বয়সে পিতাকে হারালেও কালীপ্রসন্ন অভিভাবকশূন্য ছিলেন না: হিন্দু কলেজের বিখ্যাত ছাত্র, ছোট আদালতের বিচারক হরচন্দ্র ঘোষ (১৮০৮--৬৮) নাবালক কালীপ্রসন্নের অভিভাবক ও বিষয়সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন; এর সঙ্গে ছিল কালীপ্রসন্নের উপর পিতামহী ও মাতার প্রভাব।

হিন্দু কলেজে কালীপ্রসন্ন কয়েক বছর পড়েছেন; বাড়িতে তাঁকে ইংরেজি পড়াতেন উইলিয়ম কার্কপ্যাট্রিক, আর সংস্কৃত পড়াতেন একজন পণ্ডিত। সেকালের রীতি অনুসারে অত্যন্ত অল্প বয়সে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ৫ আগস্ট বাগবাজারের লোকনাথ বসুর ভাই বেণীমাধব বসুর কন্যা ভুবনমোহিনীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর দীর্ঘদিন পরে কালীপ্রসন্ন চন্দ্রনাথ বসুর কন্যা শরৎকুমারীকে বিবাহ করেন।

সেকালের খবরের কাগজ থেকে জানা যাচ্ছে ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কালীপ্রসন্ন 'বঙ্গভাষার অনুশীলন জন্য এক সভা' স্থাপন করেন, পরে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্ভবত এই সভারই নামকরণ হয় 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' (১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ থেকে মাইকেল মধুসূদন দত্তকে সংবর্ধনাদানকালে মানপত্রে কালীপ্রসন্ন লেখেন, "প্রায় ছয় বর্ষ অতীত হইল বিদ্যোৎসাহিনী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে এবং ইহার স্থাপনকর্ত্তা তাহার সংস্থাপনের উদ্দেশ্য যে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহা সাধারণ সহৃদয় সমাজের অগোচর নাই।")। প্রকৃতপক্ষে ১৮৫৫ থেকে কালীপ্রসন্নের সাহিত্য-জীবনের সূচনা (১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'বাবু নাটক' লেখেন তার সংবাদ মেলে, কিন্তু নাটকটি দেখার সুযোগ এখনও কেউ পান নি)। বিদ্যোৎসাহিনী সভায় কালীপ্রসন্ন প্রবন্ধ পড়তেন, বক্তৃতা দিতেন। ডেভিড হেয়ারের বাৎসরিক স্মৃতিসভাতেও ১৮৫৬ থেকে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি অন্তত পাঁচটি বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন, যেগুলি শুধু বাংলা ভাষায় লেখার জন্য উল্লেখ্য নয়, তার বিষয়বস্তুর অভিনবত্বও স্বীকার্য, যেমন ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'বাংলার কৃষি সম্বন্ধীয় অবস্থা ও কৃষি-প্রদর্শনী বিষয়ে একটি প্রবন্ধ' পাঠ করেন। 'বাঙ্গালা নাটক' বিষয়ে কালীপ্রসন্ন প্রবন্ধ পড়েছেন (১৮৫৯), তবে নাট্যচর্চায় তাঁর আগ্রহ আগেই প্রকাশ পেয়েছে, ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে নিজ গৃহে বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' (১৩৪০) গ্রন্থে বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে লিখেছেন,

"বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চও কালীপ্রসন্নের উদ্যোগেই প্রতিষ্ঠিত ও বিদ্যোৎসাহিনী সভার সহিত সংযুক্ত ছিল। ১৮৫৬ সনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এই রঙ্গমঞ্চ পর বৎসরের ৯ই এপ্রিল উন্মোচিত হয় ও উহাতে প্রথম অভিনীত হয় ভট্টনারায়ণ কৃত 'বেণীসংহার'-এর রামনারায়ণ তর্করত্ন কর্তৃক একটি বাংলা অনুবাদ। ১৮৫৭ সনের ১৬ই এপ্রিল তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্র হইতে আমরা জানিতে পারি যে, বহু গণ্যমান্য দেশীয় ও ইউরোপীয় দর্শকের সম্মুখে এই নাটকের অভিনয় হয় এবং সকলেই এই অভিনয়ের খুব প্রশংসা করেন। কালীপ্রসন্ন নিজেও এই নাটকে অভিনয় করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অভিনয় খুব প্রশংসার্হ হইয়াছিল।

"বেণীসংহার অভিনয়ের সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া কালীপ্রসন্ন নিজেই নাটক-রচনায় হাত দেন এবং ১৮৫৭ সনের সেপ্টেম্বর মাসে কালিদাসের বিখ্যাত নাটক বিক্রমোর্ব্বশীর অনুবাদ প্রকাশ করেন।...

"বিক্রমোর্ব্বশীর প্রথম অভিনয়ের সঠিক তারিখ ২৪এ নবেম্বর ১৮৫৭। ১৮৫৮ সনের ১৩ই এপ্রিল তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' আমরা দেখিতে পাই,—

> সন ১২৬৪ সাল, অগ্রহায়ণ।—১০ অগ্রহায়ণ দিবসে যোড়াসাকোঁ নিবাসি শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গভূমিতে বিক্রমোর্ব্বশী নাটকের অনুরূপ সুন্দররূপে প্রদর্শিত হয়।...

"বিক্রমোর্ব্বশী অভিনয়ের পর বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে আর একটি অভিনয়ের উদ্যোগের সংবাদ আমরা পাই। উহার নাম—সাবিত্রী-সত্যবান্। ইহাও কালীপ্রসন্নের রচিত। ১৮৫৮ সনের ৫ই জুন বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে ইহার মহলা দেওয়া হয়। ৪ঠা জুন (শুক্রবার) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' দেখিতেছি,—

> আগামী শনিবার ৭টার সময় বিদ্যোৎসাহিনী সভার রঙ্গভূমিতে শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রণীত সাবিত্রী সত্যবান নাটকের অভিনায়ন পাঠ হইবেক। এরূপ প্রথা বঙ্গবাসিগণের মধ্যে প্রচলিত নাই, তবে ইংরাজী সেক্সপিয়র প্রভৃতি নাটক যেরূপ পঠিত হইয়া থাকে ইহাও সেইরূপে পঠিত হইবেক, অধিকন্তু ইহাতে বিস্তর গীত সংযোজিত হইবায় তাহা যন্ত্রের সহিত মিলাইয়া গান করা যাইবেক।"

১৮৫৯ সালে কালীপ্রসন্ন লেখেন 'মালতীমাধব নাটক', তবে নাটকটির অভিনয় হয়েছিল কি না জানা যায় না।

বিদ্যোৎসাহিনী সভার মুখপত্র 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'য় কালীপ্রসন্নের বালক বয়সের অনেক রচনা প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকা সম্পাদনায় তখনই তাঁর দক্ষতা দেখা গিয়েছে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাংলা সাময়িক-পত্র' (প্রথম খণ্ড, ১৩৭৯) গ্রন্থে লিখেছেন, "কালীপ্রসন্ন সিংহ তৎপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যোৎসাহিনী সভার মুখপত্র-স্বরূপ 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা

প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—২০ এপ্রিল ১৮৫৫। ...'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'র প্রথম সংখ্যার শেষে এই সম্পাদকীয় 'বিজ্ঞাপন'টি মুদ্রিত হইয়াছেঃ

যদিও আমার তাদৃশ বঙ্গভাষায় ব্যুৎপত্তি হয় নাই, তথাপি বিদ্যাবন্ত-ব্যক্তিব্যূহের উৎসাহে এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলাম। এই পত্রিকা যাঁহার প্রয়োজন হইবেক, তিনি যোড়াসাঁকোস্থ বিদ্যোৎসাহিনী সভার কার্য্যালয়ে তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন; ইহার মূল্য ৴০ এক আনা মাত্র। শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ, সম্পাদক। যোড়াসাঁকোস্থ বিদ্যোৎসাহিনী সভা, ১৭৭৭ শক, ৮ বৈশাখ, ১২৬২ সাল।

সভ্য মাত্রেই বিনা মূল্যে একখন্ড করিয়া প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'র প্রতি সংখ্যায় ১০ পৃষ্ঠা পরিমাণ রচনা থাকিত। প্রথম দুই সংখ্যার সূচী এইরূপঃ

১ম সংখ্যাঃ সভ্যতার বিষয়, চাঞ্চল্য (ক্রমশঃ প্রকাশ্য), বিজ্ঞাপন।

২য় সংখ্যাঃ বাল্য বিবাহ, কৌলীন্য, চাঞ্চল্য বিজাতীয় রাজগণের অধীনে ভারতবর্ষের অবস্থা।

এই সকল প্রবন্ধ কালীপ্রসন্ন সিংহের স্বরচিত। তাঁহার প্রাথমিক রচনা-গুলি এ-যাবৎ কেহই উদ্ধার করিতে পারেন নাই। আমি 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'র পৃষ্ঠা হইতে কয়েকটি রচনা 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় (১৩৪৩ সাল, ৩য় সংখ্যা, পৃ· ১২৬—৩৪) পুনর্মুদ্রিত করিয়াছি। 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা' বৎসরাধিক কাল জীবিত ছিল।"

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে কালীপ্রসন্ন 'সর্ব্বতত্ত্ব প্রকাশিকা' নামে আর একটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তবে সম্পাদক হিসাবে কালী-প্রসন্নের সর্বাধিক কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে 'বিবিধার্থ সংগ্রহে'র সপ্তম পর্বের (১৮৬১) আটটি সংখ্যা প্রকাশে। রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদনাভার পরিত্যাগ করলে কালীপ্রসন্ন পত্রিকাটি প্রকাশের দায়িত্ব নেন। তিনি আগেও 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' লিখেছেন, এবার সম্পাদক হিসাবে তিনি শুধু পত্রিকার পূর্বগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখেন নি, পত্রিকাটির প্রচার আরও বাড়াতে সমর্থ হন। তবে সরকারী অর্থে পরিচালিত পত্রিকায় 'নীলদর্পণে'র সমালোচনায় "নীলকরদিগের গ্লানি প্রকাশ করায় গবর্ণমেন্ট যার পর নাই অসন্তুষ্ট হইয়া উঠেন, এবং সেই সূত্রেই বিবিধার্থের বিনাশ হয়।" (দ্র· বাংলা সাময়িক-পত্র, প্রথমখণ্ড ১৩৭৯ পৃ· ১২৫)। এরপর 'পরিদর্শক' নামে একটি দৈনিক পত্রিকা কালীপ্রসন্ন কিছুদিন সম্পাদনা করেন (১৮৬২-৬৩)।

কালীপ্রসন্নের বালক বয়সে লেখা 'বাবু নাটকে'র (১৮৫৪) সন্ধান পাওয়া না গেলেও তাঁর অন্যান্য নাটকগুলি পড়লে তাঁর রচনা ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু কালীপ্রসন্নের সর্বাধিক খ্যাতি (কিছু পরিমাণে অখ্যাতিও বটে)

—'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' (১৮৬১—৬৪) রচয়িতা হিসাবে।* উনিশ শতকে সামাজিক নকশা আরও লেখা হয়েছে, কিন্তু সমাজচেতনার প্রকাশে ও চরিত্রাঙ্কনের নৈপুণ্যে কালীপ্রসন্নের সমকক্ষ আর কেউ নেই। শ্লেষ ও ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের জন্য তাঁর রচনা সেকালে অনেকের কাছে আপত্তিকর ঠেকেছিল, বিশেষত 'হঠাৎ বড়লোক' সমাজপতিদের অনাচারের চিত্র বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। সামান্য অতিরঞ্জন থাকলেও কালীপ্রসন্ন তাঁর চোখে-দেখা বড়-মানুষদেরই আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন—বীরকৃষ্ণ দাঁ, চকবাজারের বাবু প্যালানাথ, রাজা অঞ্জনারঞ্জন দেব বাহাদুর, বাবু পদ্মলোচন দত্ত, বাগাম্বর মিত্র—কেউই কাল্পনিক চরিত্র নয়। 'দ্বিতীয়বারের গৌরচন্দ্রিকা'য় কালীপ্রসন্ন জানিয়েছেন, "পাঠক! কতকগুলি আনাড়িতে রটান, হুতোমের নক্‌শা অতি কদর্য্য বই, কেবল নিন্দা পরচর্চ্চা খেঁউড় ও পচালে পোরা ও শুদ্ধ গায়ের জ্বালা নিবারণার্থ কতিপয় ভদ্রলোককে গাল দেওয়া হয়েচে! ঐটি বাস্তবিক ঐ মহাপুরুষদের ভ্রম; অ্যাকবার কেন, শতেক বার মুক্ত কণ্ঠে বলবো.—ভ্রম! হুতোমের তা উদ্দেশ্য নয়, তা অভিসন্ধি নয়, হুতোম ততদূর নীচ নন যে, দাদ তোলা কি গাল দেবার জন্য কলম ধরেন।...তবে বলতে পারেন, ক্যানই বা কলকেতার কতিপয় বাবু হুতোমের লক্ষ্যান্তবর্ত্তী হলেন. কি দোষে বাগাম্বর বাবুকে প্যালানাথকে পদ্মলোচনকে মজলিসে আনা হলো. কেনই না ছুঁচো শীল, প্যাঁচা মল্লিকের নাম কল্লে, কোন্ দোষে অঞ্জনারঞ্জন বাহাদুর ও বর্দ্ধমানের হুজুর আলী আর পাঁচটা রাজা রাজড়া থাকতে আসরে এলেন? তার উত্তর এই যে, হুতোমের নক্‌শা বঙ্গসাহিত্যের নূতন গহনা. ও সমাজের পক্ষে নূতন হেঁয়ালি, যদি ভাল করে চ'কে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া না হয়, তাহলে সাধারণে এর মর্ম্ম বহন কত্তে পাত্তেন না ও হুতোমের উদ্দেশ্য বিফল হতো। অ্যামনকি, এত ঘরঘ্যাঁষা করে এনেও অনেকে আপনারে বা আপনার চিরপরিচিত বন্ধুরে নক্‌শায় চিনতে পারেন না ও কি জন্য কোন গুণে তঁদের মজলিসে আনা হলো, পাঠ করবার সময় তাঁদের সেই গুণ বা দোষগুলি বেমালুম বিস্মৃত হয়ে যান।" 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' তাই নিছক রসরচনা নয়—উদ্দেশ্যমূলক সমাজচিত্র। উনিশ শতকের প্রথম ষাট বছরের বঙ্গীয় সমাজের প্রতিরূপ। কিন্তু শুধু চিত্রাঙ্কন নয়, চিত্রের মধ্য দিয়ে পরিবর্তমান সমাজকে ধরার চেষ্টা। আর পটধৃত চরিত্রের মধ্যে লেখক নিজেও উপস্থিত—নিজেকে নিয়েও কালীপ্রসন্ন কম ব্যঙ্গ করেন নি। অন্যদিকে

* কালীপ্রসন্ন যে 'হুতোমপ্যাঁচার নক্‌শা'র রচয়িতা তার অজস্র প্রমাণ আছে। কিন্তু সম্প্রতিকালে কয়েকজন প্রমাণ করতে চান, কালীপ্রসন্ন অন্যকে দিয়ে বইটি লিখিয়েছিলেন। বলাবাহুল্য 'অনুমান'কে 'প্রমাণ' বলে গ্রহণ করা যায় না। সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টি ছাড়া এই বিতর্কের কোনো মূল্য আছে বলে মনে করি না।

প্রহসন বা নকশাজাতীয় রচনায় মুখের ভাষার অল্প ব্যবহার ঘটলেও, 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' সুপরিকল্পিতভাবে কথ্যভাষায় লেখা—হয়তো তাকে উত্তর কলিকাতার আঞ্চলিক ভাষা বলা যায়,—কিন্তু পরবর্তীকালে সাহিত্যিক চলিত ভাষার ভিত্তি রচনায় এর ভূমিকা স্বীকার্য।

'হুতোম প্যাঁচার নকশা'কে যাঁদের 'কেবল নিন্দা পরচর্চ্চা খেঁউড় ও পচালে পোরা' মনে হয়েছিল, তাঁরা কালীপ্রসন্ন সম্বন্ধে তাঁদের মনের জ্বালা মিটিয়েছিলেন 'আপনার মুখ আপুনি দেখ' (১৮৬৩) জাতীয় প্রত্যুত্তর ছাপিয়ে। কিন্তু কালীপ্রসন্ন সংগতকারণেই কিছুটা আত্মপ্রসাদের সঙ্গে 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র 'দ্বিতীয়বারের গৌরচন্দ্রিকা'য় লেখেন "জগদীশ্বরের প্রসাদে যে কলমে হুতোমের নকশা প্রসব করেচে, সেই কলম ভারতবর্ষের প্রধান ধর্ম্ম ও নীতিশাস্ত্রের উৎকৃষ্ট ইতিহাসের ও বিচিত্র চিত্তোৎকর্ষবিধায়ক মুমুক্ষু সংসারী, বিরাগী ও রাজার অনন্য-অবলম্বন-স্বরূপ গ্রন্থের অনুবাদক।" 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত 'বিজ্ঞাপন' থেকে জানা যায় ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসে "মহাভারত ও রামায়ণ অনুবাদক পণ্ডিত মহাশয়েরা ১লা শ্রাবণ বিদ্যোৎসাহিনী সভায় উপস্থিত হইবেন, ঐদিনে রামায়ণ ও মহাভারত অনুবাদারম্ভ হইবে।' এরই ফলে ১৮৬০ থেকে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত হলো সতেরো খণ্ডে 'পুরাণসংগ্রহ। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মহাভারত। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কর্তৃক মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত।' মহাভারতের অনুবাদে কালীপ্রসন্নকে সেকালে অনেক পণ্ডিত সাহায্য করেন, এমনও হতে পারে বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন জনের অনুবাদ—কিন্তু কালীপ্রসন্নের কৃতিত্ব, সমগ্র গ্রন্থটিতে একই অনুবাদাদর্শ ও ভাষাদর্শ রক্ষা করে গ্রন্থের সম্পাদনায়। তাছাড়া বিভিন্ন পুথিসংগ্রহ, পাঠনির্ধারণ ও 'বহুস্থলের বিরুদ্ধভাবের ও ব্যাসকূটের সন্দেহ নিরাকরণ পূর্ব্বক অনুবাদ'—কালীপ্রসন্নের পাণ্ডিত্য ও সমালোচনীশক্তির পরিচয়। 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' ও মহাভারত প্রায় একই সময় রচিত হয়েছে, কিন্তু দুয়ের ভাষারীতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। 'অষ্টাদশ পর্ব্ব অনুবাদের উপসংহারে' কালীপ্রসন্ন লিখেছেন, "অনুবাদসময়ে মূল মহাভারতের কোন স্থলেই পরিত্যাগ করি নাই ও উহাতে আপাতরঞ্জন অমূলক কোন অংশই সন্নিবেশিত হয় নাই; অথচ বাঙ্গালা ভাষার প্রসাদগুণ ও লালিত্য পরিরক্ষণার্থ সাধ্যানুসারে যত্ন পাইয়াছি এবং ভাষান্তরিত পুস্তকে সচরাচর যে সকল দোষ লক্ষিত হইয়া থাকে, সেগুলি নিবারণার্থ বিলক্ষণ সচেষ্ট ছিলাম।" উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্যে মহাভারতের প্রভাব অপরিসীম, এবং কবি, নাট্যকার, প্রবন্ধরচয়িতা সকলেই কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের সাহায্য গ্রহণ করেছেন। কালীপ্রসন্নের মৃত্যুর পর তাঁর অনূদিত শ্রীমদ্‌ভগবদগীতা প্রকাশিত হয়।

কিন্তু শুধু সাহিত্যসেবা নয়, অন্য বহু ক্ষেত্রে কালীপ্রসন্নের কর্মতৎপরতা ও কৃতিত্বের পরিচয় মেলে। বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ থেকে তিনি মাইকেল মধুসূদন দত্তকে সংবর্ধনা জানান (১৮৬১), 'নীলদর্পণে'র মামলায় জেমস লঙের অর্থদণ্ড হলে তিনি হাজার টাকা দেন (১৮৬১) এবং লঙের স্বদেশ-যাত্রাকালে তাঁকে অভিনন্দনপত্র দিয়ে সংবর্ধিত করেন (১৮৬২)। বিধবা-বিবাহ-আইন প্রবর্তনের সমর্থনে স্বাক্ষর সংগ্রহ থেকে সুরু করে বিধবাবিবাহ-কারীদের প্রত্যেককে হাজার টাকা পুরস্কার প্রদান, বহুবিবাহ-নিবর্তক-আন্দোলনে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহযোগিতা, সাধারণ পাঠাগার স্থাপন ইত্যাদি নানা কাজে তাঁকে আত্মনিয়োগ করতে দেখা যায়।

শান্তিরাম সিংহ নানা উপায়ে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন, কিন্তু 'বনেদী বড় মানুষ কবলাতে গেলে বাঙ্গালী সমাজে যে সরঞ্জামগুলি আবশ্যক' (যার বর্ণনা হুতোমে পাওয়া যাবে) সেগুলির প্রতি কালীপ্রসন্নের আগ্রহ ছিল না। বিরাট সম্পত্তির অধিকারী হয়েও ভোগসুখে তাঁর জীবন অতিবাহিত হয় নি, এমনকি তথাকথিত বিষয়বুদ্ধিরও অভাব দেখা গেছে তাঁর মধ্যে। কৃষ্ণদাস পাল এজন্য কালীপ্রসন্নকে ধিক্কার দিয়েছেন; তাঁর মনে হয়েছে কালীপ্রসন্ন আর পাঁচজন বড়লোকের ছেলের মতো টাকা ওড়াতেই জানতেন,

> "Babu Kaliprossunno like many a young heir come to a splendid fortune early contracted the disease of extravagance,—indeed the seeds of the disease had been sown earlier—and he died a victim to it—a warning to others similarly circumstanced and similarly inclined!" (*Hindoo Patriot,* July 25, 1870).

অন্যদিকে দীনবন্ধু মিত্রের মনে হয়েছে,

দানশীল কালী সিংহ বিজ্ঞ মহোদয়,
সত্য 'সারস্বতাশ্রম' যাহার আলয়,
পণ্ডিতে পালন করে, আপনি পণ্ডিত,
'ভারতের' অনুবাদ পণ্ডিত সহিত,
বিপুল বিভব, যেন অবনী-ধনেশ
দেশের কল্যাণে প্রায় করিয়াছে শেষ,
রহস্য কৌতুক হাসি রসিকতা ভরা,
'হুতোম পেঁচা'র ধাড়ী পড়েছেন ধরা।

যিনি বিপুল বৈভবের অধিকারী হয়ে সেই ধন 'দেশের কল্যাণে প্রায় করিয়াছে শেষ', তাঁকে নিন্দা করবো, না প্রশংসা করবো। অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন এবং দুঃস্থ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে তিনি অনেক টাকা দিয়েছেন। তত্ত্ববোধিনী সভাকে মুদ্রাযন্ত্র কিনে দেন। শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কেও 'মুখার্জীস ম্যাগাজিন' প্রকাশের জন্য একটি মুদ্রাযন্ত্র কিনে ব্যবহার করতে দেন। পরে

'মুখাজীস ম্যাগাজিন' প্রকাশ বন্ধ হলে 'বেঙ্গলী' পত্রিকা প্রকাশের জন্য গিরিশ-চন্দ্র ঘোষকে মুদ্রাযন্ত্রটি দান করেন। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিরক্ষা ও 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তাঁর অর্থসাহায্য এবং সক্রিয় ভূমিকার কথা ভোলা যায় না। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে দুর্ভিক্ষে দান (১৮৬১), চিৎপুরে দাতব্য ঔষধালয় প্রতিষ্ঠা (১৮৬৫), কলিকাতায় বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবপূরণের জন্য বিলাত থেকে আনানো ধারাযন্ত্র (ফোয়ারা) স্থাপন (১৮৬৫)—এইভাবে তাঁর দানের তালিকা বাড়িয়ে যাওয়া সম্ভব। বিরাট অষ্টাদশ খণ্ড মহাভারতের অনুবাদ তিন হাজার কপি ছাপিয়ে 'বিনা মূল্যে ও বিনা মাশুলে' বিতরণ যথার্থ রাজকীয় বদান্যতার পরিচয়।

এর মধ্যে অন্য ধরনের সামাজিক নানা দায়িত্বও পালন করতে হয়েছে কালীপ্রসন্নকে। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট ও জাস্টিস অফ দি পীস নিযুক্ত হন। বেশ কয়েক বছর এই কাজে তিনি প্রচুর সময় দিয়েছেন—পক্ষপাতহীন সুবিচারক হিসাবে তাঁর খুব সুনাম হয়। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩ জুন 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় এই সংবাদটি মুদ্রিত হয়—

> কলিকাতা পুলিষের প্রধান মাজিষ্ট্রেট ব্রান্সন সাহেব অশ্ব হইতে পতিত হইয়া আপাততঃ বিচারালয়ে আগমনে অশক্ত হওয়াতে উপযুক্ত অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁহার কার্য্য করিতেছেন এবং থিয়োডর ডিকেন্সের মৃত্যুর পর ব্রান্সন সাহেবের নিয়োগের পূর্ব্বে এই বাবু কিছুদিন পুলিষের প্রধান আসনোপবিষ্ট হইয়া সদ্বিচার বিতরণ দ্বারা বিলক্ষণ প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন।

আইনের প্রয়োগে অন্যদের সাহায্যের জন্য কালীপ্রসন্ন একটি পুস্তক সংকলন করেন, যা এক সময় আইনজীবীদের প্রশংসা পেয়েছিল—*The Calcutta Police Act* (1866)

কালীপ্রসন্নের শেষ জীবন নানা কারণে বিপর্যয়কর হয়ে ওঠে। প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার বিবাহ করলেও তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। পরোপকারব্রত ও সমাজহিতেচ্ছার জন্য সমকালে তিনি কারও কাছে প্রশংসা পান নি—যারা তাঁর কাছে উপকৃত হয়েছে তারাই সবচেয়ে বেশি তাঁর নিন্দা করেছে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের টিকিকাটা থেকে সুরু করে নানা অনাচারের অপবাদ তাঁর জীবিতকালেই প্রচারিত হয়েছে। মনে হয় কালীপ্রসন্নের বিষয়বুদ্ধি প্রখর ছিল না। অন্তত বিষয়কর্ম দেখাশোনার তিনি সময় পেতেন না। যতদিন অভিভাবক হরচন্দ্র ঘোষ সম্পত্তি দেখতেন, ততদিন যথেচ্ছ দান বা খরচ সম্ভব ছিল না। সাবালকত্ব অর্জনের পর বিষয়সম্পত্তি তিনি বুঝে নিলেন. কিন্তু তা রক্ষা করতে পারলেন না। তাঁর মৃত্যুর পর 'সোমপ্রকাশ' (১০ শ্রাবণ ১২৭৭) পত্রিকায় সম্পাদক লেখেন,

> আমরা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম, কালীপ্রসন্ন সিংহ ৯ই

শ্রাবণ দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইনি এক প্রসিদ্ধ ধনিবংশজাত বলিয়াই যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন এরূপ নয়, মহাভারতের অনুবাদ ও হুতোম পেঁচার প্রণয়নদ্বারা ইঁহার নাম প্রায় কাহারও অবিদিত নাই। ইঁহার সামান্য জনদুর্লভ কতকগুলি সদ্‌গুণ ছিল বটে, কিন্তু কতকগুলি অপগুণ ইঁহাতে আশ্রয় করাতে সেই সদ্‌গুণের প্রভা তত প্রকাশ পায় নাই। নিজ বিষয়বিভবের তত্ত্বাবধান রক্ষণ চেষ্টায় ইঁহার অতিশয় ঔদাসীন্য ছিল। এই দোষে শেষে ইনি ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়েন। ইঁহার সম্পত্তি নাশ ও তন্নিবন্ধন অবমাননা ও মনের অসুখই ইঁহার অকাল মৃত্যুর কারণ।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ২৪শে জুলাই কালীপ্রসন্নের মৃত্যু হয়।

'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' প্রথমে 'হুতোম প্যাঁচার কলিকাতার নক্‌শা। চড়ক। প্রথমখণ্ড' (১৮৬১) নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। পরে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' প্রথমভাগ প্রকাশকালে 'চড়ক' অংশটি পুনর্লিখিত হয়, এবং আরও কয়েকটি নক্‌শা সংযোজিত হয়। 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'র প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে প্রকাশিত হয় ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে। প্রথম ভাগের দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশকাল ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দ। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা, সমাজ কুচিত্র, পল্লীগ্রামস্থ বাবুদের দুর্গোৎসব' (১৩৫৫) গ্রন্থে ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থের পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে। 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'র প্রথম খণ্ডের আদি পাঠ (১৮৬১) বর্তমানে বিলুপ্ত, পুস্তিকাটিও অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। শ্রীঅশোক উপাধ্যায়ের আনুকূল্যে আমরা পরিশিষ্টে পুস্তিকাটি পুনর্মুদ্রিত করতে পেরেছি; তাঁকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। নির্দেশিকা তৈরির কাজে সাহায্য করেছেন শ্রীঅনুপরঞ্জন চক্রবর্তী।

অলোক রায়

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ।

"সেই ধন্য নরকুলে, লোকে যা'রে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্ব্বজন।"

মধুসূদন।

"রহিল তোমার নাম সমুজ্জ্বল হ'য়ে
বালার্কবিভার সম এ বঙ্গনিলয়ে।"

রাজকৃষ্ণ।

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ,
M.A., F.S.S., F.R.E.S
বিরচিত।

কলিকাতা,
১৩২২ বঙ্গাব্দ।

 মূল্য এক টাকা মাত্র।

প্রথম সংস্করণের উৎসর্গপত্র

শৈশবে যাঁহার স্নেহময় অঙ্কে
মাতৃভাষার প্রথম পাঠ গ্রহণ করিয়াছি,
বাল্যে যাঁহার সুধাময় কণ্ঠে
বঙ্গবাণীর অতুলনীয় ঐশ্বর্য-কথা শ্রবণ করিয়াছি,
আজি যাঁহার উৎসাহে ও উপদেশে
কম্পিত-হৃদয়ে,
আমার এই সামান্য অর্ঘ্য লইয়া
বঙ্গভারতীর মন্দির-দ্বারে
উপস্থিত হইতে সাহসী হইয়াছি,
আমার সেই স্বর্গ হইতে গরীয়সী জননীর
সর্ব্বতীর্থসার শ্রীচরণযুগল
বন্দনা করিতেছি।

গ্রন্থকারের নিবেদন

বর্ত্তমান প্রস্তাবটী কোনও মাসিক পত্রের জন্য রচিত হইয়াছিল, এক্ষণে আমার কোনও শ্রদ্ধেয় বন্ধুর অনুরোধে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল। অবসরাভাবে এই প্রস্তাবটীর ইচ্ছানুরূপ পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিতে পারি নাই।

'বেওয়ারিশ ময়দার' সহিত তুলনীয় বাঙ্গালা সাহিত্যে সকলের সহিত আমার সমান অধিকার থাকিলেও, মাদৃশ অল্পবুদ্ধি ব্যক্তির পুণ্যশ্লোক মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের চরিতকারের আসন গ্রহণ করিবার ধৃষ্টতা-প্রকাশের কোনও অধিকার আছে কি না তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিতে পারে।

চরিত-লেখকের কার্য্য বাস্তবিকই অতিশয় দায়িত্বপূর্ণ। প্রকৃত চরিত-লেখককে ঐতিহাসিকের ন্যায় নিরপেক্ষভাবে সত্য-নির্দ্ধারণ করিতে হয়, দার্শনিকের ন্যায় সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে বিচার করিতে হয়, কবির ন্যায় লোক-শিক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ঔপন্যাসিকের ন্যায় মনোজ্ঞভাবে ঘটনাবলী বিবৃত করিতে হয়। কিন্তু এরূপ বহুগুণসম্পন্ন সাহিত্য-শিল্পী অতি দুর্লভ।

তবে, কর্ম্মক্ষেত্রের সকল বিভাগেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যেরূপ প্রতিভাবান শিল্পীর প্রয়োজন আছে, সেইরূপ নিরক্ষর ভারবাহী মুটে মজুরেরও প্রয়োজন আছে। আমার বোধ হয় সাহিত্যও এই নিয়মের অধীন।

এই যে দেখিতেছি শত শত প্রতিভাবান্ সাহিত্য-শিল্পী মহোৎসাহে সুরম্য মাতৃমন্দির নির্ম্মাণে অগ্রসর হইতেছেন, জাতীয় বিজ্ঞানের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর জাতীয় ইতিহাসের সুদৃঢ় স্তম্ভ নির্ম্মিত হইতেছে, জাতীয় কাব্যের সুচারু কারুকার্য্য খচিত হইতেছে, দেশানুরাগরঞ্জিত তুলিকা-দ্বারা মন্দির-গাত্রে জাতীয় চিত্র অঙ্কিত হইতেছে, তত্ত্ববিদ্যার মন্দির-চূড়া গগন স্পর্শ করিতে চলিয়াছে, জাতীয় সাহিত্যের স্বর্ণবেদীর উপরে জাতীয়জীবন-প্রদায়িণী মাতৃমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠার আয়োজন হইতেছে, কে বলিতে পারে এই মহাকার্য্যে শিল্পিগণের সহায়তা করিবার জন্য ভারবাহী মুটে মজুরের প্রয়োজন নাই? জাতীয় জাগরণের এই আনন্দ-কোলাহলে সকলের হৃদয়েই এক অভূতপূর্ব্ব চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা পরিদৃষ্ট হইতেছে, তাঁহাদের হৃদয়ে এক অভিনব ভাবের ও অপূর্ব্ব আনন্দের সমাবেশ হইয়াছে, মাতৃমন্দির নির্ম্মাণার্থ সকলেই যথাশক্তি চেষ্টা করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন; কিন্তু শিল্পী প্রতিভা নাই বলিয়া অনেকেই অগ্রসর হইতে ভীত ও সংকুচিত হইতেছেন। কিন্তু তাঁহারা সামান্য ভারবাহীর কার্য্য করিতেও কি অক্ষম?

সাহসে ভর করিয়া আমি এই ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড লইয়া বাণীমন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। যে শিল্পিগণ আমাদের জাতীয় জীবনের ইতিহাসরূপ স্তম্ভনির্ম্মাণে ব্যাপৃত আছেন, তাঁহারা যদি ইহা ব্যবহারযোগ্য

মনে করেন, তবে আমার শ্রম সার্থক হইবে। ভারবাহীর কার্য্যের সমালোচনা নাই, তাহার কার্য্য প্রশংসা ও নিন্দার বহু নিম্নে। কিন্তু যখন আমাদের জাতীয় জীবনের ইতিহাসরূপ স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়া জগৎবাসীর শ্রদ্ধা আকৃষ্ট করিবে, তখন উহার নির্ম্মাণে ব্যবহৃত এই ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ডের বহনকারী হয়ত সকলের অলক্ষ্যে শিল্পীর অপেক্ষা অধিকতর আনন্দ অনুভব করিবে। কারণ, অর্দ্ধশতাব্দীর ধূলির নিম্নে প্রোথিত এই প্রস্তরখণ্ডখানি সে যথাশক্তি সুসংস্কৃত করিয়া মাতৃমন্দির নির্ম্মাণে ব্যবহারযোগ্য মনে করিয়াই শ্রদ্ধার সহিত বহন করিয়া আনিয়াছিল।

অধুনা পরিচিত বিপণি ব্যতীত অন্য স্থল হইতে অপরিচিত ব্যক্তি কর্ত্তৃক আহৃত উপকরণাদি ব্যবহার করিতে শিল্পিগণ ইতস্ততঃ করেন। সেইজন্য বর্ত্তমান কালের রীতানুসারে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্য-শিল্পীর পরিচয়-পত্র বা ভূমিকা গ্রন্থের প্রারম্ভে সংযুক্ত হইল। এই ভূমিকা লিখিয়া তিনি আমাকে অপরিসীম ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন।

পরম পূজনীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় স্নেহপরবশ হইয়া এবং যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিয়া আদ্যোপান্ত এই পুস্তকের প্রুফ ও স্থানে স্থানে ভাষা সংশোধিত করিয়া দিয়াছেন। বাচনিক কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ-দ্বারা তাঁহার স্নেহের ঋণ হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে চেষ্টা পাইব না।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, যথেষ্ট যত্ন সত্ত্বেও এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানিকে একেবারে নির্ভুল করিতে পারি নাই। তবে ভুলগুলি অনায়াসেই সুধী পাঠকবর্গ সংশোধিত করিয়া লইতে পারিবেন, এই বিবেচনায় কোনও শুদ্ধিপত্র সন্নিবেশিত হইল না। একটী লিপিপ্রমাদ উল্লেখযোগ্য; ৩০ পৃষ্ঠায় দশম পংক্তিতে "৫০০০, পঞ্চ সহস্র"র পরিবর্ত্তে "৫০০, পঞ্চ শত" পঠিত হওয়া উচিত। আর একটি ভুল এস্থলে সংশোধিতব্য। জীবনচরিতের ১৭ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে যে, সম্ভবতঃ ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে বিদ্যোৎসাহিনী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। আমরা পরে জানিতে পারিয়াছি যে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে উহা স্থাপিত হইয়াছিল। কারণ, ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে (বাঙ্গালা ১২৬২ সালে ৭ই মাঘ দিবসে) উহার প্রথম বাৎসরিক সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সংবাদ প্রভাকরে উহার বিষয়ে যাহা লিখিত হইয়াছিল তাহা কৌতূহলী পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে উদ্ধৃত হইলঃ—

(সংবাদ প্রভাকর, ২০শে মাঘ ১২৬২ সাল; ইং ১লা ফেব্রুয়ারী ১৮৫৬।)

"৭ মাঘ শনিবার যামিনী ৭ ঘণ্টার সময়ে বিদ্যোৎসাহিনী সভার সাম্বৎসরিক সভা নির্ব্বাহিত হইয়াছে, এই সভা দ্বারা দেশের যে কত হিতসাধন হইবেক তাহা বলা যায় না। এই সভার বয়ঃক্রম এক বৎসর হইল ইহার মধ্যে দেশের অনেক কুপ্রথা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই, প্রথমতঃ ইতিপূর্ব্বে এই কলিকাতা নগরে একটিও বাঙ্গালা সভা ছিল না, শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় বিদ্যোৎসাহিনী সভা প্রতিষ্ঠা করিবাতে অধুনা

অনেক ভদ্রসন্তানেরা আপনাপন বাটীতে এক এক বাঙ্গালা সভা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, কেহ বা সাপক্ষে কেহ বা বিপক্ষে ও কেহ বা এই দৃষ্টান্তদৃষ্টে যদ্যপি তাঁহারা ঈর্ষবৃত্তির বশীভূত হইয়া এই মঙ্গলকর পথের পথিক হয়েন তাহা হইলেও তাহারদিগকে নিন্দা করা যায় না, কারণ এ বিষয়ে জিগীষা প্রবৃত্তি না হইলে কখন উৎসাহ চিরস্থায়ী হয় না। আমরা দেশীয় সকল ব্যক্তিকে এই পরামর্শ প্রদান করি যে শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের দৃষ্টান্তের অনুগামি হউন, তাহা হইলে বোধ করি অত্যল্পকাল মধ্যে দেশস্থ তাবতেই সভ্যতাসোপানে পদার্পণ করিতে পারিবেক।" ইতি—

৯০, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা. ১লা আশ্বিন, ১৩২২

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ

ভূমিকা

বাঙ্গালা দেশে কালীপ্রসন্ন সিংহের নাম শুনেন নাই, এমন শিক্ষিত বাঙ্গালী, আশা করি নাই। থাকিলে তাহা বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর কলঙ্কের কথা। পূর্ব্বে বিজয়ীদিগের প্রতিষ্ঠাস্তম্ভে যেমন তাঁহাদের কীর্ত্তি চির-স্থায়ী হইয়া থাকিত, এ কালে মহাভারতের বঙ্গানুবাদে তেমনই কালীপ্রসন্নের কল্পান্তস্থায়িনী কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। কিন্তু এই বিরাট কার্য্য কালীপ্রসন্নের সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তিস্তম্ভ হইলেও ইহাই তাঁহার গৌরবের এক-মাত্র বা প্রধান কারণ নহে। তাঁহার গৌরবের প্রধান কারণ—ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর প্রতিভা-পুনঃ-প্রদীপ্তির (Renaissance) যাঁহারা প্রবর্ত্তক, কালী-প্রসন্ন তাঁহাদিগের অন্যতম। বাঙ্গালায় এই দ্বিতীয় মানসিক উদ্দীপ্তির রোশনাইয়ে যাঁহারা মশাল ধরিয়াছিলেন, অজ্ঞতার অন্ধকার অপনীত করিয়া-ছিলেন, কালীপ্রসন্ন তাঁহাদিগের একজন।

য়ুরোপে বিস্মৃত—বিনষ্ট—অপরিজ্ঞাত গ্রীক সাহিত্যের পুনঃপ্রাপ্তিফলে প্রতিভাপুনঃপ্রদীপ্তির সূচনা। সেই সাহিত্য পাইয়া "যেমন বর্ষার জলে শীর্ণা স্রোতস্বতী কুলপরিপ্লাবিনী হয় মুমূর্ষু রোগী দৈব ঔষধে যৌবনের বলপ্রাপ্ত হয়" য়ুরোপের অকস্মাৎ সেইরূপ অভ্যুদয় হইয়াছিল। বাঙ্গালায় দুই বার এইরূপ ঘটিয়াছে। একবার পাঠান শাসনকালে। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়া-ছেন,—"বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ কবিদ্বয় এই সময়েই আবির্ভূত। এই সময়েই অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক, ন্যায়শাস্ত্রের নূতন সৃষ্টিকর্ত্তা রঘুনাথ শিরোমণি; এই সময়েই স্মার্ত্ততিলক রঘুনন্দন; এই সময়ে চৈতন্যদেব; এই সময়েই বৈষ্ণব গোস্বামীদিগের অপূর্ব্ব গ্রন্থাবলী—চৈতন্য দেবের পরগামী অপূর্ব্ব বৈষ্ণব সাহিত্য। পঞ্চদশ ও ষোড়শ খৃষ্ট শতাব্দীর মধ্যে ইঁহাদের সকলেরই আবির্ভাব, এই দুই শতাব্দীতে বাঙ্গালীর মানসিক জ্যোতিতে বাঙ্গালার যেরূপ মুখোজ্জ্বল হইয়াছিল, সেরূপ তৎপূর্ব্বে বা তৎপরে আর কখনও হয় নাই।"

দ্বিতীয় প্রদীপ্তির সময় যাঁহার মশালের আলোক অত্যুজ্জ্বল দেখাইয়া ছিল, সেই সাহিত্যক্ষেত্রে সব্যসাচী সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র বিনয়প্রযুক্ত যাহাই বলুন না কেন, আমরা বলিব, ঊনবিংশ শতাব্দীতে আর একবার বাঙ্গালীর মানসিক জ্যোতিতে বাঙ্গালার মুখোজ্জ্বল হইয়াছে। এই দ্বিতীয় উদ্দীপ্তির কারণও অনেকাংশে প্রথম উদ্দীপ্তির কারণের অনুরূপ। সে কথার আলোচনা আমরা পরে করিব।

প্রথম উদ্দীপ্তির বিবিধ কারণ ছিল, সন্দেহ নাই; কিন্তু সাম্যবাদমূলক মুসলমান ধর্ম্মের প্রচার যে তাহার অব্যবহিত কারণ তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বাঙ্গালায় পাঠান শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে মুসলমান ধর্ম্মপ্রচারকদিগের আবির্ভাব হইয়াছিল। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে এই-রূপ বহু দরবেশ বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে ঢাকার বাবা আদম ও শ্রীহট্টের সাহ জালাল বিখ্যাত। সে সময় বাঙ্গালার সামাজিক অবস্থায় কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হইত। যে বৌদ্ধধর্ম্ম সমগ্র এসিয়ায় ভারতীয় শিল্প ও সভ্যতা ব্যাপ্ত করিয়াছিল ও দুর্লঙ্ঘ্য হিমালয় অতিক্রম করিয়া এসিয়ার একত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, সেই বৌদ্ধধর্ম্ম এককালে সমস্ত বঙ্গে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। য়ুয়াং-চোয়াং বৌদ্ধবিদ্বেষী বলিয়া যে হিন্দু রাজার বুদ্ধগয়ায় অনুষ্ঠিত অত্যাচার-বিবরণ বিবৃত করিয়াছেন, সেই শশাঙ্কের "মৃত্যুর অব্যবহিত পরেও বঙ্গে ও মগধে বহু মন্দির, বিহার, সঙ্ঘারামাদি বিদ্যমান ছিল।" এই পরিব্রাজক যখন শিক্ষার্থী হইয়া চীন হইতে নালন্দা মহাবিহারে আসিয়াছিলেন, তখন সমতটের রাজপুত্র শীলভদ্র সে মহাবিহারের মহাস্থবির। "মহীপালদেবের একাদশ রাজ্যাঙ্কে তৈলাটক-বাসী বালাদিত্য নামক জনৈক ব্যক্তি" যে নালন্দা মহাবিহারের জীর্ণসংস্কার করাইয়াছিলেন, তদীয় পুত্র নয়পালদেবের রাজত্বকালে বিক্রমপুরবাসী দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান সেই মহাবিহারের সঙ্ঘস্থবির নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনিই তিব্বত-রাজের অনুরোধে তিব্বতে যাইয়া তথায় বৌদ্ধধর্ম্ম পুনর্জ্জীবিত করেন। কিন্তু বঙ্গে পাঠানদিগের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বে এই বৌদ্ধধর্ম্ম তান্ত্রিক-তায় বিকৃত ও হিন্দুপ্রাধান্যে পীড়িত হইয়া প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। যে সকল বৌদ্ধ পারিয়াছিল, হিন্দুসমাজে ফিরিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু তখন বর্ণভেদশাসিত হিন্দুসমাজের সামাজিক নিয়ম যেরূপ কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে বর্ণভেদবর্জ্জিত বৌদ্ধদিগের অনেকের পক্ষেই যে হিন্দু-সমাজে প্রত্যাবর্ত্তনপথ রুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। কেহ কেহ অনুমান করেন, "নবশাখ"দল এই সময় হিন্দুসমাজে প্রবেশলাভ করে। কিন্তু "নবশায়কদিগের" সম্বন্ধে এই অনুমান বিচারসহ বলিয়া মনে হয় না। এই-রূপ বহু লোক একবার হিন্দুসমাজের সীমা ত্যাগ করিয়া আর তাহাতে প্রবেশাধিকার পাইতেছিল না। আরও একদল লোকের সংখ্যা তখন পুষ্ট হইয়াছে; তাহারা পতিতবৌদ্ধ। মাতৃকল্পা মহাপ্রজাতির ও উপেক্ষিতা পত্নী গোপার নির্ব্বন্ধাতিশয়ে এবং সম্ভবতঃ তাঁহাদিগের প্রতি স্বীয় কর্ত্তব্য-চ্যুতির কথা স্মরণ করিয়া বুদ্ধদেব যখন মহিলাদিগকে স্বধর্ম্মে দীক্ষা দেন, তখনই তিনি প্রিয় শিষ্য আনন্দকে বলিয়াছিলেন, এই যে মহিলারা ধর্ম্মের জন্য গৃহত্যাগ করিতেছেন, ইহার ফলে হইবে—সদ্ধর্ম্ম যত দিন স্থায়ী হইতে পারিত তত দিন স্থায়ী হইবে না। হইয়াছিলও তাহাই। বহু ভিক্ষু-

ভিক্ষুণীর বাসবিহারে সংযমশিথিলতাহেতু পদস্খলনও যে না ঘটিত এমন নহে। যাহারা এইরূপে ভিক্ষুর উচ্চ আদর্শভ্রষ্ট হইত, বিহারে আর তাহাদের আশ্রয় মিলিত না। আবার বর্ণবিভাগের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হিন্দু-সমাজের বিশাল সৌধেও তাহাদের ও তাহাদিগের সন্তানদিগের স্থান ছিল না। এই মুণ্ডিতশীর্ষ ভিক্ষুভিক্ষুণীরা হিন্দুদিগের দ্বারা "নেড়ানেড়ী" বলিয়া অভিহিত হইত। তাহাদের বেশের আকার ও বর্ণ "বৈরাগী"দিগের আলখেল্লায় আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। এই সব আশ্রয়হীন সম্প্রদায়ের পক্ষে সাম্যবাদী নবাগত মুসলমানদিগের উপদেশে আকৃষ্ট হইয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আপনাদের হীনতাকলঙ্ক দূর করিবার প্রলোভন প্রবল হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং ইহাদিগকে সমাজে রক্ষা করিবার একটা ব্যবস্থা করা যে প্রয়োজন, তাহা সামাজিকগণ অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

কেবল ইহাই নহে। সমাজেও নানা দোষ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। সেই জন্যই বাঙ্গালার সমাজে বল্লালের কৌলীন্যপ্রথার প্রবর্ত্তন। বল্লালের শাসন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্যের উপর প্রযুক্ত হইয়াই শেষ হয় নাই। "বল্লালসেন সর্ব্বজাতীয় লোকের উপর তাঁহার জাতিগঠননীতি চালাইয়াছিলেন। ইহাতে নবশায়করাও বাদ পড়ে নাই। যদিও উহাদের মধ্যে কেহ কুলীন আখ্যা পায় নাই, তবুও প্রামাণিক বা পরামাণিক প্রভৃতি নানা উপাধি তাহাদের মানের পরিচয় দিত।" তাহার পর দনুজমাধবের সমীকরণে যে সংস্কার হইয়াছিল, দুই তিন শত বৎসর সংস্কারের অভাবে তাহাও নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছিল। সেই জন্যই চৈতন্যদেবের সমসাময়িক দেবীবর ঘটকের "মেলবন্ধন"। সুতরাং তখন সমাজেও সংস্কারের প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল।

তখন বঙ্গদেশে তান্ত্রিক মতের বিস্তার—তান্ত্রিক সাধনার সমাদর। চৈতন্য ভগীরথের মত সাধনা করিয়া যে ধর্ম্মপ্রবাহে বঙ্গদেশ ধন্য করিয়াছিলেন, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদিগের রচনায় আমরা দেখিতে পাই, তাহা তান্ত্রিক-তার উৎস হইতে উৎসারিত হইয়াছিল। সেই শীর্ণ স্রোতই চৈতন্যের চেষ্টায় কূলপরিপ্লাবিনী স্রোতস্বতীতে পরিণত হয়। সে সাধন-প্রণালীর স্বরূপ বুঝিতে বা বুঝাইতে পারি, এমন অভিমান আমাদের নাই। তবে অনু-সন্ধিৎসু পাঠক চৈতন্যের পূর্ব্ববর্ত্তী কবি চণ্ডীদাসের রাগাত্মিক পদে তাহার পরিচয় পাইবেন এবং পাইয়া, বোধ হয়, সাধক না হইলে আর তাহার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিবেন না। "ব্রজগোপীতত্ত্ব মহাভারতে নাই, বিষ্ণু-পুরাণে পবিত্রভাবে আছে, হরিবংশে প্রথম কিঞ্চিৎ বিলাসিতা প্রবেশ করিয়াছে, তারপর ভাগবতে আদিরসের অপেক্ষাকৃত বিস্তার হইয়াছে, শেষ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে তাহার স্রোত বহিয়াছে।" বিষ্ণুপুরাণের গোপীদিগের কৃষ্ণকামনা কামকামনা নহে। কিন্তু ভাগবতকার বিষ্ণুপুরাণকারের অপেক্ষাও প্রগাঢ়তায় ও ভক্তিতত্ত্বের পারদর্শিতায় শ্রেষ্ঠ। পতিই জগতের স্ত্রীজাতির প্রিয়তম।

তাই ভক্তির ঐকান্তিকতা বুঝাইবার জন্য ভাগবতকার গোপীদিগের কৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার কামনার কথা বলিয়াছেন। কিন্তু এই ভাবে একটা ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ আছে। কৃষ্ণচরিত্রের অভিনব ব্যাখ্যাকার কুশাগ্রবুদ্ধি বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন,—"কাজে কাজেই সেই ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ ভাগবতোক্ত রাসবর্ণনের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। ভাগবতোক্ত রাস বিষ্ণুপুরাণের ও হরিবংশের রাসের ন্যায় কেবল নৃত্যগীত নয়। যে কৈলাসশিখরে তপস্বী কপর্দ্দীর রোষানলে ভস্মীভূত সে বৃন্দাবনে কিশোর রাসবিহারীর পদাশ্রয়ে পুনর্জীবনার্থ ধূমিত। আনন্দ এখানে প্রবেশ করিয়াছেন। পুরাণকারের অভিপ্রায় কদর্য্য নয়; ঈশ্বরপ্রাপ্তিজনিত মুক্তজীবের যে আনন্দ, 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্' ইতি বাক্য স্মরণ রাখিয়া তাহাই পরিস্ফুট করিতে গিয়াছেন। কিন্তু লোকে তাহা বুঝিল না। তাঁহার রোপিত ভগবদ্ভক্তি-পঙ্কজের মূল অতলজলে ডুবিয়া রহিল--উপরে কেবল বিকশিত কামকুসুমদাম ভাসিতে লাগিল। যাহারা উপরে ভাসে—তলায় না, তাহারা কেবল সেই কুসুমদামের মালা গাঁথিয়া, ইন্দ্রিয়পরতাময় বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রস্তুত করিল। যাহা ভাগবতে নিগূঢ় ভক্তিতত্ত্ব জয়দেব গোস্বামীর হাতে তাহা মদনধর্ম্মোৎসব।" সংস্কার না হইলে ইহাতে সমাজের সর্ব্বনাশ হয়। স্বীয় জীবনাদর্শে সেই সংস্কারসাধন ও সেই সংস্কৃত ধর্ম্মের উদার বক্ষে নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিয়া তাহাদিগকে হিন্দুসমাজে স্থানদান চৈতন্যদেবের অসাধারণ কীর্ত্তি। কেহ কেহ বলেন, তিনি ভক্তির স্রোতে কর্ম্মবাদ ভাসাইয়া দিয়া বাঙ্গালীর অপকার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কৃত উপকারের সহিত তাহার তুলনা করিলে কে তাঁহার নিন্দা করিবে?

তান্ত্রিক সাধনা ভোগের মধ্য দিয়া ত্যাগের মোক্ষফল লাভের চেষ্টায় যে আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহাতে তাহার পক্ষে গোপনকার্য্যপ্রিয়তা স্বাভাবিক। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল। "যবন হরিদাস" কীর্ত্তন-প্রথার প্রবর্ত্তন করেন। "যে দেশে তান্ত্রিক মতে অতি সঙ্গোপনে মনে মনে সংক্ষিপ্ত বীজমন্ত্র জপ করিবার প্রথা ছিল, সেই দেশে সর্ব্বজনশ্রুতিযোগ্য উচ্চ কণ্ঠে ইষ্টদেবের পূর্ণ নাম উচ্চারিত করিবার পদ্ধতি তিনিই দেখাইয়াছিলেন।"

চারিদিকেই যখন সংস্কারের কামনা বা বিদ্রোহের সূচনা দেখা যাইতেছিল, তখন সমাজের নেতৃবৃন্দ—ব্রাহ্মণগণ অবশ্যই সমাজরক্ষার উপায় উদ্ভাবনে উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। হিন্দুসমাজ শাস্ত্রানুশাসনশাসিত; সুতরাং, সমাজরক্ষার জন্য তাঁহারা আবার সোৎসাহে শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিয়া অমৃত লাভের চেষ্টাই করিতেছিলেন।

অতএব তখন সমাজে পরিবর্ত্তনের—মানসিক উদ্দীপ্তির সকল উপাদানই সঞ্চিত হইয়াছিল। লোকের অস্থিরতা, সামাজিকদিগের উৎকণ্ঠা, সমাজে

সংস্কারবাসনা সবই ছিল। কিন্তু রাজনীতিক কারণে সে সব উপাদান সদ্ব্যবহারের সুযোগ ঘটিতেছিল না। কারণ, দেশ তখন অরাজক—"অরাজক কে বলিবে?—সহস্ররাজক।" বহু খণ্ডে বিভক্ত বাঙ্গালার শাসন-প্রাধান্য লইয়া তখন হিন্দুতে মুসলমানে ও মুসলমানে মুসলমানে যুদ্ধ চলিতেছে—কাহারও প্রাধান্য স্থায়ী হইতেছে না। মুসলমান বিজয়ী হইলে অত্যাচারে প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিতেছেন; হিন্দু সুযোগ পাইলে সে অত্যাচারের ঋণ সুদসহ শোধ করিয়া লইতেছেন। দেশের এরূপ অবস্থায় কেহ সমাজসংস্কারে, সাহিত্যচর্চ্চায়, শিল্পোন্নতিবিধানে মন দিতে পারে না। যখন ধন, মান, প্রাণ, ধর্ম্ম কিছুই নিরাপদ নহে, তখন মানুষ আত্মরক্ষার উপায় উদ্ভাবনেই সমগ্র মানসিক শক্তি প্রযুক্ত করে; তখন বীরের আবির্ভাব সম্ভব—সুধীর আবির্ভাব অসম্ভব।

কিছুকাল পরে পাঠান দেশজয় করিয়া দেশশাসনে প্রবৃত্ত হইল—লুণ্ঠন ত্যাগ করিয়া শাসনের উপায় অবলম্বন করিল, অত্যাচার ছাড়িয়া সদাচার করিতে লাগিল। তখন পাঠান রাজপথ নির্ম্মাণ করিয়া, জলাশয় খনন করাইয়া, হিন্দুকে উচ্চ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেশশাসনে সহকারী করিয়া লইয়া বাঙ্গালী হিন্দুর হৃদয় জয় করিতে চেষ্টা করিল। আর দেশে শান্তি সংস্থাপিত হইতে না হইতেই বাঙ্গালীর মানসিক উদ্দীপ্তি আত্মপ্রকাশ করিল। তাই "অকস্মাৎ নবদ্বীপে চৈতন্যচন্দ্রোদয়; তারপর রূপসনাতন প্রভৃতি অসংখ্য কবি ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত। এদিকে দর্শনে রঘুনাথ শিরোমণি, গদাধর, জগদীশ; স্মৃতিতে রঘুনন্দন এবং তৎপরগামিগণ। আবার বাঙ্গালা কাব্যের জলোচ্ছ্বাস। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, চৈতন্যের পূর্ব্বগামী। কিন্তু তাহার পরে, চৈতন্যের পরবর্ত্তিনী যে বাঙ্গালা কৃষ্ণবিষয়িনী কবিতা, তাহা অপরিমেয় তেজস্বিনী, জগতে অতুলনীয়া।"

বাঙ্গালার এই প্রতিভাপুনঃপ্রদীপ্তি বাঙ্গালী হিন্দুর মানসিক শক্তির পরিচায়ক। তাহার বিশেষ কারণ ছিল। পাঠানগণ বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন অর্থার্জ্জনের জন্য ও ধর্ম্মপ্রচারের জন্য। মহম্মদ-ই-বখতিয়ার লুণ্ঠনলব্ধ অর্থে সেনাদল বর্দ্ধিত করিতে করিতে অগ্রসর হইতেন। শেষে বাঙ্গালা দেশ বিজিত হইলে এই স্বর্ণপ্রসূ নদীমাতৃক দেশের ঐশ্বর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া সমর-শ্রমশ্রান্ত পাঠানগণ বাঙ্গালায় বাস করিতে আরম্ভ করেন; হিন্দু মুসলমান "জেতাজিত বিষভাব" পরিহার করিয়া এক সঙ্গে বাস করিতে থাকেন। পাঠানগণ যখন বঙ্গে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা নূতন সাহিত্য—নূতন সভ্যতা কিছুই সঙ্গে আনেন নাই; আনিয়াছিলেন, ধর্ম্মপ্রচরোৎসাহ আর স্থাপত্য। এই প্রচারোৎসাহের ফলে দেশের লোক দলে দলে মুসলমান হইয়াছিল বা দেশের লোককে দলে দলে মুসলমান হইতে হইয়াছিল। কারণ, হিন্দুর "জাতিনাশ" সহজেই হয়, আর জাতি যাইলে হিন্দুর পক্ষে হিন্দু-

সমাজের দ্বার রুদ্ধ হয়—সে মুসলমান-সমাজে সাদরে গৃহীত হয়। আর এই স্থাপত্যের প্রমাণ আজও বঙ্গদেশে নানা স্থানে বর্ত্তমান। গৌড়ে ও খলিফাতাবাদে (বাগেরহাটে) এখনও সে স্থাপত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালী হিন্দু শিল্পীর শ্রমে ও এ দেশের উপাদানে সে সব গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া সে সকলেও হিন্দু প্রভাব পতিত হইয়াছিল। নূতন সাহিত্য বা নূতন সভ্যতা পাঠানের সঙ্গে বাঙ্গালায় প্রবেশ করে নাই বলিয়া এই যুগের বাঙ্গালার পুনঃপ্রতিভাপ্রদীপ্ত বাঙ্গালী হিন্দুর মানসিক উদ্দীপ্তি—তাহাতে অন্য দেশীয় প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায় না। আর ইংরাজ এ দেশে নূতন সাহিত্য ও নূতন সভ্যতা আনিয়াছিলেন বলিয়াই ইহার পরবর্ত্তী উদ্দীপ্তিতে বিদেশীয় প্রভাব পরিস্ফুট হইয়াছিল। সে ঊনবিংশ শতাব্দীর কথা। সেও এইরূপ কারণে—এইরূপ অবস্থায় ঘটিয়াছিল। তবে তাহার ফল আরও বহুদূরব্যাপী আরও দীর্ঘকালস্থায়ী।

ইহার পর দুই শত বৎসর বাঙ্গালীর মানসিক উদ্দীপ্তির আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন,—"যে আকবর বাদশাহের আমরা শত মুখে প্রশংসা করিয়া থাকি, তিনিই বাঙ্গালার কাল। * * * মোগল-পাঠানের মধ্যে আমরা মোগলের অধিক সম্পদ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া মোগলের জয় গাহিয়া থাকি; কিন্তু মোগলই আমাদের শত্রু, পাঠান আমাদের মিত্র। মোগলের অধিকারের পর হইতে ইংরাজের শাসন পর্য্যন্ত একখানি ভাল গ্রন্থ বঙ্গদেশে জন্মে নাই। যে দিন হইতে দিল্লীর মোগলের সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া বাঙ্গালা দুরবস্থা প্রাপ্ত হইল, সেই দিন হইতে বাঙ্গালার ধন আর বাঙ্গালায় রহিল না, দিল্লীর বা আগ্রার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ প্রেরিত হইতে লাগিল।" তিনি আরও বলিয়াছেন,—"বাঙ্গালীর ঐশ্বর্য্য দিল্লীর পথে গিয়াছে· সে পথে বাঙ্গালার ধন ইরাণ তুরাণ পর্য্যন্ত গিয়াছে। বাঙ্গালার সৌভাগ্য মোগল কর্তৃক বিলুপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালায় হিন্দুর অনেক কীর্ত্তির চিহ্ন আছে, পাঠানের অনেক কীর্ত্তির চিহ্ন পাওয়া যায়, শত বৎসর মাত্রে ইংরেজ অনেক কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু বাঙ্গালায় মোগলের কোন কীর্ত্তি কেহ দেখিয়াছে?" মোগলশাসনে বাঙ্গালার ধন দিল্লীতে যাইত—মুর্শিদকুলী খাঁ বাঙ্গালার মসনদে বসিয়াই যে সম্পদ দিল্লীতে পাঠাইয়াছিলেন তাহার কথা মনে করিলে দুঃখ হয়। কিন্তু সেই ধনহানিই সে সময় বাঙ্গালার মানসিক উদ্দীপ্তি না ঘটিবার একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। কারণ, সমৃদ্ধ বাঙ্গালা অল্প দিনেই নির্ধন হয় নাই—দারিদ্র্য-দুঃখের অনুভূতি তাহার পক্ষে অবশ্যই কালসাপেক্ষ হইয়াছিল। আবার এই সময়ের মধ্যে যে বাঙ্গালায় একখানিও উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচিত হয় নাই, এমনও নহে। তবে এই সময়ে রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের সংখ্যাল্পতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

বোধ হয় দীর্ঘকালের পর পাঠানের সময় বাঙ্গালায় যে পুনঃপ্রতিভা-প্রদীপ্তি দেখা দিয়াছিল, তাহাই দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া বাঙ্গালার মানসিক গগন উজ্জ্বল করিয়াছিল এবং তাহারই উপাদান যোগাইতে বাঙ্গালীর মানসিক শক্তি ব্যয়িত হইতেছিল। তাহার পর কর্ম্মের উত্তেজনার পর শ্রান্তির অবসাদের আবির্ভাব অসম্ভব নহে; পরন্তু অনেক স্থলে অবশ্যম্ভাবী। বাঙ্গালায়ও যে তাহাই হইয়াছিল এমন অনুমান করা যাইতে পারে। যে ভাবের স্রোতঃ কূলপ্লাবী প্রবাহে প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহাই ক্রমে ক্ষীণ হইতে-ছিল; প্রবাহপথে কোথাও জলজগুল্ম জন্মিয়া স্বচ্ছ সলিল আবৃত করিতে-ছিল, কোথাও সামাজিক আবর্জ্জনা জল আবিল করিতেছিল।

এই অবস্থায় কিছুকাল কাটিয়া যাইতে না যাইতে দেশে আবার রাজ-নীতিক অশান্তি আত্মপ্রকাশ করে। দুর্ভাগ্য সাহজাহানের মৃত্যুর পূর্ব্বেই দিল্লীর সিংহাসন লইয়া যে কলহে ভ্রাতৃরক্তে ভারতভূমি কলুষিত করিয়া আওরঙ্গজেব বন্দী পিতার সিংহাসন লাভ করেন, সেই কলহ হইতে বাঙ্গালায় অশান্তির আবির্ভাব। সময় সময় মুর্শিদকুলী খাঁর মত শাসনকর্ত্তার শাসনে সে অশান্তি কিছুকালের জন্য তিরোহিত হইলেও কখনও দীর্ঘকালের জন্য দূর হয় নাই। মুর্শিদকুলীর পর সুজাউদ্দীন বাঙ্গালা শাসন করেন; কিন্তু তদীয় পুত্র সরফরাজকে হত্যা করিয়া প্রভুহন্তা আলিবর্দ্দীর পক্ষে বাঙ্গালার মসনদ উৎকণ্ঠার কণ্টকশয়ন বলিয়াই মনে হইয়াছিল। তাঁহার ভাগ্যে সুখলাভ হয় নাই। পূর্ব্বে যখন মগরা পূর্ব্ববঙ্গে অত্যাচার করিত, তখন ইসলাম খাঁ ঢাকায় রাজধানীস্থাপন করিয়া প্রজারক্ষার উপায় করিয়া-ছিলেন; কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়গণ যখন পশ্চিম বঙ্গ আক্রমণ করিল, তখন আলিবর্দ্দী প্রজারক্ষা করিতে পারিলেন না। মহারাষ্ট্রীয়গণ তাঁহাকে যুদ্ধে বিপন্ন করিল, তাঁহার রাজধানী মুর্শিদাবাদ লুণ্ঠিত করিল, বাঙ্গালীর নিকট চৌথ আদায় করিতে লাগিল। পঞ্চসহস্রের প্রত্যাবর্ত্তন ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত আলিবর্দ্দীর চৌথের ব্যবস্থানির্দ্ধারণ তাঁহার দৌর্ব্বল্যেরই পরিচায়ক। তিনি যখন জরাজীর্ণ দেহে রোগশয্যায় এক দিকে প্রজার দুর্দ্দশার আর এক দিকে দৌহিত্র সিরাজদ্দৌলার উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারের কথা মনে করিতেন, তখন যে মৃত্যুই তাঁহার নিকট ঈপ্সিত মনে হইত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আলি-বর্দ্দীর উত্তরাধিকারী সিরাজদ্দৌলার নাম আজও বঙ্গদেশে ঘৃণার সহিত উচ্চারিত হয়। সিরাজদ্দৌলার অত্যাচারে দেশের প্রধানগণ তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন—শেষে পলাশীক্ষেত্রে বিদেশী বণিক ইংরাজের নিকট সিরাজ-দ্দৌলার পরাজয় ও দেশে আবার অরাজকতার আবির্ভাব। কারণ, ইংরাজ তখন বাঙ্গালার শাসনভার গ্রহণ করেন নাই। সে ভার মীরজাফরের। বঙ্কিম-চন্দ্র লিখিয়াছেন, তখন "মীরজাফর গুলি খায় ও ঘুমায়। ইংরেজ টাকা আদায় করে ও ডেস্‌পাচ লেখে। বাঙ্গালী কাঁদে আর উৎসন্ন যায়।" দেশের অবস্থা

উত্তরোত্তর ভীষণ হইতে লাগিল—"মানুষের সিন্দুকে টাকা রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, সিংহাসনে শালগ্রাম রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, ঘরে ঝি বউ রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, ঝি বউয়ের পেটে ছেলে রেখে সোয়াস্তি নাই।" এই অবস্থার প্রতীকারের জন্যই দেশের লোক স্বেচ্ছায়—সাগ্রহে ইংরাজকে দেশের রাজা করিয়াছিল। বাঙ্গালায় ইংরেজকে দেশজয় করিতে হয় নাই—জিতহৃদয় দেশের লোক ইংরাজকে দেশ দিয়াছিল। তাই এ দেশে ইংরাজশাসন সত্য সত্যই broad-based on a people's will.

তখন দিল্লীর বাদশাহের মত মুর্শিদাবাদের নবাব নাজিমও শূন্যগর্ভ উপাধি লইয়াই গর্ব্বিত—ষড়যন্ত্রে বিপন্ন—চিড়িয়ার লড়াই ও বেগমবিলাস লইয়া ব্যাপৃত। দেশ সর্ব্বনাশের পথে ধাবমান। এই অবস্থায় কোন জাতির মানসিক শক্তি উদ্দীপ্ত হইতে পারে না।

তাহার পর ইংরাজ দেশশাসনের—প্রজারক্ষার ভার লইলেন। শৃঙ্খলার সলিলে অরাজকতার বহ্নি নির্ব্বাপিত হইল। এই দেশব্যাপী বহ্নি নির্ব্বাপিত করিতে ইংরাজের কত শ্রম ও সময় লাগিয়াছিল তাহা সমসাময়িক ডেস্প্যাচ প্রভৃতির আলোচনা না করিলে ভাল বুঝা যায় না। ইতিহাস মানুষের স্মৃতিশক্তির প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া উপাদানের পরিচয় না দিয়া উপাদান-গঠিত বস্তুর উল্লেখ করিয়াই নিরস্ত হয়। তাই এই শ্রমসাধ্য কার্য্যের স্বরূপ আমরা সহজে বুঝিতে পারি না। বিদেশে, বিভিন্ন আচার-ব্যবহারপরায়ণ নানা জাতির মধ্যে বিশৃঙ্খলার স্থানে শৃঙ্খলা সংস্থাপিত করিয়া, পুরাতন শাসন-প্রণালীর পরিবর্ত্তে নূতন শাসন-প্রণালীর বিবর্ত্তন সংসাধিত করিয়া, ইংরাজ যখন দেশে নূতন শান্তির ও উন্নতির যুগের প্রতিষ্ঠা করিলেন, তখন আবার বাঙ্গালীর মানসিক উদ্দীপ্তি দেখা গেল। বাঙ্গালার এই যে পুনঃপ্রতিভাপ্রদীপ্তি ইহাই এ দেশে ইংরাজের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কীর্ত্তি।

পাঠানগণ যেমন এ দেশে নূতন সাহিত্য বা নূতন সভ্যতা আনেন নাই, ইংরাজ তেমনই নূতন সাহিত্য, নূতন সভ্যতা, নূতন শিক্ষা, নূতন ধর্ম্ম, নূতন আদর্শ আনিয়াছিলেন। সে সাহিত্য য়ুরোপের পুনঃপ্রতিভাপ্রদীপ্তি-প্রোজ্জ্বল। সে সভ্যতা হিন্দু সভ্যতার মত প্রাচীন না হইলেও তরুণ নহে, আর বৈশিষ্ট্যময়। সে শিক্ষা জড়বিজ্ঞানে আত্মনিয়োগফলে প্রাকৃতিক শক্তিকে পরাভূত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়া মানবের কল্যাণকর কার্য্যে প্রযুক্ত করিতে প্রয়াসী। সে ধর্ম্মও সাম্যমূলক। সে আদর্শ অভিনব। বঙ্গদেশেই ইংরাজের প্রভাব সর্ব্বপ্রথম অনুভূত হইয়াছিল; তাই বাঙ্গালীই এই সাহিত্যে—এই সভ্যতায়—এই শিক্ষায়—এই আদর্শে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মুগ্ধ হইয়াছিল; আর তাই নব্য যুগে বাঙ্গালীর পুনঃপ্রতিভাপ্রদীপ্তির ফলে ইংরাজীর প্রভাব সর্ব্বত্র পরিস্ফুট।

বাঙ্গালীর মুগ্ধ হইবার বিশেষ কারণও ছিল। ইংরাজ যে সাহিত্য আনিয়াছিলেন, তাহার তুলনায় বাঙ্গালীর সাহিত্য একান্তই দীন। ইংরাজের আনীত সাহিত্যের মত সাহিত্যের সহিত বাঙ্গালার জনগণ পূর্ব্বে কখনও পরিচিত হয় নাই। সংস্কৃত সাহিত্য বিপুল ও বৈচিত্র্যময় সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার আলোচনা চিরদিনই সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল; নবদ্বীপে বিক্রমপুরে টোলে ব্রাহ্মণ বালক শিক্ষা পাইত, বৈদ্যগণ চিকিৎসাশাস্ত্রের আলোচনা করিতেন, কায়স্থগণ জমীজমার হিসাব নিকাশ লইয়া ব্যাপৃত থাকিতেন—মুসলমানের আমলে তাঁহারা "যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং" পুঁথি নকলও বড় করিতেন না। ফার্শী কবিতা কেহ কেহ মৌলবীর কাছে পাঠ করিতেন। কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যের দৈন্যের অবধি ছিল না। আমরা এই মানসিক উদ্দীপ্তির মধ্যযুগে জন্ম গ্রহণ করিয়া বহু সুপাঠ্য ও সুখপাঠ্য পুস্তক পাইয়া—পরিপুষ্ট বাঙ্গালা সাহিত্য দেখিয়া সে সময়ের বাঙ্গালা সাহিত্যের দৈন্যের স্বরূপ অনুমানও করিতে পারি কি না সন্দেহ। কিন্তু 'বঙ্গদর্শনের' প্রচার-কালেও বঙ্কিমচন্দ্রকে বলিতে হইয়াছিল,—"যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ বা সাময়িক পত্র প্রচারে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদিগের বিশেষ দুরদৃষ্ট। তাঁহারা যত যত্ন করুন না কেন, দেশীয় কৃতবিদ্য সম্প্রদায় প্রায়ই তাঁহাদিগের রচনা পাঠে বিমুখ।" তাহার কারণ, ইংরাজ শাসনের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের বাঙ্গালা সাহিত্যের কথায় রমাই পণ্ডিতের 'শূন্য পুরাণের' সৃষ্টিপত্তনের কয় চরণ মনে পড়েঃ—

"নাহি রেক নাহি রূপ নাহি ছিল বন্ন চিন্।
রবি শশী নাহি ছিল নাহি রাতি দিন॥
নাহি ছিল জল থল নাহি ছিল আকাশ।
মেরু মন্দার নছিল নছিল কৈলাস॥"

তখন বাঙ্গালা সাহিত্য বলিতে কাব্য সাহিত্যই বুঝাইত। কারণ, কবিতা ব্যতীত বাঙ্গালা সাহিত্যভাণ্ডারে আর কিছুই ছিল না। তখন কাশীরামের মহাভারত, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, মুকুন্দরামের চণ্ডী, ঘনরামের শ্রীধর্ম্মমঙ্গল, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল আছে—আর আছে বৈষ্ণব কবিদিগের ও শাক্ত ভক্তাদির গীতিকবিতা। সে সব যে কোন সাহিত্যের অলঙ্কার সন্দেহ নাই। কিন্তু কবিতাকুসুম লইয়া দেবপূজা চলে—অবসরবিনোদন হয়, সাধারণ কায হয় না। সে জন্য গদ্য সাহিত্যের প্রয়োজন। কাব্যসাহিত্য আরও ছিল। তাহার মধ্যে অনেকগুলিতে স্থায়িত্বের উপাদানের অভাবহেতু সেগুলি বিস্মৃতির অন্ধ অতলে আশ্রয় লইয়াছিল; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-ডুবুরী সেই অতল-তল হইতে সেই সব বিস্ময়কর নিদর্শন তুলিতেছেন—ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করিতেছেন। কিন্তু যে গদ্যসাহিত্য ব্যতীত কোন জাতির উন্নতির উপায় হইতে পারে না, সেই গদ্যসাহিত্য ছিল না। গদ্যসাহিত্য ত পরের

কথা, পত্রাদিতে যে গদ্য ব্যবহৃত হইত, তাহাই ভাষার দৈন্যের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিত। 'শিশুবোধকে' সে সময়ের লোকের পত্রের কতকগুলি আদর্শ রক্ষিত হইয়াছে। আমরা তাহার একটি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম "সাবিত্রী-ধর্ম্মাশ্রিতা"—"গুণাধিকা স্বধর্ম্মপরিপালিকা শ্রীমতী মালতীমঞ্জরী দেবী"—"ঐহিকপারত্রিক নিস্তারকর্ত্তৃক ভবার্ণবনাবিক শ্রীযুক্ত প্রাণেশ্বর মধ্যম ভট্টাচার্য্য" মহাশয়ের পদপল্লবে নিবেদন করিতেছেন—

"শ্রীচরণসরসী নিবানিশি সাধন প্রয়াসী দাসী শ্রীমতী মালতীমঞ্জরী দেবী প্রণম্য প্রিয়বর প্রাণেশ্বর নিবেদনঞ্চাদৌ মহাশয়ের শ্রীপদসরোরুহ স্মরণমাত্রে অত্র শুভবিশেষ। পরে নিবেদন, মহাশয় ধনাভিলাষে পরদেশে চিরকাল কাল-যাপন করিতেছেন, যে কালে এ দাসীর কালরূপলগ্নে পাদক্ষেপণ করিয়াছেন, সে কালাহরণ করিয়া দ্বিতীয় কালের কালপ্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব পরকালে কালরূপতে কিছুকাল সান্ত্বনা করা দুই কালের সুখোদয় বিবেচনা করিবেন। দ্বিতীয় কালের সাধনের ধন আদরামৃত তৃতীয় কালের কালানুসারে কালকূট-বোধ হইবে, অতএব বহুকাল কালস্বরূপ মনে উদ্ভব হয় যে, আগতকাল আগতপ্রায়, এইরূপে আগত আগত ভাবিতে ভাবিতে হৃদয়াগত উন্নত হইয়া অধোগতপ্রায় হইয়াছে, অতএব জাগ্রৎ নিদ্রিতার ন্যায় সংযোগ সঙ্কলন পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীচরণ যুগলে স্থানং প্রদানং কুরু নিবেদন ইতি। ১৫ই চৈত্র।"

'শিশুবোধকে' যে সময়ের পত্রের নমুনা রক্ষিত হইয়াছে, সে সময়ে যে বাঙ্গালায় মুসলমান জমীদারের বাহুল্য ছিল তাহা "পত্র লিখিবার ধারা" হইতেই জানা যায়—

"দেশের জমীদার যদি হয় মুসলমান।
বন্দের চাকর বলি লিখিবে সেলাম॥"

কিন্তু তখন এ দেশে ইংরাজ-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমরা পুত্রের পত্রে দেখিতে পাই—"এখানে শ্রীযুক্ত সাহেব লোকেরা অন্যান্য দেশীয় বিবরণ ছাপাইয়া পাঠশালাতে দিয়াছেন, আমরা সেই সকল শিক্ষা করিতেছি ইহাতে নানাপ্রকার উপকার জন্মে এবং সভাতে অনেক প্রকার কথার উত্তর প্রত্যুত্তর করা যায়।"

যখন বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙ্গালা সাহিত্যের এই অবস্থা তখন সহসা ইংরাজানীত সাহিত্যের পরিচয় পাইয়া—কাব্যে নাটকে উপন্যাসে সন্দর্ভে সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন চারুসর্ব্বাঙ্গ লাবণ্যপৌরুষসম্মিলনসুন্দর ইংরাজী সাহিত্য পাইয়া বাঙ্গালীর পক্ষে মুগ্ধ না হওয়াই বিস্ময়ের বিষয়।

ইংরাজ যে সভ্যতা ও যে ধর্ম্ম আনিয়াছিলেন, সে সভ্যতা সাম্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে ধর্ম্ম সাম্যবাদমূলক—পরন্তু ক্রিয়াকর্ম্মভারাক্রান্ত নহে। পাঠান শাসনের পূর্ব্বে ক্রিয়াকাণ্ডবহুল হিন্দু ধর্ম্মের মূল সরল সত্যের সন্ধান না পাইয়া এবং বর্ণবিভাগের কারণ ও উপযোগিতা বুঝিতে না পারিয়া

অনেক হিন্দু যেমন ইসলাম ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল, এখন আবার সেইরূপ কারণে অনেক হিন্দু নূতন সভ্যতার ও নূতন ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। উৎসাহের আতিশয্যে তাঁহারা সমাজের সংস্কার কুসংস্কার জ্ঞান করিয়া যথেচ্ছাচার করিতে লাগিলেন। নূতন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উচ্ছৃঙ্খল আচরণে সমাজ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। প্রাচীন ব্যক্তিরা সমাজের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইলেন।

ইংরাজ যে শিক্ষা আনিলেন ও দেশে ছড়াইয়া দিলেন, সে শিক্ষা বাঙ্গালীর নিকট নূতন উন্নতির দ্বার মুক্ত করিয়া দিল। ইংরাজ বিদ্যাবলে জড়-প্রকৃতিকে পরাভূত করিয়া পৃথিবীর নানাস্থান হইতে ধন আহৃত করিয়া ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছিলেন—সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়া তাহার উপভোগ করিতেন। তাহা দেখিয়া বাঙ্গালী মুগ্ধ হইল। আমাদের দেশেও "বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস" কথা বিদিত ছিল—চাণক্য বলিয়াছিলেন, "সর্ব্বশূন্যা দরিদ্রতা"; কিন্তু সমাজে বৈশ্য কেবল সেবাব্রত শূদ্রের উপরে স্থান পাইয়াছিল। যাঁহারা জ্ঞানধ্যানরত ও জ্ঞানধনরক্ষক ছিলেন, সেই সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণগণ চিরদিনই অর্থকে অনর্থ মনে করিয়া লোকাতীতের সন্ধানে পার্থিব সম্পদ ঘৃণায় পরিহার করিয়াছেন। কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে ভীম দ্রোণাচার্য্যকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন, তিনি ব্রাহ্মণ হইয়া "চণ্ডালের ন্যায় অজ্ঞানান্ধ হইয়া পুত্র ও কলত্রের উপকারার্থ অর্থলালসা নিবন্ধন বিবিধ ম্লেচ্ছজাতি ও অন্যান্য প্রাণিগণের প্রাণবিনাশ করিতেছেন।" সমাজের অন্যান্য বর্ণেও ব্রাহ্মণের আদর্শ অনুকৃত হইত। রাজদণ্ডপরিচালকগণও যৌবনে দিগ্বিজয়ের পর বিষয়ভোগ করিয়া বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া অন্তে যোগে তনুত্যাগই জীবনের আদর্শ বলিয়া মনে করিতেন। ফলে হিন্দু প্রাকৃতিক শক্তিকে পদানত করিবার চেষ্টা করেন নাই—অর্থের জন্য ব্যগ্র হয়েন নাই—পরমার্থ চিন্তায় অর্থের দিকে মন দেন নাই। এই অবস্থার পর যে জাতি সুদূর অজ্ঞাত দেশ হইতে বাণিজ্যতরীতে আসিয়া বহু কষ্টে—বহু লাঞ্ছনা ভোগের পর ভারতে বাণিজ্যাধিকার লাভ করিয়া অল্পকালমধ্যে দেশবাসী কর্ত্তৃক দেশের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই জাতি যখন পাঠন-মোগল-মহ্রাট্টার লুণ্ঠনকাতর বাঙ্গালীকে অর্থকরী বিদ্যার সন্ধান দিয়া আপনার সমৃদ্ধিতে সে বিদ্যার সার্থকতা দেখাইয়া দিল, তখন বাঙ্গালী সাগ্রহে সেই বিদ্যা শিক্ষা করিতে অগ্রসর হইল। ইংরাজও জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলের জন্য বিদ্যামন্দিরের দ্বার মুক্ত করিয়া সকলকে শিক্ষা-লাভের জন্য আহ্বান করিলেন।

তাহার পর ইংরাজ শাসনে, রাজনীতিতে, সর্ব্ব বিষয়ে যে আদর্শ আনিলেন তাহাও যেমন নূতন, বাঙ্গালীর নিকট তেমনই চিত্তাকর্ষক হইল। ইংরাজ-শাসন ব্যক্তিগতবৈশিষ্ট্যবর্জ্জিত—সমতাহেতু সহজবোধ্য—যন্ত্রবদ্ধ।

হিন্দুর ব্যবস্থায় বর্ণভেদে ও মুসলমানের ব্যবস্থায় ধর্ম্মভেদে অপরাধীর দণ্ডের তারতম্য ছিল। ইংরাজের ব্যবস্থা সর্ব্বতোভাবে সাম্যমূলক। রাজনীতিক্ষেত্রে ইংরাজ প্রজাশক্তির উপর রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া রাজশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত প্রজাশক্তির দ্বারা দেশের কার্য্য চালাইবার নূতন আদর্শ আনিলেন; প্রজাশক্তির সহিত রাজশক্তির অসাধারণ সামঞ্জস্য-সংস্থাপনের দৃষ্টান্ত দেখাইলেন। সভায়, সমিতিতে, সংবাদপত্রে, সন্দর্ভে, সমালোচনায় এই নূতন আদর্শ বাঙ্গালীর নিকট পরিচিত হইতে লাগিল। এইরূপে বাঙ্গালীর জীবনে অভিনব ভাবের স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। বাঙ্গালীর পক্ষে সে স্রোতের গতিরোধ করা অসম্ভব ছিল। বাঙ্গালী সাদরে সে স্রোতের পথ প্রস্তুত করিয়া দিল।

শিক্ষিত বাঙ্গালী পরিচিত পুরাতনকে পরিহার করিয়া নূতনের মোহে মত্ত হইয়া উঠিল—দীনবন্ধুর নিমচাঁদের মত ইংরাজীতে স্বপ্ন দেখিবার দুঃস্বপ্ন দেখিতে লাগিল। আহারে, বিহারে, আচারে, ব্যবহারে ইংরাজের অনুকরণ করাই তাহার চরম ও পরম লক্ষ্য হইয়া উঠিল। সমাজে নূতন প্রকারের জাতিভেদ দেখা দিল।

কিন্তু অভিজ্ঞতার ফলে অচিরে বাঙ্গালীর ভ্রম ঘুচিল: বাঙ্গালী বুঝিল, বাঙ্গালী "একেবারে ইংরাজ হইয়া বসিলে চলিবে না। বাঙ্গালী কখন ইংরাজ হইতে পারিবে না। বাঙ্গালী অপেক্ষা ইংরাজ অনেক গুণে গুণবান এবং অনেক সুখে সুখী। যদি এই তিন কোটী বাঙ্গালী হঠাৎ তিন কোটী ইংরাজ হইতে পারিত, তবে সে মন্দ ছিল না। কিন্তু তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। আমরা যত ইংরাজি পড়ি, যত ইংরাজি কহি বা যত ইংরাজি লিখি না কেন, ইংরাজি কেবল আমাদিগের মৃত সিংহের চর্ম্মস্বরূপ হইবে মাত্র। ডাক ডাকিবার সময়ে ধরা পড়িব। পাঁচ সাত হাজার নকল ইংরাজ ভিন্ন তিন কোটী সাহেব কখনই হইয়া উঠিবে না। গিল্টী পিতল হইতে খাঁটি রূপা ভাল। প্রস্তরময়ী সুন্দরী মূর্ত্তি অপেক্ষা কুৎসিতা বন্য-নারী জীবনযাত্রার সহায়। নকল ইংরাজ অপেক্ষা খাঁটি বাঙ্গালী স্পৃহনীয়।" আরও বুঝিল—"সমস্ত বাঙ্গালীর উন্নতি না হইলে দেশের কোন মঙ্গল নাই। সমস্ত দেশের লোক ইংরাজি বুঝে না, কস্মিনকালে বুঝিবে এমন প্রত্যাশা করা যায় না। সুতরাং বাঙ্গালায় যে কথা উক্ত না হইবে, তাহা তিন কোটী বাঙ্গালী কখন বুঝিবে না, বা শুনিবে না। এখনও শুনে না, ভবিষ্যতে কোন কালেও শুনিবে না। যে কথা দেশের সকল লোক বুঝে না, বা শুনে না, সে কথায় সামাজিক বিশেষ কোন উন্নতির সম্ভাবনা নাই।" কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের উক্তি বহন করিয়া বঙ্গমধ্যে জ্ঞানের প্রচারকল্পে প্রতিষ্ঠিত 'বঙ্গদর্শনের' "সূচনায়" বঙ্কিমচন্দ্র এই সব কথা বুঝাইয়াছিলেন।

এই কথা বুঝিয়া বাঙ্গালী আপনার বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ইংরাজী

ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া আপনার উন্নতিসাধনে সচেষ্ট হইল। ফল—বাঙ্গালার দ্বিতীয় প্রতিভাপুনঃপ্রদীপ্তি। ইহাতে বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য যেমন বিদ্যমান, ইংরাজী প্রভাবও তেমনই প্রবল।

এই যে মানসিক উদ্দীপ্তি ইহা নানা দিকে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। ইহা ধর্ম্মের ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। ফল—স্বধর্ম্মসংস্কার, স্বধর্ম্মপ্রচার ও স্বধর্ম্মের স্বরূপনির্ণয়—ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা ও ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রচার, শাস্ত্রপ্রকাশ ও প্রচার, 'কৃষ্ণচরিত্রাদি' গ্রন্থের প্রণয়ন ও গীতার আদর। ইহা রাজনীতিক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। ফল—ইংরাজী ধরণে রাজনীতিক আন্দোলন ও অধিকার লাভের চেষ্টা, সংবাদপত্রের প্রবর্ত্তন ও কংগ্রেস-কনফারেন্সের প্রতিষ্ঠা। ইহা সমাজ-সংস্কারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। ফল—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতির সমাজসংস্কারচেষ্টা। ইহা লোকশিক্ষার চেষ্টায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। ফল—'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', 'বিবিধার্থসংগ্রহ' প্রভৃতির প্রচার। ইহা বাঙ্গালীর প্রত্নতত্ত্বানুশীলন প্রদীপ্ত করিয়াছিল। ফল—রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'উড়িষ্যা' ও 'বুদ্ধগয়া'। ইহা বাঙ্গালীকে ইতিহাসক্ষেত্রে অনুসন্ধানোৎসুক করিয়াছিল। ফল—রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ও রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির ঐতিহাসিক রচনা—তাহাই বর্ত্তমান সময়ের ঐতিহাসিক রচনার পথিপ্রদর্শক। ইহা বিজ্ঞানক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। ফল ফলিতে বিলম্ব হইয়াছে; কিন্তু যে ফল ফলিতেছে তাহা আশাতীত। ইহা নূতন আদর্শগঠনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। ফল—বিবেকানন্দের বিষাণে নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে আহ্বান; রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা। ইহা ভাষাগঠনে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। ফল—যে বাঙ্গালাভাষা আজ আনন্দে উচ্ছ্বসিত, দুঃখে বিগলিত, বিষাদে বিকুণ্ঠিত, লজ্জায় বিকুণ্ঠিত, দ্বিধায় বিচলিত, ঘৃণায় সঙ্কুচিত, হর্ষে উদ্বেলিত, করুণায় বিগলিত হয় সেই বাঙ্গালাভাষা: আর যে সাহিত্য আজ দেশবিদেশে সমাদৃত সেই মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের রচনাসমৃদ্ধ বাঙ্গালা সাহিত্য।

এই শেষোক্ত কার্য্যে যাঁহারা অগ্রণী কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁহাদিগের অন্যতম। মহাভারতের বঙ্গানুবাদ তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ। ইংরাজী সাহিত্যের ফরাসী ঐতিহাসিক বিজ্ঞবর টেন বলিয়াছেন, যাহারা অর্থাৎ যে পাঠকসম্প্রদায় সাহিত্যের জন্য অর্থব্যয় করে, সাহিত্য শেষে তাহাদিগেরই রুচি অনুসারে গঠিত হয়। কিন্তু যে পাঠকসম্প্রদায় সংগঠিত হইয়া আপনাদের রুচিমত সাহিত্য পাইবার বাসনা ব্যক্ত করে, সেই পাঠকসম্প্রদায়গঠন কালসাপেক্ষ; তাহার সংগঠন জন্য—সেই সাহিত্যরসরসিক সমাজের আবির্ভাবের জন্য সাহিত্যের প্রয়োজন। সে সাহিত্য সর্ব্বত্র বিদ্যাবিলাসী ধনিগণের দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত হইয়া পরিবর্দ্ধিত হয়। কুত্রাপি এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। ইংলণ্ডে জনসনের সময় যুগপরিবর্ত্তন—সাহিত্য ধনীর আনুকূল্যবন্ধনমুক্ত

হইয়া বৈঠকখানা হইতে মুক্ত স্থানে আসিয়া নূতন স্বাস্থ্য, নূতন শক্তি ও নূতন শ্রী লাভ করিয়াছিল। জনসনের অভিধানের উৎসর্গসম্মানপ্রার্থী লর্ড চেষ্টারফিল্ডকে লিখিত জনসনের পত্রে সেই যুগান্তরঘোষণাবাণী ব্যক্ত হইয়াছিল। বাঙ্গালা সাহিত্যের গঠনযুগে কালীপ্রসন্ন সিংহ সে সাহিত্যকে সেইরূপ আনুকূল্য দান করিয়াছিলেন।' যখন পুঁথি মিলাইয়া পাঠোদ্ধার করিয়া ভ্রমসংশোধন করিয়া পুস্তক সম্পাদনরীতি এ দেশে নূতন, সেই সময় কালীপ্রসন্ন পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্যে সেই রীতি অবলম্বন করিয়া মহাভারতের অনুবাদপ্রকাশরূপ বিরাট কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন।

কালীপ্রসন্ন যখন এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন তখন বর্দ্ধমান রাজবাটীতে মহাভারতের বঙ্গানুবাদকার্য্য আরব্ধ হইয়াছে। তবে তিনি কেন এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা লইয়া নানা কল্পনা কালক্রমে পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু মানুষের কাযে অধিকাংশ স্থলে সর্ব্বাপেক্ষা সরল উদ্দেশ্যই প্রকৃত উদ্দেশ্য; আমরা তাহার সরলতাহেতু তাহা পরিহার করিয়া দুর্জ্ঞেয় উদ্দেশ্যের কল্পনা করিয়া তাহার সন্ধানে ব্যাপৃত হই। মহাভারতের উৎকৃষ্ট বা উৎকৃষ্টতর বঙ্গানুবাদ প্রচার করিয়া বঙ্গদেশে সুপরিচিত হওয়াই তাঁহার কার্য্যের উদ্দেশ্য হইতে পারে। তিনি স্বয়ং বিদ্যানুরাগীর স্বাভাবিক বিনয় সহকারে বলিয়াছেনঃ—"ক্ষুদ্র কীট যেমন পুষ্পসহবাসে দেবশিরে আরোহণ করে, মহাভারতের অনুবাদে সেইরূপ আমি অনেকানেক মহাত্মা সাধুজনের সহবাস লাভে চরিতার্থ হইলাম। ইহাই আমার অসামান্য সৌভাগ্য ও ইহাই আমার পরম লাভ।"

তাঁহার আরব্ধ কার্য্য কিরূপ সুসম্পন্ন হইয়াছিল, তাহার প্রমাণস্থলে বলা যাইতে পারে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'কৃষ্ণচরিত্র' মহাগ্রন্থের বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছিলেন—"সর্ব্বাপেক্ষা আমার ঋণ মৃত মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের নিকট গুরুতর। যেখানে মহাভারত হইতে উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন হইয়াছে, আমি তাঁহার অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়াছি।" যদি কেহ দুইখানিমাত্র পুস্তকে বাঙ্গালায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে চাহেন, তবে আমরা তাঁহাকে কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত ও মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ' পাঠ করিতে বলিব।

স্বল্পায়ু কালীপ্রসন্ন অল্পকালমধ্যে যত কায সম্পন্ন ও সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন তাহা মনে করিলে বুঝা যায়, জীবনের মাপ বৎসরে নহে, কার্য্যের পরিমাণে। তাঁহার সময়ে যে সকল কার্য্য তিনি সৎকার্য্য মনে করিতেন, সে সকল কার্য্যেই তাঁহার সাহায্য সপ্রকাশ ছিল। দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণের' ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত করিয়া রেভারেণ্ড মিষ্টার লং দণ্ডিত হইলে কালীপ্রসন্ন তাঁহার দণ্ডের অর্থ দিয়াছিলেন। তিনি যে অর্থ লইয়া আদালতে গিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার বন্ধুরাও জানিতেন না। সমাজ-সংস্কার-কার্য্যে তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়াছিলেন। 'হিন্দু

পেট্রিয়টের' সম্পাদক হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পর তিনি তাঁহার বিপন্ন পরিবারের সাহায্যার্থ ও তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য অগ্রণী হইয়াছিলেন; কিছুদিন 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পরিচালিত করিয়া তিনি তাহার জন্য ন্যাস গঠনান্তে বিদায় গ্রহণ করেন। তাঁহার সমসাময়িক বাঙ্গালীদিগের মধ্যে তাঁহার সমকক্ষ লোক অধিক ছিলেন না। তাঁহার কৃত অনেক কাযের কথা আমরা বিস্মৃত হইতে-ছিলাম। অধ্যাপক কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাদিগকে অনেক কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। আর তাঁহার চরিতকার শ্রীযুত মন্মথনাথ ঘোষ মহাশয় বহু যত্নে—বহু শ্রমে পুরাতন কথার আলোচনা করিয়া অনেক বিস্মৃত কথার উদ্ধার করিয়া বাঙ্গালীর ধন্যবাদ অর্জ্জন করিয়াছেন। সে সব কথার আলো-চনা—কালীপ্রসন্নের কর্ম্মবহুল জীবনের সকল বিভাগের সমালোচনা আমা-দের অভিপ্রেতও নহে—সুসাধ্যও নহে। বাংগালা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকরূপে তিনি যে সব কায করিয়াছিলেন, সে সকলের আলোচনাও আমরা করিব না। আমরা তাহার মধ্যে কয়টির উল্লেখ করিয়া নিরস্ত হইব।

মধুসূদন অমিত্রাক্ষরে কাব্য রচনা করিলে বাংগালার সংস্কৃতসেবী পণ্ডিত-সমাজে বিষম বিক্ষোভ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। সংস্কৃত ভিন্ন অন্য ভাষায় যে উৎকৃষ্ট কাব্য রচিত হইতে পারে না—এই বিশ্বাস তাঁহারা ধর্ম্মবিশ্বাসের মত পবিত্র মনে করিতেন। নব্য সমাজে মধুসূদনের কাব্যের আদর তাঁহাদের সেই বিশ্বাসে দারুণ আঘাত করিয়াছিল। আবার পয়ার ত্রিপদীর ধন্যাত্মক মিলন-মাধুর্য্য-মুগ্ধ পাঠকগণ অমিত্রছন্দের প্রবর্ত্তনে বাংগালা কবিতার সর্ব্ব-নাশসূচনা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন। তাহার উপর য়ুরোপীয় সাহিত্যে সুপণ্ডিত মধুসূদনের অমর কাব্যে বিদেশী ভাবের ও রীতির প্রাচুর্য্য এবং সংস্কৃত কাব্যরীতির ও কবিপ্রসিদ্ধির অবহেলা—সেকালের লোকদিগের ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহাদের সেই চাঞ্চল্যপরিচয় সে সময়ের পত্রাদিতে দেখিতে পাওয়া যাইবে। মধুসূদনের প্রতি যে বিদ্রূপবাণ বর্ষিত হইয়াছিল, তাহার নমুনা রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় তদীয় 'সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে' সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। তাহাতে কৌতূহলী পাঠকের কৌতূহল চরিতার্থ হইতে পারে। পুরাতনপ্রিয় সমাজে এমনই ভাব দেখা গেল, যেন এই নবীন পূজারীর নৈবেদ্যে বাগ্দেবীর মন্দিরের পবিত্রতা নষ্ট হইবে। কিন্তু কিরূপে যেমন "এক দিন উত্তর গোগৃহের মহাসমরে দেবদত্ত শঙ্খের ভীম গর্জ্জনে বিরাটপুত্র উত্তর বীর হইয়াও চেতনা হারাইয়াছিল, প্রতিপক্ষ বীরগণ যুদ্ধে জয়ের আশা নাই অবধারণ করিয়াছিল." তেমনই "মধুসূদনের মুখমারুতে প্রপূরিত হইয়া দেবদত্ত শঙ্খের সহিত পাঞ্চজন্য শঙ্খ প্রলয়পয়োনিধির ঘোর গর্জ্জনে বিশ্ববিজয়ী মহারথদিগকে পর্য্যন্ত ভীত, স্তম্ভিত, রোমাঞ্চিত, স্বেদখিন্ন ও বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল", তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতি-হাসে লিখিত হইয়াছে। মধুসূদনের কাব্য প্রকাশের অব্যবহিত পরেই প্রতি-

পক্ষের নিন্দা ও নব্য সমাজের প্রশংসা যখন পরস্পরকে পরাভূত করিতে চেষ্টা করিতেছিল, সেই সময় "বিদ্যোৎসাহিনী সভার" প্রবর্ত্তক কালীপ্রসন্ন মধুসূদনের কার্য্যের গুরুত্ব উপলব্ধ করিয়া তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। সেই সম্বর্ধনা যে নিন্দাদংশনপীড়িত কবির হৃদয়ে নূতন উৎসাহের সঞ্চার করিয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমাদের রবীন্দ্র-সম্বর্দ্ধনার ও রামেন্দ্র-সম্বর্ধনার অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে বাঙ্গালার বিদ্যোৎসাহী ধনী কালীপ্রসন্নের চেষ্টায় নব্য বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি স্বদেশী সুধীবৃন্দের দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন।

বাঙ্গালা নাট্য সাহিত্যও কালীপ্রসন্নের অনুরাগ লাভে বঞ্চিত হয় নাই। সে সাহিত্য তখন কেবল গঠিত হইতেছে। সে সময় তাহার পক্ষে সে আনুকূল্যের প্রয়োজন ছিল। তখনও বাঙ্গালায় সাধারণ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সুতরাং নাট্যশালার সাহায্যে নাট্যসাহিত্য গঠিত হইবার সময় হয় নাই। সেই সময় কলিকাতায় ধনিগণের চেষ্টায় নাট্যাভিনয় হইতে আরম্ভ হয়—অভিনয়ের জন্য নাট্যসাহিত্য সৃষ্ট হয়। পাইকপাড়ায়, পাথুরিয়াঘাটায়, যোড়াসাঁকোয় অভিনয় হইত। অভিনয়ের জন্য মধুসূদনের মত লেখকও পুস্তকরচনা করিতেন। এই সময় কালীপ্রসন্নের নাটকগুলি রচিত হয়।

বাঙ্গালাসাহিত্যে কালীপ্রসন্নের আর এক কীর্ত্তি 'হুতোম'। 'হুতোমের', দোষও অনেক, গুণও অসাধারণ। 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, "লিখনের উদ্দেশ্য শিক্ষাদান, চিত্তসঞ্চালন। এই মহৎ উদ্দেশ্য হুতোমি ভাষায় কখন সিদ্ধ হইতে পারে না। হুতোমি ভাষা দরিদ্র; ইহার তত শব্দধন নাই; হুতোমি ভাষা নিস্তেজ, ইহার তেমন বাঁধন নাই; হুতোমি ভাষা অসুন্দর এবং যেখানে অশ্লীল নয়, সেখানে পবিত্রতাশূন্য। হুতোমি ভাষায় কখন গ্রন্থ প্রণীত হওয়া কর্ত্তব্য নহে।" কিন্তু যে কালীপ্রসন্নের মহাভারত ভাষার বিশুদ্ধি ও তেজের আদর্শ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, সেই কালীপ্রসন্ন হুতোমি ভাষার প্রয়োগ করিয়াছিলেন কেন? আমরা বলি—বিষয়বিবেচনায়। হংসকারণ্ডবাদিসমাকীর্ণ, প্রস্ফুটিতপঙ্কজপ্রফুল্ল, স্বচ্ছসলিল সরোবরের শ্যামশষ্পাস্তৃত কূলে অবস্থিত ভারতী-মন্দিরের উপাসিকার পুংস্কোকিলকলবিড়ম্বিনী বাণী কপটতার কমঠকঠোর আবরণ ভেদ করিবার উপযুক্ত কশাঘাতকটূক্তিতে পরিণতি লাভ করিতে পারে না। 'হুতোম' সাময়িক সাহিত্য। তবে ড্রাইডেনের সাময়িক বিষয় লইয়া রচিত কবিতার মত 'হুতোমেও' স্থায়িত্বের উপকরণের অভাব নাই। 'হুতোমের' বিদ্রূপ শানিত, আঘাত দ্রুত ও মর্ম্মভেদী। কিন্তু 'হুতোম' হুতোম—প্রভাত-বৈতালিক দাধিয়াল বা বসন্তবিলাসী কোকিল নহে।

বঙ্কিমচন্দ্র 'হুতোম'কে বিদ্বেষপরিপূর্ণ বলিয়াছিলেন। আমাদের মনে হয়, ইহাতে 'হুতোমের' প্রতি অবিচার করা হইয়াছে। পরের ভাল দেখিলে

হুতোম দুঃখিত হয় নাই। যে ধনিগণ কোন প্রকার সৎকার্য্যে যোগ না দিয়া কেবল বিলাসে ব্যসনে অর্থব্যয় করিতেন—নবভাবের স্রোত যাঁহাদের গৃহের ও হৃদয়ের প্রাচীরে প্রহত হইয়া ফিরিয়া আসিত; যাঁহাদের ব্যবহারে আন্তরিকতার একান্ত অভাব ও কৃত্রিমতার পূর্ণ পরিচয় পরিস্ফুট ছিল; যাঁহারা কপটতার আবরণে হীনতা আবৃত করিয়া লোককে প্রতারিত করিতে চাহিতেন—'হুতোম' তাঁহাদের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দিত। তিমিরাবগুণ্ঠিতা রজনীর সূচীভেদ্য অন্ধকারে হুতোমের রব শুনিয়া মানব যেমন ভয় পায়, 'হুতোমের' কথায় এই ভণ্ডসম্প্রদায়ে তেমনই ভীতির সঞ্চার হইত। কালীপ্রসন্ন যে ধনিসম্প্রদায়ের কপটতার পৃষ্ঠে কশাঘাত করিয়াছিলেন, তিনি সেই সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করিয়া সেই সমাজেই বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। সুতরাং সেই সমাজস্থ তাঁহার আঘাতের লক্ষ্য ব্যক্তিবর্গের আচারব্যবহার তাঁহার নিকট সুপরিচিত ছিল; তাঁহাদের প্রকৃতি তিনি নখদর্পণে দেখিতেন। এ অবস্থায় আক্রমণ একটু অতি মাত্রায় তীব্র হওয়া বিস্ময়ের বিষয় নহে। যুদ্ধ-ঘোষণা করিয়া সমরের উত্তেজনার মধ্যে তীক্ষ্ম বাণগুলি তূণীরে রাখিয়া যুদ্ধ করা সকল সময় সম্ভব হয় না। সুতরাং আক্রমণের তীব্রতার জন্য কালীপ্রসন্নকে নিন্দা করা যায় না।

'হুতোমে'র ভাষা ও ভাব উভয়েরই কারণ এক। 'হুতোম' সমাজে যেমন কৃত্রিমতার ও কপটাচারের বিপক্ষে যুদ্ধঘোষণা করিয়াছিলেন, সাহিত্যেও তেমনই কৃত্রিমতার ও কপটাচারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। তিনি যে সম্প্রদায়ের ভাষার কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিয়াছিলেন, সে সম্প্রদায় সংস্কৃতবিদ্যাভিমানী। সে সম্প্রদায়ের পরিচয় বঙ্কিমচন্দ্রই দিয়াছেন—"আমি নিজে বাল্যকালে ভট্টাচার্য্য অধ্যাপকদিগকে যে ভাষায় কথোপকথন করিতে শুনিয়াছি, তাহা সংস্কৃতব্যবসায়ী ভিন্ন অন্য কেহই ভাল বুঝিতে পারিতেন না। তাঁহারা কদাচ 'খয়ের' বলিতেন না,—'খদির' বলিতেন; কদাচ 'চিনি' বলিতেন না—'শর্করা' বলিতেন। 'ঘি' বলিলে তাঁহাদের রসনা অশুদ্ধ হইত, 'আজ্য'ই বলিতেন, কদাচিৎ কেহ 'ঘৃতে' নামিতেন। 'চুল' বলা হইবে না, —'কেশ' বলিতে হইবে। 'কলা' বলা হইবে না—'রম্ভা' বলিতে হইবে। ফলাহারে বসিয়া 'দই' চাহিবার সময় 'দধি' বলিয়া চীৎকার করিতে হইবে। আমি দেখিয়াছি, একজন অধ্যাপক এক দিন 'শিশুমার' ভিন্ন 'শুশুক' শব্দ মুখে আনিবেন না, শ্রোতারাও কেহ শিশুমার অর্থ জানে না। সুতরাং অধ্যাপক মহাশয় কি বলিতেছেন, তাহার অর্থবোধ লইয়া অতিশয় গণ্ডগোল পড়িয়া গিয়াছিল। পণ্ডিতদিগের কথোপকথনের ভাষাই যেখানে এইরূপ ছিল, তবে তাঁহাদের লিখিত ভাষা আরও কি ভয়ঙ্কর ছিল, তাহা বলা বাহুল্য।"

"যেমন গ্রাম্য বাঙ্গালী স্ত্রীলোক মনে করে যে, শোভা বাড়ুক না বাড়ুক, ওজনে ভারি সোণা অঙ্গে পরিলেই অলঙ্কার পরার গৌরব হইল, এই গ্রন্থ-

কর্ত্তারা তেমনই জানিতেন, ভাষা সুন্দর হউক বা না হউক, দুর্ব্বোধ্য সংস্কৃত বাহুল্য থাকিলেই রচনার গৌরব হইল।" ইঁহাদের এই কৃত্রিমতাপ্রিয়তাহেতু বাঙ্গালা নীরস, শ্রীহীন ও দুর্ব্বল হইয়া রহিয়াছিল। তাই কালীপ্রসন্নের এই আক্রমণ। সমাজে ও সাহিত্যে কপটতার ও কৃত্রিমতার উপর আন্তরিক ঘৃণাই কালীপ্রসন্নের আক্রমণের তীব্রতার কারণ।

আন্তরিকতাই কালীপ্রসন্নের কৃত কার্য্যের গৌরবের ও সাফল্যের কারণ। আন্তরিকতাই তাঁহার কার্য্যে প্ররোচক। তাই বাঙ্গালায় এই দ্বিতীয় প্রতিভাপুনঃপ্রদীপ্তির সময় তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের জন্য যে কায করিয়াছিলেন, তাহা সাফল্যগৌরবে সমুজ্জ্বল হইয়াছে। বাঙ্গালীর সে সব কাযে গর্ব্ব করিবার অধিকার আছে। কালীপ্রসন্ন বাঙ্গালীর যে উপকার করিয়া গিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালী কখন বিস্মৃত হইতে পারিবে না। উন্নতির পথারূঢ় নব্যবঙ্গের উন্নতির প্রবর্ত্তকদিগের যশে বাঙ্গালী কালীপ্রসন্নের অধিকার কোন বাঙ্গালী অস্বীকার করিতে পারিবে না।

বাঙ্গালায় ইংরাজের আগমনে—ইংরাজ-শাসনের প্রতিষ্ঠায়—ইংরাজী সভ্যতার পরিচয়ে—ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্ত্তনে—ইংরাজী সাহিত্যের আলোচনায় যে পুনঃপ্রতিভাপ্রদীপ্তি হইয়াছে, তাহার ইতিহাস আজও লিখিত হয় নাই। যখন সে ইতিহাস লিখিত হইবে, তখন দূরস্থ দর্শকের দৃষ্টিপথে যেমন মার্ত্তণ্ডোদয়াস্তকালে অরুণরাগরঞ্জিত সমুচ্চ শৈলশিখরাবলীই পতিত হয়, তেমনই দূরস্থ ঐতিহাসিকের দৃষ্টিপথে যে সকল বাঙ্গালীর কীর্ত্তি-গৌরবোজ্জ্বল নাম পতিত হইবে—তাঁহাদিগের অন্যতম—কালীপ্রসন্ন সিংহ।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ বাল্য-জীবন

উপক্রমণিকা ॥ সভ্যজগতের অন্যান্য দেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন,—অন্যান্য দেশের ইতিহাস পাঠ করুন, দেখিতে পাইবেন, পক্ককেশ অশীতিপর বৃদ্ধগণ মানবের সুবিশাল কর্ম্মক্ষেত্রের বিভিন্ন বিভাগে তরুণ-বয়স-সুলভ উৎসাহ, উদ্যম অধ্যবসায় ও তেজের সহিত তাঁহাদিগের জীবনব্রত-উদ্‌যাপনে প্রয়াস পাইতেছেন। দেখিতে পাইবেন, পুনঃপুনঃ পরাজিত হইয়াও প্রবীণ রাজনীতিক ন্যায়সঙ্গত অধিকার পাইবার জন্য ভেরীনিনাদে পুনরায় যুদ্ধঘোষণা করিতেছেন, হয় ত বিজয়লাভ করিতেছেন, হয় ত বা সমরশায়ী হইয়াও ভবিষ্যৎবংশীয়গণের হৃদয়ে এরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়া যাইতেছেন যে, অদূর ভবিষ্যতে পরবর্ত্তীদের দ্বারা সেই সকল অধিকার-লাভের সম্ভাবনা জন্মিতেছে। দেখিতে পাইবেন, প্রবীণ বৈজ্ঞানিক এখনও শিশুসুলভ কৌতূহলের সহিত প্রাকৃতিক ঘটনা সূক্ষ্মতমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, বিশেষজ্ঞের অভিজ্ঞতার সহিত কার্য্য কারণের সম্বন্ধানুসন্ধানে ব্যাপৃত আছেন, হয় ত নূতন আবিষ্কার দ্বারা জগৎকে বিমোহিত করিতেছেন, হয় ত বা আবিষ্কারের পূর্ব্বেই ইহলোক পরিত্যাগ করিতেছেন, কিন্তু পরবর্ত্তী যুগের মানবগণের হৃদয়ে এরূপ বিজ্ঞানপ্রীতি বিকশিত ও তাঁহাদিগের মধ্যে এরূপ জ্ঞানবর্ত্তিকা প্রজ্জ্বলিত করিয়া যাইতেছেন যে, তাঁহারা কৃতকার্য্যতার সহিত তাঁহার প্রদর্শিত পথের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইতেছেন। দেখিতে পাইবেন, প্রবীণ ধর্ম্মবীরগণ, কেহ জন্মভূমিতে, কেহ বা জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া বহুদূরবর্ত্তী প্রদেশে, যুবকোচিত উৎসাহের সহিত পুণ্যকর্ম্মে প্রবৃত্ত আছেন, সহস্র সহস্র নরনারীকে নবজীবন প্রদান করিতেছেন, দেখিতে পাইবেন, প্রবীণ সাহিত্যিকগণ শক্তিশালী সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়া নূতন ভাবে সমাজকে অনুপ্রাণিত করিতেছেন; নূতন আদর্শ প্রদান করিতেছেন। দেখিতে পাইবেন, নবীন যুগের শিক্ষার্থীরা এই সকল জ্ঞানবৃদ্ধ মনীষিগণের চরণপ্রান্তে অবস্থিত হইয়া তাঁহাদিগের উপদেশ গ্রহণ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছেন। এই সকল প্রতিভাশালী প্রবীণ অভিজ্ঞগণ দেশের জীবনে যে ভাব ও কর্ম্মের ধারা প্রবাহিত করিয়াছেন, পরবর্ত্তীরা সেই স্রোত অক্ষুণ্ণ রাখিতেছেন: হয় ত বা তাহাতে নূতন শক্তি প্রদান করিতেছেন। এইরূপে একের আরব্ধ কার্য্য অন্যের দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে; যে ভাবস্রোতঃ একবার প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা ক্রমে পুষ্ট ও পূর্ণ হইয়া বেগবতী নদীতে পরিণত হইতেছে।

কিন্তু আমাদিগের এই হতভাগ্য দেশের প্রতি নেত্রপাত করুন, এই অভিশপ্ত দেশের আধুনিক ইতিহাস পাঠ করুন; দেখিতে পাইবেন, আমাদিগের দেশে প্রতিভাশালী ব্যক্তির অভাব নাই। যে বয়সে অন্যান্য দেশে প্রতিভা বিকশিত হয় না, যে বয়সে অন্যান্য দেশে কর্ম্মীরা কেবলমাত্র অভিজ্ঞতাসঞ্চয়ে ব্যাপৃত থাকেন, আমাদিগের দেশে সেই বয়সে প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ প্রতিষ্ঠার সর্ব্বোচ্চ সীমার সমীপবর্ত্তী হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা প্রতিষ্ঠার দ্রাঘিমাচক্র অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়াছেন। যে সুন্দর ঊষা ও বিমল প্রভাত দেখিয়া, দেশবাসী মধ্যাহ্নের প্রখর কিরণজাল ও সূর্য্যাস্তের গৌরবময় দৃশ্য দেখিবার আশা করিয়াছিল, তাহাদের সে আশা পূর্ণ হয় নাই; আকস্মিক ঘন মেঘের অন্তরালে তাঁহাদিগের প্রতিভালোক অদৃশ্য হইয়াছে। সিপাহী-যুদ্ধ ও নীল-বিপ্লবের সময়ে, দেশের সেই মহাসংকটকালে, দুর্দ্দিনের অন্ধকারে, যাঁহাদিগের প্রতিভালোক, রাজা ও প্রজাকে গন্তব্যপথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিল, সেই স্বজাতিবৎসল হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, স্বদেশপ্রাণ গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও মনীষী কিশোরীচাঁদ মিত্রের কথা স্মরণ করুন। পরবর্ত্তী যুগের রাজনীতিবিশারদ কৃষ্ণদাস পাল ও সুপণ্ডিত নগেন্দ্রনাথ ঘোষের কথা স্মরণ করুন। চল্লিশ বা পঞ্চাশ বৎসর অতিক্রম করিতে না করিতেই নিষ্ঠুর কালের আহ্বানে তাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্র হইতে তিরোহিত হইয়াছেন। বৃদ্ধ দেশ-বীরগণের চরণপ্রান্তে বসিয়া অনভিজ্ঞ বালকগণ যে বীরত্বকাহিনী, যে জয়-পরাজয়কাহিনী শ্রবণ করিয়া উৎসাহ ও উত্তেজনা লাভ করে, হৃদয়ে আশা ও আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে, সমাজদেহে প্রাণপ্রতিষ্ঠার ইচ্ছা করে, আমাদিগের দেশের নব্যযুগের ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগের নিকট হইতে সে কাহিনী শ্রবণ করিতে পান নাই, তাঁহাদিগের পরিণত বয়সের অভিজ্ঞতাপূর্ণ উপদেশ গ্রহণ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই; কারণ, পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যগণ বার্দ্ধক্যের বহু পূর্ব্বেই কর্ম্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। নব্যযুগের সাধকগণকে পুনরায় নূতন করিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে হইয়াছে; পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের মনীষিগণ দেশে যে জীবনস্রোত প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন, সে স্রোতের গতি ইঁহারা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন নাই; তাঁহাদিগের স্থান ইঁহারা পূর্ণ করিতে পারেন নাই। নূতন প্রতিভা নূতন পথ প্রস্তুত করিতেছে। ইহা দেশের দুর্ভাগ্য; কারণ, ইহাতে উন্নতির গতি মন্দীভূত হয়।

যাঁহাদিগের অমৃতমন্ত্র জগৎবাসীকে সঞ্জীবনী সুধা প্রদান করিয়াছিল, যাঁহাদের করধৃত জ্ঞানবর্ত্তিকা সহস্র সহস্র নরনারীর জীবনপথ আলোকিত করিয়াছিল, সেই পুণ্যশ্লোক কেশবচন্দ্র ও বিবেকানন্দের কথা স্মরণ করুন। তাঁহাদিগের প্রতিভা দেশে যে নবজীবনের সঞ্চার করিয়াছিল, আমরা কি সেই জীবনীশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার—সঞ্চিত করিবার অবসর পাইয়াছি? যে উদাত্ত-স্বরে তাঁহাদিগের অমৃতমন্ত্রের প্রথম বাণী উদীরিত হইয়াছিল, তাঁহারা কি

সেই স্বরে শেষবাণী ঘোষণা করিবার অবকাশ পাইয়াছেন? সফলতার তীর্থে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই কি তাঁহারা আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া সাধনোচিত ধামে প্রয়াণ করেন নাই?

যাঁহার নাটকীয় প্রতিভা বঙ্গদেশে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল, সেই পরিহাসরসিক কবি দীনবন্ধুর কথা স্মরণ করুন। মেঘনাদবধের মহাকবি মধুসূদনের কথা স্মরণ করুন। যিনি হৃদিদ্বার খুলিয়া "মহীয়সী মহিমা মোহিনী মহিলা"র কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, সেই দেশপ্রিয় কবি সুরেন্দ্রনাথের কথা স্মরণ করুন। সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস-কার রজনীকান্ত গুপ্তের কথা স্মরণ করুন। প্রতিভাশালী লেখক বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা স্মরণ করুন। দেশপ্রেমিক কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ ও রজনীকান্ত সেনের কথা স্মরণ করুন। অকালে তাঁহাদিগের জীবন-দীপ নির্ব্বাপিত হইয়াছে। তাঁহারা যে কথা বলিতে আসিয়াছিলেন, তাহা অকথিত রহিয়াছে; যে গান শুনাইতে আসিয়াছিলেন, তাহা শেষ না হইতেই তাঁহাদের কণ্ঠ নীরব হইয়া গিয়াছে।

যে চিরস্মরণীয় মহাত্মার পুণ্যনাম উচ্চারণ করিয়া অদ্য আপনাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি, তাঁহার প্রতিভার ও মহত্ত্বেরও সম্পূর্ণ পরিচয় আমরা প্রাপ্ত হই নাই। ঊনত্রিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমে যিনি ভবলীলা সংবরণ করিয়াছেন, তাঁহার প্রতিভার সম্পূর্ণ পরিচয় কিরূপে পাইব? কিন্তু যিনি এই অল্পকালের মধ্যেই স্বার্থকে পদদলিত করিয়া দেশহিতব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়া, সমসাময়িক সমাজের ইংরাজী শিক্ষার প্রভাব অতিক্রম করিয়া মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়া, লুপ্তপ্রায় হিন্দু নাট্যকলার পুষ্টিবিধান করিয়া, অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন দেশবাসিগণের মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞানের পুনঃপ্রচার করিয়া, তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভার, মহত্ত্বের ও দূরদর্শিতার চিরস্থায়ী নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার জীবনের ইতিহাস অসম্পূর্ণ হইলেও আলোচনার যোগ্য।

জন্ম ও বংশ-বিবরণ ॥ আমাদিগের দেশে মহাত্মাগণের জীবনকথা লিপিবদ্ধ করিবার প্রথা এখনও প্রবর্ত্তিত হয় নাই। ইহা বিস্ময়ের বিষয়! আমরা প্রাচীন গ্রন্থসাগর মন্থন করিয়া ঐতিহাসিক তথ্যাদির আবিষ্কার করিতেছি, কৃত্তিবাসের জন্মদিবস নিরূপিত করিতেছি, কালিদাসের জন্মস্থান সম্বন্ধে আলোচনা ও তর্ক বিতর্ক করিতেছি, কখনও বা য়ুরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের বহু গবেষণার ফল বাঙ্গালা ভাষায় মৌলিক বলিয়া প্রচার করিয়া অজ্ঞ জনসাধারণকে প্রতারিত করিতেছি, কখনও বা সেগুলি ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া তাঁহাদিগের অপেক্ষা আমাদিগের পাণ্ডিত্যের আধিক্য প্রতিপন্ন করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছি। কিন্তু আমরা অনেকেই জানি না, আমাদিগের পিতৃপিতামহগণ কোন্ স্থানে কোন্ সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত

বা বিক্রমাদিত্য, অশোক বা কণিষ্কের সময়ে লোকে কিরূপে জীবন যাপন করিত, তাহাদিগের কিরূপ সভ্যতা ছিল, তাহাদিগের কিরূপ বিদ্যাবুদ্ধি ছিল, কিরূপ আচার ব্যবহার ছিল, কোন ধর্ম্মে তাহারা বিশ্বাসবান ছিল, সে সকল আমরা জানি বলিয়া গর্ব্ব করি; কিন্তু আমাদিগের পিতৃপিতামহ-গণ কিরূপে কালযাপন করিতেন, তাঁহাদিগের সময়ে সমাজের কিরূপ অবস্থা ছিল, সে সকল কথা আমরা জানি না, জানিবার প্রয়োজনও বোধ করি না।

মহাত্মা কালীপ্রসন্নের জন্ম বা মৃত্যুদিবসও বঙ্গসাহিত্যের কোনও ইতি-হাস লেখক কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ হয় নাই, তাহা জানিবার জন্য কেহ কখনও চেষ্টা করেন নাই। পুরাতন সংবাদপত্রাদি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, কালীপ্রসন্ন ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ঊনত্রিংশ বর্ষ বয়সে দেহত্যাগ করেন। সুতরাং ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে * তিনি জন্মগ্রহণ করেন এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে।

কালীপ্রসন্ন সিংহ অতি সম্ভ্রান্ত ও উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রপিতামহ শান্তিরাম সিংহ স্যার টমাস রমবোল্ড ও মিষ্টার মিডল্‌-টনের অধীনে মুরশিদাবাদ ও পাটনার দেওয়ানী করিয়া প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। উড়িষ্যায় তাঁহার বিস্তৃত জমীদারী ছিল। যোড়াসাঁকোর সিংহমহাশয়গণ কলিকাতার হিন্দুসমাজে অতি উচ্চ স্থান অধিকৃত করিয়া-ছিলেন। শান্তিরাম নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন, এবং অধিকাংশ সময় ধর্ম্ম-কর্ম্মে নিরত থাকিতেন। কাশীধামে ইনি একটি শিবমন্দিরও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

শান্তিরামের দুই পুত্র—প্রাণকৃষ্ণ ও জয়কৃষ্ণ। জয়কৃষ্ণ হিন্দু-কলেজ-সংস্থাপনের অন্যতম উদ্যোগী ও উহার অন্যতম ডাইরেক্টর ছিলেন। জয়-কৃষ্ণের একমাত্র পুত্র নন্দলালই কালীপ্রসন্ন সিংহের জন্মদাতা।

নন্দলাল ('সাতু সিংহ' নামে সুপরিচিত) অতি অল্প বয়সেই ইহলোক পরিত্যাগ করেন। ছোট আদালতের তৎকালীন অন্যতম বিচারক স্বনামধন্য হরচন্দ্র ঘোষ মহাশয় নন্দলাল বাবুর বিষয়াদির তত্ত্বাবধায়ক ও বালক কালী-প্রসন্নের অভিভাবক নিযুক্ত হন। ইঁহার তত্ত্বাবধানে কালীপ্রসন্নের পৈত্রিক সম্পত্তির যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল।

বাল্য-জীবন বিবাহ ॥ বাল্যকালে কালীপ্রসন্ন বাঙ্গালা, ইংরাজী ও সংস্কৃত, এই তিন ভাষায় শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি যখন হিন্দু কলেজের ছাত্র, তখন ইঁহার বিবাহ হয়। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ত্রয়োদশবর্ষ

* আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য 'পুরাতন প্রসঙ্গে' বলিয়াছেন,—"বোধ হয় আমি তাঁহার সমবয়স্ক ছিলাম।" আচার্য্য কৃষ্ণকমল ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

মাত্র; কারণ, "সংবাদ-প্রভাকরে"* দেখা যায়, ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা সংসাধিত হইয়াছিল। "প্রভাকর" লিখিয়াছিলেন,—

"আগামী দিবসে মৃত বাবু নন্দলাল সিংহ মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের শুভ বিবাহ বাগবাজার নিবাসী মিষ্টভাষী সদ্বিদ্বান শ্রীযুত রায় লোকনাথ বসু বাহাদুরের কন্যার সহিত নির্ব্বাহ হইবেক। এই শুভকার্য্যোপলক্ষে সিংহবাবুদিগের ভবনে কয়েক দিন ব্যাপিয়া নাচ হইতেছে। গত বুধবার রজনীতে এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের ও বৃহস্পতিবার রজনীতে সাহেব ও বিবিদিগের মজলিস হইয়াছিল, তাহাতে বিলক্ষণ আমোদ প্রমোদ হইয়াছে। নন্দলালবাবুর বিষয়রক্ষক শ্রীযুত বাবু হরচন্দ্র ঘোষ অতি সুনিয়মে বিবাহ সম্বন্ধীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন; ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে পত্র দেওয়া হইয়াছে, সামাজিক বিদায় ঘড়া, থাল, বস্ত্র, শঙ্খ, রৌপ্য নির্ম্মিত লোহা বাহির হইয়াছে। আহা! বাবু নন্দলাল সিংহ মহাশয় জীবিত থাকিলে এই বিবাহে তিনি অকাতরে অর্থব্যয় করিতেন। এইক্ষণে আমাদিগের সেই বিলাপ করা বিফল মাত্র, পরমেশ্বর সমীপে প্রার্থনা করি, তিনি কালীপ্রসন্ন বাবুকে দীর্ঘায়ু ও পরম সুখে রক্ষা করুন।"

বিবাহের কয়েক বৎসরের মধ্যেই কালীপ্রসন্নের বালিকা পত্নী লোকান্তরিত হন। কিছুকাল পরে কালীপ্রসন্ন রাজা প্রসন্ননারায়ণ দেবের দৌহিত্রীকে (চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের এক কন্যা) বিবাহ করেন। কালীপ্রসন্নের দ্বিতীয়া পত্নী এখনও জীবিতা আছেন।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমের সময় কালীপ্রসন্ন বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন।

বাল্যকালে কালীপ্রসন্ন অত্যন্ত চঞ্চল ছিলেন। পুরাতন "সোমপ্রকাশে" তাঁহার ছাত্রজীবনের একটি কৌতুকপ্রদ গল্প প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছিঃ—

"কালীপ্রসন্নের বাল্যকালাবধি অতিশয় চতুরতা ছিল। পরিহাস অতিশয় ভালবাসিতেন। যেখানে মারামারি ও তামাসা, সেইখানেই তিনি অগ্রে উপস্থিত হইতেন। তাঁহার এক জন শিক্ষক বলেন, এক দিবস তিনি অন্য অন্য ছাত্রের সহিত বহিদৃশ্যমান প্রগাঢ় অভিনিবেশ সহকারে শিক্ষকের উপদেশ শ্রবণ করিতেছেন, এমত সময়ে হঠাৎ পার্শ্বস্থিত এক বালকের মস্তকে চপেটাঘাত করিলেন। শিক্ষকের নিকটে অভিযোগ হইলে কালীপ্রসন্ন কাল্পনিক গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "মহাশয়! আমি জাতিতে সিংহ, জাতীয় স্বভাব ত্যাগ করিতে না পারিয়া একে আজ মারিয়াছি।"

এই চাঞ্চল্য-নিবন্ধনই তিনি বিদ্যালয়ে তাদৃশ উন্নতিলাভ করিতে পারেন নাই।

* 'সংবাদ-প্রভাকর'. ২১শে শ্রাবণ, শক ১৭৭৬, ৪ঠা আগস্ট, ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: বিদ্যোৎসাহিনী সভা ও হিন্দুনাট্যকলায় অনুরাগ

বঙ্গভাষানুরাগ ॥ যদিও বিদ্যালয়ে তাহার প্রতিভার কোন বিশেষ নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, য়ুরোপীয় গৃহশিক্ষক মিষ্টার কার্কপেট্রিকের যত্নে তিনি এই বয়সেই ইংরাজী ভাষায় যথেষ্ট অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। বিদ্যালয়-পরিত্যাগের পরে তিনি বাটীতে উপযুক্ত পণ্ডিতের নিকট বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সাহিত্য পাঠ করেন। সংস্কৃত ও মাতৃভাষায় তাঁহার অসামান্য অনুরাগ ছিল। যখন তাঁহার সতীর্থগণ হ্যাট কোট পরিধান করিয়া বঙ্গ-ভাষাজ্ঞানহীনতা গর্ব্বের সহিত ঘোষণা করিতেন এবং স্বলিখিত অথবা অপরের লিখিত ইংরাজী প্রবন্ধ বা বক্তৃতাদি প্রকাশ্য সভাসমিতিতে পাঠ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের করতালি লাভ করিয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেন সেই সময় কালীপ্রসন্ন সিংহ এই বিদেশীর অনুকরণকে ঘৃণা করিতে শিখিয়া-ছিলেন, মোটা চাদর ও চটী জুতা পরিয়া বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয়কুমার দত্তের ন্যায় দীনা বঙ্গভাষাকে 'অনুপম অলঙ্কারে বিভূষিতা' করিতে চেষ্টা পাইয়া-ছিলেন। কালীপ্রসন্নের এই অসামান্য বঙ্গভাষানুরাগের কারণানুসন্ধান করিতে গেলে তাঁহার বাল্য-জীবনের উপর তাঁহার মাতার ও পিতামহীর প্রভাব লক্ষিত হয়। "হুতোম প্যাঁচার নক্সা"য় কালীপ্রসন্ন তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ সরলতা ও পরিহাস-রসিকতার সহিত তাঁহার বাল্যস্মৃতি এইরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন:—

বাল্যস্মৃতি ॥ "ছেলেবেলা থেকেই আমাদের বাঙ্গালা ভাষার উপর বিলক্ষণ ভক্তি ছিল, শেখবারও অনিচ্ছা ছিল না। আমরা পূর্ব্বেই বলেছি যে, আমাদের বুড়ো ঠাকুরমা ঘুমোবার পূর্ব্বে নানাপ্রকার উপকথা কইতেন। কবিকঙ্কণ, কৃত্তিবাস ও কাশীরামের পয়ার আওড়াতেন। আমরাও সেই-গুলি মুখস্থ করে স্কুলে, বাড়ীতে ও মার কাছে আওড়াতেম—মা শুনে বড় খুসী হতেন ও কখন কখন আমাদের উৎসাহ দেবার জন্যে ফি পয়ার পিছু একটী করে সন্দেশ প্রাইজ দিতেন; অধিক মিণ্টি খেলে তোৎলা হতে হয়, ছেলে বেলা আমাদের এ সংস্কার ছিল; সুতরাং কিছু আমরা আপনারা খেতুম, কিছু কাগ ও পায়রাদের জন্যে ছাদে ছড়িয়ে দিতুম! আর আমাদের মুঞ্জুরী বলে দিব্বি একটী শাদা বেড়াল ছিল (আহা! কাল সকালে সেটী মরে গ্যাছে—বাচ্চাও নাই) বাকী সে প্রসাদ পেতো। সংস্কৃত শেখাবার জন্যে আমাদের একজন পণ্ডিত ছিলেন, তিনি আমাদের লেখা পড়া শেখাবার জন্যে

বড় পরিশ্রম কত্তেন। ক্রমে আমরা চার বছরে মুগ্ধবোধ পার হলেম, মাঘের দুই পাত ও রঘুর তিন পাত পড়েই আমাদের জ্যাঠামোর সূত্র হলো; টিকী ফোঁটা ও রাঙ্গা বনাতওয়ালা টুলো ভট্টাচার্য্য দেখলেই তর্ক কর্ত্তে যাই, ছোঁড়া-গোচের ঐ রকম বেয়াড়া বেশ দেখতে পেলেই তর্কে হারিয়ে টিকী কেটে নিই; কাগজে প্রস্তাব লিখি—পয়ার লিখতে চেষ্টা করি ও অন্যের লেখা প্রস্তাব থেকে চুরী করে আপনার বলে অহঙ্কার করি—সংস্কৃত কলেজ থেকে দূরে থেকেও ক্রমে আমরাও ঠিক একজন সংস্কৃত কলেজের ছোক্‌রা হয়ে পড়লেম; গৌরবলাভেচ্ছা হিন্দুকুশ ও হিমালয় পর্ব্বত থেকেও উঁচু হ'য়ে উঠলো—কখন বোধ হতে লাগলো, কিছুদিনের মধ্যে আমরা দ্বিতীয় কালিদাস হবো; (ওঃ শ্রীবিষ্ণু কালিদাস বড় লম্পট ছিলেন) তা হওয়া হবে না। তবে ব্রিটনের বিখ্যাত পণ্ডিত জন্‌সন্? (তিনি বড় গরিবের ছেলে ছিলেন, সেটী বড় অসঙ্গত হয়)। রামমোহন রায়? হাঁ একদিন রামমোহন রায় হওয়া যায়—কিন্তু বিলেতে মর্ত্তে পারবো না।

"ক্রমে কি উপায়ে আমাদের পাঁচ জনে চিনবে, সেই চেষ্টাই বলবতী হলো; তারি সার্থকতার জন্য আমরা বিদ্যোৎসাহী সাজলেম—গ্রন্থকার হয়ে পড়লেম—সম্পাদক হতে ইচ্ছা হলো—সভা কল্লেম—ব্রাহ্ম হলেম—তত্ত্ববোধিনী সভায় যাই—বিধবা বিয়ের দলাদলি করি—ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি বিখ্যাত দলের লোকে-দের উপাসনা করি—আন্তরিক ইচ্ছে যে, লোকে জানুক যে, আমরাও ঐ দলের একজন ছোটখাট কেষ্ট বিষ্টুর মধ্যে।"

বাল্যজীবনের রুচি ও আকাঙ্ক্ষা ॥ এই বাল্যস্মৃতি পাঠ করিবার সময়ে পাঠকগণকে স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করি যে, উহাকে সঠিক ইতিহাসের বা আত্মচরিতের হিসাবে ধরিলে চলিবে না। টিকী কাটা প্রভৃতি অমূলক গল্পের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সহস্র সহস্র পণ্ডিতের পৃষ্ঠপোষক ও আশ্রয়-স্থল কালীপ্রসন্নের স্মৃতির অবমাননা করিবেন না।* 'হুতোমে'র জ্যাঠামো-গুলি পরিবর্জ্জন করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাতেই কালীপ্রসন্নের বাল্য-জীবনের রুচি, আকাঙ্ক্ষা ও আশার কথা স্পষ্টভাবে শ্রবণ করুন। দেখুন, কোন্ কোন্ মহাপুরুষকে তিনি জীবনের আদর্শ-রূপে প্রতিষ্ঠিত

* 'অর্ঘ্য'—সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ সেন লিখিয়াছেন:—"একটা জনশ্রুতি আছে যে, কালীপ্রসন্ন অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের টিকি কাটিয়া দিয়াছিলেন। লোকমুখে এখনও আমরা শুনিতে পাই, টাকা দিয়া কালীপ্রসন্ন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে বশীভূত করিয়া তাঁহাদিগের টিকি ক্রয় করিতেন, পরে ঐগুলি কাটিয়া লইয়া আলমারিতে সাজাইয়া রাখিতেন; কাহার টিকি কত মূল্যে ক্রীত, তাহাও এক টুকরা কাগজে লিখিত হইয়া ঐ টিকির সঙ্গেই সংলগ্ন থাকিত। এই ঘটনা যে মিথ্যা, তাহা আমরা জানিতে পারিয়াছি। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, এই জনশ্রুতি এতই প্রবল হইয়া

করিয়াছিলেন। কালিদাস, জনসন, বা রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত বা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের দলে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা সকলের নাই; কিন্তু যে বালকের হৃদয়ে ইঁহাদিগের সমকক্ষ হইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মে, যে বালকের হৃদয়ে এই সকল মহানুভবগণের সমান গৌরব লাভ করিবার ইচ্ছা "হিন্দুকুশ ও হিমালয় পর্ব্বত থেকেও উচ্চ হয়ে উঠে," সে বালক সকল দেশের সকল সময়ের বালক সমাজের আদর্শ-স্থানীয় কি না, বিচার করুন। উচ্চাকাঙ্ক্ষা দোষের নহে—আকাঙ্ক্ষাই মানুষকে উচ্চ করে, নিরাশাই অধঃপতন ও মৃত্যুর লক্ষণ। কবে আমাদিগের দেশে প্রত্যেক বালকের হৃদয়ে রামমোহন রায় ও বিদ্যাসাগরের দলে প্রবেশ করিবার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা জন্মিবে? কবে তাঁহাদিগের সমান গৌরবলাভের ইচ্ছা হিন্দুকুশ ও হিমালয় পর্ব্বতের উচ্চতাকেও পরাস্ত করিবে? কবে আমাদিগের দেশে গৃহে গৃহে কালীপ্রসন্নের ন্যায় "ভণ্ড বিদ্যোৎসাহী" মাতৃভাষার উন্নতি-সাধনকল্পে সর্ব্বস্ব পণ করিবেন? কবে কালীপ্রসন্নের ন্যায় "ভণ্ড" সমাজ-সংস্কারক হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞানপ্রচার দ্বারা অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের দৃঢ়-নিগড়বদ্ধ সমাজকে মুক্ত করিবার প্রয়াস পাইবেন?

বাল্য-রচনা ॥ কালীপ্রসন্ন সিংহের প্রথম বাঙ্গালা প্রবন্ধাবলী এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। যে সময়ে কালীপ্রসন্নের সমসাময়িক কোনও কোনও তরুণ লেখক "অন্যের লেখা প্রস্তাব হইতে চুরী করিয়া" আপনার লেখা প্রস্তাব বলিয়া অহঙ্কার করিতেন, সেই সময়ে ভণ্ডামী ও কপটতার চিরশত্রু কালীপ্রসন্ন কোন্ শক্তিমান পুরুষের সৃষ্টি হইতে ভাবরাশি চুরী করিয়াছিলেন, সে কৌতূহল চরিতার্থ করিবার উপায় নাই। তবে তাঁহার যে সকল রচনা আমরা দেখিয়াছি, তাহা হইতে ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে, তিনি

উঠিয়াছিল যে, কলিকাতায় তিনি "টিকি কাটা জমিদার" আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন। বাস্তবিক সে সময়ে "টিকি কাটা জমিদার" বলিলে লোকে উঁহাকেই বুঝিত। যাহা হউক, এই আখ্যার মূলে যে কতকটা সত্য না ছিল, এমন কথাও আমরা বলিতে পারি না। ব্যাপারটা এইরূপ ঘটিয়াছিল। একবার কালীপ্রসন্নের বাটীতে কোন ব্রতোপলক্ষে এক ব্রাহ্মণকে একটী গাভীদান করা হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ গাভী লইয়া যাইতে যাইতে পথেই উহা কসাইকে বিক্রয় করে। ঘটনা কালীপ্রসন্নের গোচরীভূত হইলে তিনি সেই ব্রাহ্মণকে বাটীতে ডাকিয়া আনেন এবং স্বহস্তে তাহার টিকি কাটিয়া লয়েন। এই ঘটনাই ক্রমশঃ অতিরঞ্জিত হইয়া এইরূপ জনশ্রুতিতে পরিণত হয় যে, কালীপ্রসন্ন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের টিকি কাটিয়া থাকেন। বস্তুতঃ তিনি যে এইরূপ এক জন নীচাশয় ব্রাহ্মণের শিখা কর্ত্তন করিয়াছিলেন বলিয়াই, সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের উপর শ্রদ্ধাহীন ছিলেন, এইরূপ কখনই সম্ভবপর নহে। পক্ষান্তরে, প্রকৃত ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে যে তিনি অতি ভক্তি করিতেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।"
—অর্ঘ্য, অগ্রহায়ণ, ১৩১৮।

প্রকৃতির চির-উন্মুক্ত ভাণ্ডার হইতে মহার্ঘ রত্নসমূহ আহরণ করিয়া নিজস্ব বলিয়া উপস্থিত করিয়াছিলেন। সেগুলিতে যে স্বাভাবিকতার চিহ্ন সুস্পষ্ট-ভাবে অঙ্কিত আছে, সেই নিদর্শন দেখিয়াই এই চতুরপ্রকৃতি ভাণ্ডার-লুণ্ঠন-কারীকে ধরা যায়!

ডেবিড্ হেয়ারের বাৎসরিক স্মৃতি-সভা ॥ স্বগীয় প্যারীচাঁদ মিত্র প্রণীত ডেবিড হেয়ারের ইংরাজী জীবনচরিতে দৃষ্ট হয় যে, তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রসিদ্ধ দেশনায়ক কিশোরীচাঁদ মিত্র হেয়ারের স্মৃতিপূজার নিমিত্ত যে বাৎসরিক স্মৃতিসভার প্রবর্ত্তন করেন, তাহাতে কালীপ্রসন্নের যথেষ্ট সহযোগিতা ছিল। বহুবৎসর কালীপ্রসন্নের বাটীতেই এই স্মৃতিসভাসমূহের অধিবেশন হইয়াছে। এই বাৎসরিক সভাসমূহে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক ভারতবাসীদিগের মানসিক বা নৈতিক উন্নতিসম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি পঠিত হইত। এই সকল প্রবন্ধাদি প্রায় ইংরাজী ভাষাতেই রচিত হইত। স্বগীয় অক্ষয়-কুমার দত্ত এই সভায় সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি ইংরাজীশিক্ষিত ব্যক্তিগণের প্রশংসা লাভ করেন। কালীপ্রসন্ন সিংহও এই সভায় বঙ্গভাষায় লিখিত অনেকগুলি মনোহর প্রস্তাব পাঠ করেন।

নিম্নে সেইগুলির একটি তালিকা প্রদত্ত হইল ঃ—

১৮৫৬	খৃষ্টাব্দে	১ লা জুন	দিবসে	বাঙ্গালা ভাষায় একটি বক্তৃতা।
১৮৫৭	"	"	"	"বাংগালা ভাষার অনুশীলন" সম্বন্ধে বক্তৃতা।
১৮৫৯	"	"	"	"বাংগালা নাটক" সম্বন্ধে বক্তৃতা।
১৮৬১	"	"	"	বাঙ্গালা ভাষায় একটি বক্তৃতা।
১৮৬৩	"	"	"	বাঙ্গালাব কৃষি সম্বন্ধীয় অবস্থা ও কৃষি-প্রদর্শনী বিষয়ে একটি প্রবন্ধ।

দুঃখের বিষয়, এই প্রবন্ধগুলি এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে।

বিদ্যোৎসাহিনী সভা ॥ কবে কালীপ্রসন্ন "বিদ্যোৎসাহী সাজিয়াছিলেন" কবে তৎকর্ত্তৃক তদীয় গৃহে বিদ্যোৎসাহিনী সভা প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা ঠিক জানা যায় না। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ইহা স্থাপিত হয় এরূপ অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে, 'কৃষ্ণদাস পাল, আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, 'প্যারীচাঁদ মিত্র, 'রাধানাথ শিকদার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই সভায় প্রবন্ধাদি পাঠ করিতেন। কালীপ্রসন্ন সিংহও এই সভায় কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। কিন্তু এই প্রবন্ধগুলিও এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে।

বিদ্যোৎসাহিনী থিয়েটার। হিন্দুনাট্যকলার পুষ্টিসাধন ॥ কালীপ্রসন্ন ও বিদ্যোৎসাহিনী সভার অন্যান্য সভ্যগণ কর্ত্তৃকই বাঙ্গালার হিন্দুনাট্যবিদ্যার পুনরালোচনা আরব্ধ হয়। সত্য বটে, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে সিমলা নিবাসী 'আশুতোষ দেবের বাটীতে বাঙ্গালার প্রথম রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মিত ও 'শকুন্তলা' অভিনীত হয়; কিন্তু অভিনয়-নৈপুণ্যের অভাবে এই অনুষ্ঠান

সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। এক জন প্রত্যক্ষদর্শী* লিখিয়া গিয়াছেন ঃ—

"The performance of 'Sakuntala' at Simla was, however, a failure. This is not to be wondered at; for Sakuntala being a masterpiece of dramatic genius, requires versatile and consummate talent for its representation, rarely to be met with in this country."

'বেণীসংহারে'র অভিনয় ॥ এই বৎসর (১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে) ৯ই এপ্রিল দিবসে কালীপ্রসন্ন ও তাঁহার বিদ্যোৎসাহিনী সভার সভ্যগণের চেষ্টায় কালী-প্রসন্নের ভবনে বিদ্যোৎসাহিনী থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত ও বেণীসংহার নাটক† অভিনীত হয়। বহু সম্ভ্রান্ত ইংরাজ ও দেশীয় ব্যক্তি অভিনয়স্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং একবাক্যে এই প্রশংসনীয় উদ্যমের যথোচিত সুখ্যাতি করেন। উক্ত নাটকে সঙ্গীতের অভাব ছিল। সকলে একবাক্যে প্রশংসা করিলেও এই অভিনয় কালীপ্রসন্নের উচ্চ আদর্শের অনুযায়ী হয় নাই। অভিনয়োপযোগী উত্তম নাটকের অভাব সন্দর্শন করিয়া কালীপ্রসন্ন স্বয়ং একখানি নাটক প্রণয়ন করিবার সংকল্প করিলেন।

বিক্রমোর্ব্বশী নাটক ॥ অতি অল্পকালের মধ্যেই (১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে) কালীপ্রসন্নের 'বিক্রমোর্ব্বশী' প্রকাশিত হইল। পুস্তক-খানি বঙ্গসাহিত্যানুরাগী বর্দ্ধমানাধিপতি মহাতাপ চন্দের নামে উৎসৃষ্ট হইয়াছিল। উৎসর্গ পত্রটী এইরূপ ঃ—

To

His Highness

THE MAHARAJAH OF BURDWAN,

This work is most respectfully dedicated
as an humble but sincere token
of the
Translator's Esteem for the noble love
And most gracious patronage
with which
His Highness has distinguished
The cause of the Vernacular Literature
of the Country.

CALCUTTA:
20th Sept, 1857.

* কিশোরীচাঁদ মিত্র—Calcutta Review 1873—'Modern Hindu Drama' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

† শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ সেন সন ১৩১৮ সালের 'অর্ঘ্যে' লিখিয়াছেন যে, কালী-

পুস্তকখানি এত সুন্দর হইয়াছিল যে, অনেকেই বিশ্বাস করিতে পারেন নাই যে, উহা ষোড়শবর্ষবয়স্ক বালক কালীপ্রসন্নের রচিত। 'ইংলিশম্যানে' প্রকাশিত একখানি পত্রে লিখিত হইল যে, উহা পণ্ডিত দীননাথ শর্ম্মার রচিত। 'হিন্দু পেট্রিয়টে' উহার প্রতিবাদে সম্পাদক লিখিলেন যে, পণ্ডিত মহাশয় স্বয়ং সম্মুখে উপস্থিত থাকিয়া এই মিথ্যা নির্দ্দেশ অস্বীকার করিতেছেন। এক্ষণে এই পুস্তকখানিও দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে; কিন্তু সে সময়ে ইহা অল্প আদর প্রাপ্ত হয় নাই। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত 'বিবিধার্থ'-সংগ্রহে' কালীপ্রসন্নের 'বিক্রমোর্ব্বশীর' যে সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা কৌতূহলী পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে উদ্ধৃত হইলঃ—

"বেণীসংহার নাটকের অভিনয়ে যে প্রশংসা পাইয়াছিলেন তাহাতে উত্তেজিত হইয়া শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ স্বয়ং নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন, এবং সেই উদ্যমের ফলস্বরূপ আমরা বিক্রমোর্ব্বশী* নাটকের গৌড়ীয়ানুবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রশংসিত বাবুর বয়ঃক্রম ১৭ বৎসরের অধিক হইবেক না। ঐ কালে বালকেরা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া থাকে; গ্রন্থ-রচনায় কেহই পারগ বা উদ্যত হয় না; কিন্তু উল্লিখিত বাবু ঐ কাল মধ্যে নানা গ্রন্থ সাময়িক পত্র ও বক্তৃতা রচনা করিয়া স্বদেশীয়দিগের নিকট প্রশংসা

প্রসন্ন 'বেণীসংহার' নাটক সংস্কৃত হইতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। কালীপ্রসন্ন যে কখনও সংস্কৃত হইতে বেণীসংহার বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়াছিলেন এরূপ প্রমাণ আমরা পাই নাই। বোধ হয়, কালীপ্রসন্নের বাটীতে বেণীসংহারের অভিনয়ই এইরূপ অনুমানের কারণ। বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস-পাঠকমাত্রই অবগত আছেন যে, ঐ সময়ে 'নাটুকে নারাণ' বা পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয় বেণীসংহারের একটি অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৭৭৯ শকাব্দের 'বিবিধার্থ'-সংগ্রহে' প্রকাশিত উক্ত পুস্তকের সমালোচনা হইতে নিম্নে উদ্ধৃত অংশ হইতে প্রতীয়মান হইবে যে, রামনারায়ণের বেণীসংহারই কালীপ্রসন্নের বাটীতে অভিনীত হইয়াছিল—"কয়েক মাস হইল শ্রীযুত বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহ মহাশয়ের সদনে শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের সাতিশয় প্রযত্নে প্রস্তাবিত অনুবাদ গ্রন্থের অভিনয় হইয়াছিল; তদ্দর্শনে সহৃদয় মহাশয়েরা যে প্রকার পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে নিশ্চিত বোধ হইয়াছিল যে পণ্ডিতবরের অনুবাদ ও নটদিগের নাট্যক্রিয়া কোনমতে দূষণীয় হয় নাই; সকলেই আপন আপন প্রযত্ন পূর্ণরূপে সফল করত দর্শক ও পাঠক উভয়েরই প্রশংসাভাজন হইয়াছেন।" কালীপ্রসন্ন স্বয়ং তাঁহার 'বিক্রমোর্ব্বশী নাটকে'র বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন যে 'প্রথমতঃ বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গভূমিতে ভট্টনারায়ণ প্রণীত বেণীসংহার নাটকের শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য কৃত বাঙ্গালা অনুবাদের অভিনয় হয়'।

* গ্রন্থের পূর্ণনাম "বিক্রমোর্ব্বশী ত্রোটক। কালিদাস প্রণীত। শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ কর্তৃক অনুবাদিত। তত্ত্ববোধিনী প্রেশ ১৯৪১ সংবৎ।"

প্রাপ্ত হইয়াছেন।* ভরসা করি, সৎপথাবলম্বন পূর্ব্বক সত্য ও সদ্‌গুণের আশ্রয়ে তাঁহার রচনাক্ষমতা দিন দিন বর্দ্ধমানা হইবে, তথা তাঁহার বিদ্যানুরাগিতা বঙ্গদেশীয় ধনাঢ্য সন্তানদিগের সদ্‌গুণোত্তেজক হইবে। পূর্ব্বে প্রস্তাবিত গ্রন্থের কিয়দংশ পূর্ণচন্দ্রোদয় পত্রে প্রকটিত হইয়াছিল; এইক্ষণে বিদ্যোৎসাহিনী সভার রঙ্গভূমিতে অভিনীত হইবার নিমিত্ত সমুদায় একত্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থাভাবে পূর্ব্বপ্রকটনের কোন উদ্দেশ নাই; বোধ হয় বাবুর নাট্যরচনা সর্ব্বসাধারণ কি প্রকারে গ্রাহ্য করেন এই নিরূপণার্থে তিনি স্বয়ংই তাহা মুদ্রিত করাইয়া থাকিবেন। রচনাচাতুর্য্য দৃষ্টে প্রতীত হইতেছে যে ইদানীন্তনের বিষয়ী গ্রন্থকারদিগের ন্যায় প্রশংসিত সিংহ মহাশয় ভট্টাচার্য্যদিগের সাহায্য গ্রহণ করেন নাই; যেহেতু ইহাতে নস্যের গন্ধ মাত্র বোধ হয় না। বিক্রমোর্ব্বশী নাটক মহাকবি কালিদাস প্রণীত। ইহাতে চন্দ্রবংশীয় পুরুরবাঃ রাজার সহিত উর্ব্বশী নাম্নী অপ্সরার প্রেমানুবন্ধ বিবৃত আছে।”

বিক্রমোর্ব্বশীর অভিনয় ॥ ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে মহাসমারোহে বিদ্যোৎসাহিনী থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চে কালীপ্রসন্নের ‘বিক্রমোর্ব্বশী ত্রোটক’ অভিনীত হয়। কালীপ্রসন্ন স্বয়ং এই অভিনয়ে রাজা পুরুরবার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি এই অভিনয়ে যোগদান করিয়াছিলেন। উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে W. C. Bonnerjee নামে সুপরিচিত) একটি ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। পাইকপাড়ার রাজভ্রাতৃদ্বয় কর্তৃক বেলগাছিয়া থিয়েটারের প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে এ দেশে অভিনয় ব্যাপারে এরূপ সমারোহ কখনই দৃষ্ট হয় নাই। কলিকাতার প্রায় সমস্ত সম্ভ্রান্ত য়ুরোপীয় ও দেশীয় ব্যক্তিগণ অভিনয়স্থলে উপস্থিত ছিলেন। এত দর্শক উপস্থিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদিগের স্থান সঙ্কুলান করা দুষ্কর হইয়াছিল; এবং অনেককেই বিফলমনোরথ হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতে হইয়াছিল। কালীপ্রসন্ন রাজা পুরুরবার ভূমিকা গ্রহণ করিয়া অতি সুন্দর অভিনয় করিয়াছিলেন। ইঁহার অভিনয় সম্বন্ধে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘হিন্দু পেট্রিয়ট’ লিখিয়াছিলেনঃ—

“The part of the king Pururoba represented by Baboo Kali Prosonno Sing was admirably done. His mien was right royal, and his voice truly imperial. From the first scene of the play when he with his pleasant companion, a civilised buffoon, commenced to interchange words of fellowship, to the last scene

* ডেবিড্ হেয়ার সাম্বৎসরিক সভা ও বিদ্যোৎসাহিনী সভায় পঠিত প্রবন্ধাদি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছিল, এইরূপ শুনা যায়। কিন্তু কালীপ্রসন্ন ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে কোন্ সাময়িক পত্র সম্পাদন করিতেন, তাহা জানিতে পারি নাই।

when he was translated with his fair Oorbosi to heaven, he kept the attention of the audience continuously alive and made a most gladsome impression on their minds. Every word he gave utterance to was suited to the action which followed it. In the language of the poet he did truly hold the mirror up to nature."

স্যার সিসিল বীডনের অভিমত ॥ সুদীর্ঘ সমালোচনার উপসংহারে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' কালীপ্রসন্নপ্রমুখ নাট্যবিদ্যোৎসাহিগণকে বঙ্গদেশে স্থায়িভাবে একটি সাধারণ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত করিতে অনুরোধ করেন। বিদ্যোৎসাহিনী থিয়েটারের সাফল্যই পাইকপাড়ার স্বনামধন্য রাজা প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ এবং বাবু (পরে মহারাজা স্যার) যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতিকে বেলগাছিয়ার বাগানে প্রসিদ্ধ নাট্যশালা-সংস্থাপনে প্রণোদিত করে। সুতরাং এতদ্দেশীয় নাট্যশালার ইতিহাসে কালীপ্রসন্নের নাম উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত হওয়া উচিত। স্যার সিসিল বীডন প্রভৃতি শতমুখে কালীপ্রসন্নের এই অনুষ্ঠানের প্রশংসা করেন। স্বর্গীয় কিশোরীচাঁদ মিত্র 'কলিকাতা রিবিউ' ত্রৈমাসিকে 'আধুনিক হিন্দু নাটক' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন:—

"There was a large gathering of native and European gentlemen, who were unanimous in praising the performance. Among the latter, Mr., afterwards Sir, Cecil Beadon, the then Secretary to the Government of India, expressed to us his unfeigned pleasure at the admirable way in which the principal characters sustained their parts."

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে কালীপ্রসন্ন 'মালতীমাধব' নামে আর একখানি নাটক প্রণয়ন করেন। ভবভূতির প্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাটক অবলম্বন করিয়া ইহা রচিত হয়। পুস্তকখানির উৎসর্গ পত্রখানি এইরূপ:—

This Translation
is
Most Respectfully
dedicated
to all
Lovers of the Hindoo Theatre,
by the
Translator.

এই নাটকখানির ভাষা ও রচনাভঙ্গী বিক্রমোর্ব্বশী হইতে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন। ভূমিকায় কালীপ্রসন্ন স্বয়ং লিখিয়াছেন, "মদ্রচিত মৎপ্রণীত ও মদনুবাদিত অন্য অন্য নাটক* হইতে মালতীমাধবের ভাষারও প্রভেদ হইয়াছে,

* এই ভূমিকা হইতে প্রতীয়মান হয় যে 'মালতী মাধবের' পূর্ব্বে কালীপ্রসন্ন

কারণ অভিনয়ার্হ নাটক সকল ইদানিন্তন যে ভাষায় লিখিত হইতেছে আমিও সেইরূপ অবলম্বন করিয়া ঈপ্সিত বিষয় সুসিদ্ধকরণ মানসে সচেষ্ট ছিলাম।” এই পুস্তকখানিতে ৮/৯টী সুন্দর সঙ্গীতও সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। একটি সঙ্গীত এ স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি ঃ--

(দ্বিতীয় কাণ্ড, ষষ্ঠ অঙ্কে মালতীর গীত।)
রাগিণী কানেড়া, তাল আড়াঠেকা।

বাঁচিয়ে কি ফল, আশা না পূরিল।
আমার কপালদোষে অমৃতে বিষ উঠিল॥
বড় সাধ ছিল মনে, সান্ত হব কান্তসনে.
পোড়া বিধি সঙ্গোপনে, সে সাধে বাদ সাধিল।
আশা তরু আরোপিয়ে, যত্নে যত্নবারি দিয়ে,
রাখিলাম প্রেমবনে করিয়ে যতন॥
কোথা ফলিবে সুফল, নিরাশা বায়ু প্রবল,
একেবারে করি বল, মূল সহ উচ্ছেদিল।

গ্রন্থের শেষ সঙ্গীতটিও উদ্ধার যোগ্য ঃ—

(নটীর গীত)
রাগিণী ভৈরবী. তাল মধ্যমান।

সদাশয়ে ব্যগ্র সদা দেশের হিতসাধনে।
সাদরে প্রণাম করি গুণিগণের চরণে॥
মালতী মাধব গানে, তুষিতে রসিক জনে,
সুরঙ্গে বান্ধব সনে. সাধিয়াছি প্রাণপণে।
অধিনীর ভ্রমবশে, কিবা অনুবাদ দোষে,
আসিলে দোষের লেশে, ক্ষমিবেন নটগণে॥
দেশের অধিকজন, দ্বেষের অধীন হন,
সাধয়ে খলের মন, পরনিন্দা সম্পাদনে।
মহতের সদা রীতি, সদয় সকল প্রতি,
হলে অতি নীচমতি, ছল ধরে অকারণে॥
ভারতের কর্ত্রী যিনি, ভিক্টোরিয়া মহারাণী,
চিরজীবী হোন তিনি, প্রিয়পুত্র স্বামী সনে।
দুরাত্মা বিদ্রোহীদল, যাক সবে রসাতল,
রাজ করে হোক বল, দুর্জ্জয় হউন রণে॥

বিক্রমোর্ব্বশী’ ব্যতীত অন্যান্য নাট্যগ্রন্থাদি প্রণয়ন বা অনুবাদ করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, এই সকল গ্রন্থাদি এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ স্বদেশ-প্রেম—'হিন্দু পেট্রিয়ট'

স্বদেশ-প্রেম ॥ বাঙ্গালা সাহিত্য ও নাট্যশাস্ত্রের উন্নতিসাধনই যুবক কালীপ্রসন্নের একমাত্র লক্ষ্য ছিল না। আমরা ধীরভাবে ও সতর্কতার সহিত কালীপ্রসন্নের জীবনের ঘটনাবলীর আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, তাঁহার চরিত্রের সর্ব্বপ্রধান গুণ গভীর স্বদেশপ্রেম। স্বদেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিকল্পে যথাসাধ্য চেষ্টার উপরই তাঁহার মহত্ত্ব ও গৌরব প্রতিষ্ঠিত। জাতীয়-ভাব-সংরক্ষণ, জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি, জাতীয় নাট্য-কলার পুষ্টিসাধন, জাতীয় ধর্ম্মের প্রচার প্রভৃতি দেশের কল্যাণকর সর্ব্ববিধ অনুষ্ঠানের জন্য প্রাণপণ যত্নে তাঁহার গভীর স্বদেশপ্রেমেরই অভিব্যক্তি দেখা যায়। তিনি কেবলমাত্র বঙ্গসাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন না। ইংরাজী বা অন্য কোনও ভাষায় লিখিত দেশোন্নতিবিষয়ক পত্রিকাদি প্রচারের জন্যও তিনি মুক্তহস্তে অর্থসাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। সেই জন্যই ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে যখন ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত ও সুলেখক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় "মুখার্জীজ্ ম্যাগেজিন্" নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিবার সংকল্প করেন, তখন কালীপ্রসন্নই বহুমূল্যে মুদ্রাযন্ত্র ক্রয় করিয়া উহা বিনামূল্যে প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। সেই জন্যই একবার তিনি জনৈক মুসলমান বন্ধুর অনুরোধে 'দুরবীন্' নামক একখানি উর্দ্দু পত্রিকার স্বত্ব ক্রয় করিয়া উক্ত পত্রিকার প্রচারে সাহায্য করিয়াছিলেন। এই জন্যই কালীপ্রসন্ন 'হিন্দু পেট্রিয়ট' নামক বিখ্যাত সাপ্তাহিক সংবাদপত্রখানির পরি-চালনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র সহিত কালীপ্রসন্নের সম্বন্ধ পরে বর্ণিত হইতেছে।

হিন্দু পেট্রিয়ট ॥ 'হিন্দু পেট্রিয়টের' স্বদেশপ্রাণ সম্পাদক চিরস্মরণীয় হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুন দিবসে দেহত্যাগ করেন। হরিশ্চন্দ্র বাক্যবীর ছিলেন না, কর্ম্মবীর ছিলেন। তিনি নীলকরপ্রপীড়িত দরিদ্র প্রজাগণের জন্য মসীযুদ্ধ করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, পরন্তু মুক্তহস্তে তাহাদিগকে অর্থসাহায্য প্রদান করিতেন। তিনি তাঁহার বহুপরিশ্রমলব্ধ অর্থ সাধারণের হিতার্থ নিয়োজিত করিয়াছিলেন। হরিশ্চন্দ্র সরকারী অফিসের চাকুরীতে যথাসম্ভব উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মৃত্যু-কালে একখানি বাড়ী ও হিন্দু পেট্রিয়ট প্রেস ভিন্ন এক কপর্দ্দকও রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। এইরূপ অবস্থায় 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রখানির বিলোপ অবশ্যম্ভাবী হইয়াছিল। কিন্তু দেশের এইরূপ মহাকল্যাণকারী পত্রখানির

বিলোপ কোনও মতে বাঞ্ছনীয় নহে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া কালীপ্রসন্ন পঞ্চসহস্র মুদ্রায় এই পত্রিকার সমুদায় স্বত্ব ক্রয় করিয়া লয়েন। 'হিন্দু পেট্রিয়টের' স্বত্ব ক্রয়ের আরও একটি কারণ ছিল। কালীপ্রসন্ন কেবল যে স্বদেশকে পূজা করিতেন, তাহাই নহে, তিনি যথার্থ স্বদেশভক্তগণকেও দেবতার ন্যায় পূজা করিতেন। তাঁহার 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-ক্রয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য,—হরিশ্চন্দ্রের নিরাশ্রয় পরিবারবর্গকে সাহায্য-প্রদান ও এইরূপে হরিশ্চন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা-প্রদর্শন।

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধা ॥ এই স্থলে হরিশ্চন্দ্রের স্মৃতি-রক্ষা-কল্পে কালীপ্রসন্নের প্রশংসনীয় চেষ্টা উল্লেখযোগ্য। তিনি হরিশ্চন্দ্রের স্মৃতিরক্ষাকল্পে, ৫০০৲ পঞ্চশত মুদ্রা দান করেন এবং স্বয়ং "হিন্দু পেট্রিয়ট-সম্পাদক মৃত হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মরণার্থ কোনও বিশেষ চিহ্ন স্থাপন জন্য বঙ্গবাসীবর্গের প্রতি নিবেদন" নামক একখানি পুস্তিকা* প্রণয়ন করিয়া সর্ব্বসাধারণকে বিতরণ করেন। ইহাতে তিনি হরিশ্চন্দ্রের মহত্ত্ব ও প্রতিভার পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক বঙ্গবাসিগণকে তাঁহার স্মরণ চিহ্ন স্থাপনার্থে সাগ্রহে অনুরোধ করেন। এই পুস্তিকায় হরিশ্চন্দ্রের চরিত্র-চিত্র অতি সুন্দরভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল। ইহার রচনা পদ্ধতিও অতি মনোহর। 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ডে' স্বর্গীয় কিশোরীচাঁদ মিত্র এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেনঃ—

"We have received a funeral eulogè by Baboo Kali Prosonno Sing on the late Editor of the *Hindoo Patriot* which has been published at the Pooran Sangraha Press. The language used is chaste and classical but perhaps too refined and elevated for common readers. The writer depicts the character and delineates the career of the late Harish Chunder Mookerjea. He calls on his fellow-countrymen to open their purse strings to commemorate the distinguished services of the deceased and we trust the call will be cordially responded to."

আমাদিগের দেশে পরলোকগত মহাপুরুষগণের স্মৃতিরক্ষার প্রথম উদ্যমে যেরূপ বাগাড়ম্বর প্রদর্শিত হয়, তদনুরূপ কার্য্য হয় না। হরিশ্চন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার জন্য ভারতবর্ষের সমস্ত স্থান হইতেই লোক শ্রদ্ধার নিদর্শন-স্বরূপ অর্থ প্রদান করিয়াছিল। কিন্তু কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির কার্য্য কিছু-মাত্র অগ্রসর হয় নাই। কি ভাবে স্মৃতিরক্ষা করা হইবে সে বিষয়ের কোনও মীমাংসা হয় নাই। "হরিশ্চন্দ্র-স্মৃতিরক্ষা-সমিতি"র অন্যতম সদস্য স্বদেশ-ভক্ত কালীপ্রসন্ন এই অবস্থা অবলোকন করিয়া ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ৯ই নভেম্বর তারিখ সম্বলিত একখানি পত্রে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নিকট প্রস্তাব করেন

* পরিশিষ্টে উহা পুনর্মুদ্রিত হইল।

যে, যদি হরিশ্চন্দ্রের কোনও স্মৃতিমন্দির (Memorial Building) প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা হইলে তিনি সুকীয়া বাগান স্ট্রীটস্থ দুই বিঘা পরিমিত জমী প্রদান করিতে সম্মত আছেন।

এই পত্রের অবিকল প্রতিলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ—

To

BABOO KRISTO DOSS PAUL,

Secretary, Hurrish Memorial Committee.

Sir,

As the form of the Memorial to the memory of the late Baboo Hurrish Chunder Mookerjee has not been definitely settled, I believe it would be in consonance with the views and wishes of many of the subscribers, if the funds were applied to the erection, of a building for public use, to be called after his name, instead of being employed in the establishment of one or two scholarships as originally contemplated. I for one decidedly am for such a memorial Building, and if my colleagues in the committee approve of the proposition I will feel it a pride to dedicate to this purpose a portion of my land, say 2 beegahs or thereabout, situated in Sukeas Street, commonly called Badoor Bagan. The site which I have selected with the approval of some of my friends and colleagues in the committee, faces the Upper Circular Road in the East and Sukeas Street in the North, and as it is comparatively free from the bustle of the town, while at the same time quite contiguous to the most populous part of the Native Quarter I trust it will answer our object very well. The sum which has been already subscribed and partly realized amounts I believe to ten thousand Rupees, and I have no doubt that when this plan of Memorial Building is announced there will be no lack of funds to carry it out. There are many friends and admirers of the late "Hindoo Patriot" who have not yet subscribed, and I can state with confidence that it is the feeling of some of the leading subscribers to the fund, that if there be a small deficiency at the end they will be glad to be reassessed for the purpose of making up that deficiency.

If the Memorial Building such as I suggest can be erected you can open there Reading and Assembly Rooms, establish a conversazione, have lectures, music, dramatic performances and diverse other enlightened recreations and amusements, such as make life agreeable and society enjoyable. A public buil-

ding of this description has long been a desideratum, and we would but ill serve the public interests did we miss this opportunity of supplying it. I need hardly add that nothing could be a more fitting testimonial to the memory of the lamented deceased than this, who, be it remembered, was a staunch and earnest friend to the promotion of worthy intellectual and social intercourse among our countrymen.

Should my colleagues in the committee approve of the proposition I shall be glad to execute a deed of conveyance for the above-mentioned land in favor of such Trustees as they may appoint.

I have &c.

(Sd.) Kaliprussunno Singh

P. S.—I enclose herewith a rough sketch of the ground.

তাঁহার এই প্রস্তাব ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, যে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা হরিশ্চন্দ্রেরই উজ্জ্বল প্রতিভালোকে জ্যোতিৰ্ম্ময় হইয়াছিল, সেই সভারই কয়েক জন বিশিষ্ট সভ্যের ঔদাসীন্যে এই শুভ অনুষ্ঠান নিষ্ফল হইয়াছিল। হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পনের বৎসর পরে হরিশ্চন্দ্র-ফণ্ডের সংগৃহীত ১০,৫০০৲ সার্দ্ধ দশসহস্র মুদ্রা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার গৃহ-নির্ম্মাণ-কার্য্যে ব্যয়িত হইয়াছিল, এবং আজিও এই সভাগৃহের নিম্ন-তলে কতকগুলি কীটদষ্ট গেজেট, রিপোর্ট ও সংবাদপত্রে পরিপূর্ণ পূতি-গন্ধময় অন্ধকার কক্ষের সম্মুখে একখানি ক্ষুদ্র প্রস্তরফলকে "হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় লাইব্রেরী" এই বাক্য কয়টি ক্ষোদিত আছে। ইহাই ভারত-বর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিকের, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বদেশপ্রেমিকের স্মৃতিচিহ্ন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতেছে! বাঙ্গালীর জাতীয় কলঙ্কের এরূপ নিদর্শন আর কোথাও আছে কি?*

* শ্রীযুক্ত রামগোপাল সান্ন্যাল মহাশয় তাঁহার 'Reminiscences and Anecdotes of Great men of India' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন:—

"After a lapse of full 16 years, a dark room in the lower floor of the building of the British Indian Association was solemnly inaugurated and declared as 'Hurish Chunder Library.' The truth of the matter is that some of the influential members of the Association who had contributed handsomely to the fund, contrived in collusion with Babu Kristo Das Pal, to appropriate the entire fund to the erection of the building of the Association, and a nominal memorial was raised, to the great shame of the entire Bengalee nation."

হরিশ্চন্দ্রের স্মৃতিমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, কালীপ্রসন্নের প্রস্তাবও কার্য্যতঃ গৃহীত হয় নাই, কিন্তু যে স্বদেশপ্রেমিক হরিশ্চন্দ্রের স্মৃতি-মন্দির সংস্থাপনপূর্ব্বক জাতীয় কলঙ্কমোচনে ও জাতীয়-গৌরব-বর্দ্ধনে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহার মহত্ত্বের কথা স্মরণ করিলে আজিও আমাদিগের হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত ও শ্রদ্ধাভরে অবনত হয়। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে "হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় লাইব্রেরী"র প্রতিষ্ঠাকালে পণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র কালী-প্রসন্নের এই প্রস্তাবের উল্লেখ করিয়াছিলেন ঃ—

"The feeling was strong in favor of a memorial building and the late Babu Kali Prasanna Singh, *who was so honorably noted for the deep interest he took in everything that was noble and generous and conducive to the wellbeing of his country-men,* came forward with an offer to place at the disposal of the committee, a plot of land, measuring 2 Biggahs, situated on the Upper Circular Road, on condition that the committee should build at their cost a suitable house for a Library and for public meeting, conversaziones and theatrical performances. The offer was accepted, plans were prepared, and a trust appointed, but the subscriptions raised proved utterly inadequate for the purpose."

'হিন্দু পেট্রিয়ট'-পরিচালন ॥ 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র স্বত্ব ক্রয় করিয়া কালী-প্রসন্ন প্রথমে সুপণ্ডিত শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে ইহার পরিচালন-ভার প্রদান করেন। হরিশ্চন্দ্রের অভিন্ন-হৃদয় সুহৃদ ও সহচর, 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রের জন্মদাতা গিরিশচন্দ্র ঘোষ হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পরেই তাঁহার শোকাকুলা জননী ও নিরাশ্রয়া সহধর্ম্মিণীর সাহায্যার্থ পত্রখানির সম্পাদনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।* শম্ভুচন্দ্র গিরিশচন্দ্রকে তাঁহার সাহিত্যগুরু বলিয়া

* "The *Patriot* will henceforth be conducted in Calcutta. *The paper has reverted to those hands that first started it.* But the hand of hands is, alas, wanting! The reader will in vain seek for those brilliant political crushers which awed and astonished the local Press and sent dismay into the factories. Providence in his own inscrutable wisdom has taken back to himself that spirit which flashed like a meteor over the country and disappeared so suddenly as it had burst upon the eye. The tear of friendship is not yet dry, and we are called upon to resume the pen which had been all but laid aside for the last three years in admiration of the talent which raised the *Hindoo Patriot* to the position of a power in the realm. The public will per-

স্বীকার করিতেন, এবং বন্ধু বলিয়া শ্রদ্ধা করিতেন। শম্ভুচন্দ্র পত্রের Managing Editor-এর পদ গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু গিরিশচন্দ্রই তাহার প্রধান সম্পাদক রহিলেন। এই সময়ে নীল-বিপ্লব ও বিখ্যাত ধর্ম্ম-যাজক মিষ্টার লঙের বিচার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ঘটনা সংঘটিত হয়, এবং গিরিশ ও শম্ভুচন্দ্রের নির্ভীক ও ওজস্বিনী সমালোচনা 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র প্রতিষ্ঠা যৎপরোনাস্তি বর্দ্ধিত করিয়াছিল। কিন্তু এই ব্যবস্থা অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। হরিশ্চন্দ্রের অনুগ্রহে কৃষ্ণদাস পাল ইতঃপূর্ব্বে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। হরিশ্চন্দ্রের শেষাবস্থায় কৃষ্ণদাস শম্ভুচন্দ্রের সহিত 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র সহকারী সম্পাদকের কার্য্যও করিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাসের আকাঙ্ক্ষা অতি উচ্চ ছিল। এক্ষণে তিনি উক্ত পত্রখানির পরিচালনভার প্রাপ্ত হইবার জন্য উৎসুক হইলেন। দেশ-হিতৈষী কালীপ্রসন্ন এই সর্ব্বজনহিতকর পত্রখানি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার জমীদার-পক্ষের মুখপত্রে পরিণত করিয়া পত্রখানির উদার নীতি সংকীর্ণ করিতে সম্মত ছিলেন না। কিন্তু কালীপ্রসন্নের অভিভাবক হরচন্দ্র ঘোষ, কৃষ্ণদাসকে পুত্রনির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন। তিনি কৃষ্ণদাসের হস্তে 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র পরিচালনভার-প্রদানের চেষ্টা পাইলেন। শম্ভুচন্দ্র কালীপ্রসন্নের বাটীতেই অবস্থিতি করিতেন, এবং কালীপ্রসন্নও সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে থাকিতে ভালবাসিতেন। একটা গুজব রটিল যে, কালীপ্রসন্ন যে সৎকার্য্যে অপরিমিত দানধ্যান করিয়া অর্থ "অপব্যয়" করিতেছেন তাহা শম্ভুচন্দ্রেরই ইঙ্গিতে ও প্ররোচনায়। শম্ভুচন্দ্র ইহা শ্রবণ করিয়া কালীপ্রসন্নের গৃহ ও সংস্রব ত্যাগ করিলেন। অবশ্য তাঁহাদিগের মধ্যে পূর্ব্বের সেই প্রীতিভাব রহিল; কিন্তু কালীপ্রসন্নের বিশেষ অনুরোধ সত্ত্বেও শম্ভুচন্দ্র 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পরিচালনে সম্মত হইলেন না। শম্ভুচন্দ্রের বন্ধু গিরিশচন্দ্রও এই সময়ে (১৮৬১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে) 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র সম্পাদন-ভার ত্যাগ করিলেন। কালীপ্রসন্ন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ক্রমান্বয়ে কৃষ্ণলাল বন্দ্যো-পাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও দ্বারকানাথ মিত্রের দ্বারা কয়েক সংখ্যা সম্পাদন করাইয়া দেখিলেন যে, সংবাদপত্র-পরিচালনে অনভ্যস্ত ব্যক্তির দ্বারা

haps excuse our short-comings when we tell them that their forbearance is craved *in the interest of the bereaved mother and the unfortunate widow of the remarkable man who devoted his fortune and his life to the service of his country.*"

—*Selections from the Writings of Grish Chunder Ghose* 1912.

'হিন্দু পেট্রিয়ট' পরিচালনায় পত্রখানির গৌরবহ্রাস হইতেছে। অবশেষে তিনি নবীনকৃষ্ণ বসু, কৈলাসচন্দ্র বসু ও কৃষ্ণদাস পাল, এই তিন জনের উপরে 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র সম্পাদন-ভার প্রদান করিলেন। নবীনকৃষ্ণ বসু, কৈলাসচন্দ্র বসু ও কৃষ্ণদাস পালের সহযোগিতায় পত্রখানি কিছুদিন সম্পাদিত হইল, অবশেষে একমাত্র কৃষ্ণদাসের অধীন হইয়া পড়িল। এই সময়ে কৃষ্ণদাস ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার কয়েক জন প্রধান সভ্যের দ্বারা কালীপ্রসন্নকে অনুরোধ করাইলেন যে, কাগজখানির পরিচালনভার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগের উপর অর্পিত হউক।* কালীপ্রসন্ন প্রথমে এই প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করেন, পরে কয়জন ট্রষ্টীর উপর এই ভার অর্পণ করিতে সম্মত হন। যে দলীলে ট্রষ্টীদিগের উপর এই ভার প্রদত্ত হয় তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে :—

ট্রষ্ট ডিড্

হিন্দু পেট্রিয়ট

শ্রীযুক্ত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও শ্রীযুক্ত বাবু রমানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়গণ বরাবরেষু।—

লিখিতং শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ সাকিম কলিকাতা জোড়াসাঁকো ট্রষ্টিনামা পত্রমিদং কার্য্যনঞ্চাগে আমি নানাবিধ বৈষয়িক কার্য্য মধ্যে সদাসর্ব্বদা আবৃত

* 'কৃষ্ণদাস পালের চরিতকার শ্রীযুক্ত রামগোপাল সান্ন্যাল মহাশয় লিখিয়াছেন : —"কৃষ্ণদাস বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অধীনে থাকিয়া হিন্দু পেট্রিয়ট চালাইতে বোধ হয় ইচ্ছুক ছিলেন না। তাই তিনি তলায় তলায় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার সভ্যদিগকে উক্ত কাগজের সত্বাধিকারী হইবার জন্য উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের নিকট প্রস্তাব হইতে লাগিল যে, হিন্দু পেট্রিয়ট বিদ্যাসাগরের অধীনে না রাখিয়া উহা কতিপয় ট্রষ্টির হস্তে সমর্পিত হউক। কিন্তু ঐ প্রস্তাব বিদ্যাসাগরের নিকট কে করিবে, এই বিষম সমস্যা প্রস্তাবকারীদিগের মনে উদিত হইল। এই কথা চালাচালি হইতে হইতে বিদ্যাসাগর সময় পরিশেষে জানিতে পারিলেন যে, কালীপ্রসন্ন বাবুর নিকট এই প্রস্তাব হইতেছে। তেজস্বী ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ বিদ্যাসাগর এইরূপ লুকাচুরীর মধ্যে থাকিবার লোক নহেন। তিনি অবিলম্বে হিন্দু পেট্রিয়টের কর্ত্তৃত্ব পরিত্যাগ করিলেন। কৃষ্ণদাস সেই সুযোগে হিন্দু পেট্রিয়টের ট্রষ্টডিড্ কালীপ্রসন্ন বাবুর নিকট হইতে লেখাইয়া লইলেন। এইরূপে হরিশের সাধের হিন্দু পেট্রিয়ট ট্রষ্ট সম্পত্তি বলিয়া রাজদ্বারে চিহ্নিত হইল। কি গুপ্ত অভিপ্রায়ে কৃষ্ণদাস এই কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই।"

—'হিন্দু পেট্রিয়টের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক কৃষ্ণদাস পালের জীবনী' ৩০—৩১ পৃষ্ঠা।

থাকায় হিন্দু পেট্রিয়ট নামক ইংরাজি সংবাদপত্র সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টি করিয়া নির্ব্বাহ করায় অশক্ত বিধায় উক্ত সম্বাদপত্র ও তৎসম্বন্ধীয় টাইপ অর্থাৎ অক্ষর মায় লওয়া জমা ও লহনা আদায়ের বিল প্রভৃতি আপনাদের হস্তে অর্পণ করিয়া আপনাদিগকে ট্রাষ্টি নিযুক্ত করিলাম। আপনারা এই সম্পাদপত্র ও অক্ষর ও পাওনা টাকা প্রভৃতির ট্রাষ্টিসূত্রে মালিক হইয়া নীচের লিখিত নিয়ম প্রতিপালন পূর্ব্বক ঐ কাগজের সমুদায় কর্ম্ম সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিবেন। যেহেতু আপনাদিগের হস্তে ঐ ছাপার কাগজ থাকিলে দেশের নানাবিধ উপকার হইবার সম্ভাবনা। এ মতে স্বীকার করিতেছি যে উক্ত কাগজের অক্ষর ও লওয়া জমা দ্রব্য ও উপস্বত্তের প্রতি আমার স্বত্ব রহিল না। কস্মিনকালে আমি কি আমার উত্তরাধিকারী কোন দাবী দাওয়া করিব না ও করিবেন না। যদি করি কিম্বা করেন, সে বাতিল ও নামঞ্জুর।

নিয়ম।

১। অত্র পেট্রিয়ট কাগজের গত এডিটার ঁহরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নামে স্থায়ী থাকা জন্য এই হিন্দু পেট্রিয়ট নাম কখন পরিবর্ত্তন হইবে না। যে পর্যন্ত এই কাগজ আপনাদের হস্তে থাকিবে, তাবৎকাল ঐ কাগজের নাম হিন্দু পেট্রিয়ট নামে প্রচলিত থাকিবেক এবং আপনারা ঐ কাগজ অন্য কোন সম্বাদ কাগজের সহিত যোগ কিম্বা মিশ্রিত করিতে পারিবেন না।

২। কস্মিনকালে এই হিন্দু পেট্রিয়টের কর্ম্মনির্ব্বাহকালে আপনাদের কর্ত্তৃত্বকালে কোন রকমে ক্ষতি হইতে পারিবে না। আর ঐ কাগজ ও তাহার গুড্ উইল ব্যতীত তৎসম্বন্ধীয় অক্ষর মায় লওয়া জমা বিক্রয় করিতে আপনাদের ক্ষমতা থাকিবে। কিন্তু ঐ মূল্যের টাকা আপনারা নিজে ভোগ না করিয়া প্রেসের দেনা শোধ বাদ আর অবশিষ্ট টাকা হরিশ মেমোরিয়াল্ ফাণ্ডে অর্পণ করিবেন।

৩। অন্য কোন কাগজ পেট্রিয়টের সহিত মিশ্রিত করিলে কিম্বা আপনারা স্বয়ং কোন মুদ্রাযন্ত্রালয় ক্রয় করিয়া পেট্রিয়টের কাগজের সহিত মিশ্রিত করিলে সেই কাগজের আপনাদিগের ক্রয় করা যন্ত্র কি অন্য পদার্থ আপনাদিগের স্বেচ্ছানুসারে বিক্রয় করিলে তদুপস্বত্ব আপনাদিগের ইচ্ছামত ব্যয় করিবেন।

৪। হিন্দু পেট্রিয়ট কাগজের কর্ম্ম চালাইবার আয় ব্যয় হিসাবাদি আপনাদিগের নিকটে আমার লইবার ক্ষমতা রহিল না।

৫। হিন্দু পেট্রিয়ট কাগজ ও তাহার গুড্ উইল বিক্রয় করার ক্ষমতা রহিল না। ঐ কাগজ মায় গুড্ উইল দেশের উপকারার্থে কেহ প্রার্থনা করেন তাহা উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া দান করিতে পারিবেন।

৬। আপনাদিগের কাহারও কোন লোকান্তর হইলে কিম্বা কেহ আপনার

ইচ্ছা পূর্ব্বক ট্রাষ্টির ভার পরিত্যাগ করিলে যাঁহারা উপস্থিত থাকিবেন, তাঁহারা ইচ্ছামত পরিত্যাগ কিম্বা মৃত ট্রাষ্টির পরিবর্ত্তে তত্তুল্য ক্ষমতাবান্ অন্য ট্রাষ্টি নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

৭। ট্রাষ্টির সংখ্যা তিন জনের কম ও পাঁচ জনের অধিক হইবেক না ও ট্রাষ্টিনিয়োগের নিমিত্ত আমার মতের প্রয়োজন হইবেক না ও আমি আপনাদিগের পরিবর্ত্তে কখন অন্য ট্রাষ্টি নিযুক্ত ও আপনাদিগকে রহিত করিতে পারিব না।

৮। আপনারা ঐক্য হইয়া সর্ব্বদা ট্রাষ্টি কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন। আপনাদিগের মধ্যে মতের অনৈক্য হইলে ট্রাষ্টির যেরূপ অভিপ্রায় হইবে সেই মত কার্য্য নির্ব্বাহ হইবেক।

৯। যদি কোন ট্রাষ্টি ইনসলভেণ্ট লয়েন কিম্বা কোন রকমে অকর্ম্মণ্য হয়েন, অথবা অন্য কোন অপকর্ম্ম করেন, তবে তাঁহাকে বহিস্কৃত করিয়া তাঁহার স্থানে আপনারা অন্য ট্রাষ্টি নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

১০। এই ট্রাষ্টি নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত আমি এক জন ট্রাষ্টি আপনাদিগের সহিত থাকিলাম। এবং আপনাদিগের তুল্য ক্ষমতাপন্ন হইয়া ট্রাষ্টিব স্বরূপ উপরের লিখিত নিয়ম সকল প্রতিপালন করিব। যদি উপরের লিখিত নিয়মসকল অন্যথা করি তবে নয় দফার সর্ত্ত আপনারা আমার প্রতি খাটাইতে পারিবেন।

১১। উপরোক্ত নিয়ম সকল প্রতিপালন পূর্ব্বক হিন্দু পেট্রিয়টের কার্য্য নির্ব্বাহ হইবেক ও দুই দফার লিখিত অনুসারে বিক্রয় করা আবশ্যক হইলে বিক্রয় হইবেক। এতদর্থে পেট্রিয়ট কাগজ ও অক্ষর মায় লওয়া জমা মালিকত্ব পরিত্যাগ করিয়া ট্রাষ্টিনামা লিখিয়া দিলাম। ইতি—সন ১২৬৯ সাল, ৪ঠা শ্রাবণ।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ

কলিকাতা,
১৯শে জুলাই, ১৮৬২ সাল
সাক্ষী —
শ্রীনবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
শ্রীকৃষ্ণদাস পাল।

এই দলীলখানি পাঠ করিলে এককালে কালীপ্রসন্নের গভীর স্বদেশপ্রেম ও হরিশ্চন্দ্রের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : স্বজাতিপ্রেম—জাতীয় সম্মানরক্ষা ও জাতীয় গৌরববর্দ্ধনেচ্ছা

'নীলদর্পণ' মোকদ্দমা ও রেভারেণ্ড লঙের বিচার ॥ ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে নীলদর্পণের মোকদ্দমা ও লঙের বিচারের বিষয় প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত হইয়াছে। এই মোকদ্দমার কয়েকখানি ইতিহাস সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে,* এবং এই প্রবন্ধে তাহার বিস্তৃত বিবরণ নিষ্প্রয়োজন। 'ইংলিশম্যান' ও 'হরকরা' পত্রদ্বয়ের স্বত্বাধিকারীদিগের এবং নীলকরগণের মানহানি করার অপরাধে লঙ্ দোষী সাব্যস্ত হন এবং একমাস কারাদণ্ড ও এক সহস্র মুদ্রা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন। মহাত্মা কালীপ্রসন্ন তৎক্ষণাৎ বিচারালয়ে ঐ অর্থদণ্ড প্রদান করেন। কালীপ্রসন্নের ন্যায় ধনবান ব্যক্তির পক্ষে এই দান অকিঞ্চিৎকর হইতে পারে; কিন্তু এই সৎকার্য্যের অন্তরালে যে কোমল পরদুঃখকাতর হৃদয় বিদেশীর সহিত সমবেদনায় ব্যথিত হইয়াছিল, যে স্বদেশপ্রেমিকের হৃদয় ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষের ভ্রূকুটীরাশি উপেক্ষা করিয়া দেশের প্রকৃত উপকারকের প্রতি কৃতজ্ঞতা-প্রকাশে উদ্যত হইয়াছিল, যে তীক্ষ্ণ দেশাত্মবুদ্ধি-চালিত হৃদয় এই আদর্শ সৎকর্ম্মের দ্বারা সমগ্র জাতির সম্মানরক্ষার জন্য অগ্রসর হইয়াছিল, সে হৃদয়ের মহত্ত্বের আলোচনা করিলে এখনও আমাদিগের হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কালী-প্রসন্নের চরিত্রের প্রধান গুণ,—গভীর স্বদেশ-প্রেম ও স্বজাতি-প্রীতি। মিষ্টার লঙের অর্থদণ্ড প্রদান ইহার অন্যতম দৃষ্টান্ত মাত্র। এই স্থলে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে রেভারেণ্ড লঙের ভারতপরি-ত্যাগকালে কালীপ্রসন্ন সিংহ বিদ্যোৎসাহিনী সভা হইতে তাঁহাকে একখানি সুন্দর অভিনন্দনপত্র প্রদান করিয়া আমাদিগের দেশের সম্মান বর্ধিত করিয়া-ছিলেন; দুঃখের বিষয়, এই দুষ্প্রাপ্য অভিনন্দনপত্রখানি উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণের কৌতূহল-নিবারণ এক্ষণে অসম্ভব হইয়াছে।

"The Biddotshahinee Sabha headed by Babu Kali Prossunno Sing presented an excellent valedictory Address to the Rev. James Long on the day of his departure. The address does honour to those from whom it emanated."

—*Hindoo Patriot, 3rd March* 1862.

* সন ১৩০৮ সালের 'সাহিত্যে' শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের 'বঙ্গে নীল' নামক সুলিখিত প্রবন্ধ ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ পাঠক পাঠিকাগণকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

নীল-বিপ্লবের অন্যতম ঐতিহাসিক, 'নীলদর্পণ'-প্রণেতার তৃতীয় পুত্র, শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি যে, লঙের বিচারকালে দীনবন্ধু বাবুও অভিযুক্ত হইবেন, এইরূপ আশঙ্কার কারণ ঘটিয়াছিল। তৎকালে স্বদেশপ্রাণ কালীপ্রসন্ন তাঁহাকে এই আশ্বাস দেন যে, যদি অর্থের দ্বারা তাঁহাকে রক্ষা করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন; কারণ, কালীপ্রসন্ন সর্ব্বস্ব দিয়াও তাঁহাকে বিপন্মুক্ত করিতে চেষ্টা পাইবেন!

'পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত পুরাতন 'সোমপ্রকাশ' পত্র-দৃষ্টে প্রতীত হয় যে, এই সময়ে 'নীলদর্পণে'র প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায়, কালীপ্রসন্ন নিজব্যয়ে উহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া বিনা-মূল্যে সাধারণ্যে বিতরণ করেন।

জাতীয়-সম্মান-রক্ষা। স্যার মর্ডণ্ট ওয়েল্‌স্‌ সভা ॥ জাতীয়-গৌরব-বৃদ্ধি ও জাতীয়-সম্মানরক্ষার জন্য কালীপ্রসন্ন সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিলেন। আমরা তাহার আর একটি দৃষ্টান্ত এই স্থলে প্রদান করিতেছি।

'নীলদর্পণে'র মোকদ্দমার বিচারক স্যার মর্ডণ্ট ওয়েল্‌স্‌ প্রায়ই হাই-কোর্টের বিচারাসন হইতে বলিতেন, বাঙ্গালী মিথ্যাবাদী। অবশ্য বিচারকের সম্মুখে যে সকল অপরাধী উপস্থিত করা হয়, তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই মিথ্যাবাদী হওয়া অসম্ভব নহে, কিন্তু সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকে মিথ্যাবাদী বলিয়া বিঘোষিত করা হাইকোর্টের এক জন মাননীয় বিচারকের পক্ষে কত দূর অসঙ্গত, তাহা সহজেই অনুমেয়। লঙের দণ্ডাদেশ-প্রদানের পর স্যার মর্ডণ্ট বঙ্গীয় জনসাধারণের আরও বিরাগভাজন হইয়া পড়িলেন। বঙ্গ-সমাজের তৎকালীন নেতৃবর্গ এই অবিবেচক বিচারককে যথোচিত শিক্ষা প্রদান করিবার নিমিত্ত ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ২৬শে আগষ্ট দিবসে রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের ভবনে এক বিরাট সভা আহূত করেন। কালী-প্রসন্ন যদিও বহু সভাসমিতির সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন, কিন্তু এ পর্যন্ত কোনও রাজনীতিক সভায় তাঁহাকে বক্তৃতাদি করিতে দেখা যায় নাই। এই রাজনীতিক সভায় তিনি বক্তৃতা করেন। বোধ হয়, ইহাই প্রকাশ্য সভায় তাঁহার প্রথম বক্তৃতা। ইহা কালীপ্রসন্নের চরিত্রের অনুরূপ হইয়াছিল। যে সভায় যোগদান করিতে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ ভীত ও শঙ্কিত হইয়া-ছিলেন, সেই সভাতেই নির্ভীক কালীপ্রসন্নের জাতীয়-কলঙ্কমোচন ও জাতীয়-সম্মানরক্ষার জন্য অগ্রসর হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। অন্যান্য যে সকল স্বাধীনচেতা দেশনায়ক এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব ও রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর (সভাপতি), রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, কুমার সত্যানন্দ ঘোষাল, বাবু (পরে মহারাজা) রমানাথ ঠাকুর, বাবু (পরে মহারাজা স্যার) যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, বাবু রামগোপাল

ঘোষ, বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নবাব আসগর আলী খাঁ বাহাদুরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'হুতোম প্যাঁচার নক্সায় কালীপ্রসন্ন এই সভার বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এ স্থলে উদ্ধারযোগ্য। পাঠকগণ লক্ষ্য করিবেন যে, উহাতে সমাজের আত্মমর্যাদাহীন ব্যক্তিগণের উপর কিরূপ তীক্ষ্ণ বিদ্রূপবাণ বর্ষিত হইয়াছেঃ—

"শিবকেষ্টোর মোকদ্দমার মুখে জষ্টিস্ ওয়েল্স্ নতুন ইণ্ডেণ্ট হন। তাঁর সংস্কার ছিল, বাঙ্গালীদের মধ্যে প্রায় সকলেই মিথ্যাবাদী ও জালবাজ; সুতরাং মোকদ্দমার সময়ে যখন চার পা তুলে বক্তৃতা কত্তেন, তখন প্রায়ই বল্‌তেন, 'বাঙ্গালীরা মিথ্যাবাদী ও বর্ব্বরের জাতি!' এতে বাঙ্গালীরা অবশ্যই বলতে পারেন, 'শতকরা দশ জন মিথ্যাবাদী বা বর্ব্বলে হ'লে যে আশি নব্বই জনও মিথ্যাবাদী হবেন, এমন কোন কথা নাই।'—চারিদিকে অসন্তোষের গুজগাজ পড়ে গেল; বড় দলের মোড়লেরা হাতে কাগজ পেলেন, 'তে'ই ঘোঁটের' যত মাথালো মাথালো জায়গায় ঘোঁট পড়ে গেল, শেষে অনেক কষ্টে একটী সভা ক'রে সার চার্লস্ কাষ্ঠ* মহাশয়ের নিকট দরখাস্ত করাই একপ্রকার স্থির হলো। কিন্তু সভা কোথায় হয়! বাঙ্গালীদের তো এক পদও 'সাধারণের' স্থান নাই; টাউন হল সাহেবদের, নিমতলার ছাতখোলা হল গবর্মেণ্টের, কাশীমিত্তিরের ঘাটে হল নাই; প্রসন্নকুমার ঠাকুর বাবুর ঘাটের চাঁদনীতে হতে পারে, কিন্তু ঠাকুর বাবুর পাঁচ জন সাহেব সুবোর সঙ্গে আলাপ আছে, সুতরাং তাও পাওয়া কঠিন। শেষে রাজা রাধাকান্তের নবরত্নের নাট-মন্দিরই প্রশস্ত বলে সিদ্ধান্ত হলো। কাগজে বিজ্ঞাপন বেরুলো, 'অমুক দিন রাজা রাধাকান্ত বাহাদুরের নবরত্নের নাট-মন্দিরে ওয়েল্স্ জজের মুখরোগের চিকিৎসা কর্‌বার জন্যে সভা করা হবে! ঔষধ সাগরে রয়েচে।'

"সহরের অনেক বড়মানুষ—তাঁরা যে বাঙ্গালীর ছেলে, ইটি স্বীকার কত্তে লজ্জিত হন; বাবু চুনোগলির আনড্র পিদ্রুসের পৌত্তুর বল্লে তাঁরা বড় খুসী হন; সুতরাং যাহাতে বাঙ্গালীর শ্রীবৃদ্ধি হয়, মান বাড়ে, সে সকল কাজ থেকে দূরে থাকেন। তদ্বিপরীত নিয়তই স্বজাতির অমঙ্গল চেষ্টা ক'রে থাকেন। রাজা রাধাকান্তের নাট-মন্দিরে ওয়েল্সের বিপক্ষে বাঙ্গালীরা সভা করবেন শুনে তাঁরা বড়ই দুঃখিত হলেন; খানা খাবার কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের সময় মনে পড়ে গেল; যাতে ঐ রকম সভা না হয়, কায়মনে তারই চেষ্টা কর্ত্তে লাগ্‌লেন! রাজা বাহাদুরের কাছে সুপারিস পড়লো; রাজা বাহাদুর সত্যব্রত, একবার কথা দিয়েছেন, সুতরাং উঁচুদলের সুপারিস

* স্যার চার্লস উড্ তখন ভারতবর্ষের সেক্রেটারী অব্ ষ্টেট ছিলেন। ইঁহার সময়ে ভারতবর্ষের অনেক উন্নতি সংসাধিত হইয়াছিল।

হলেও সহসা রাজী হলেন না। সুপারিসওয়ালারা জোয়ারের গুয়ের মত সাগরের প্রবল তরঙ্গে ভেসে চল্লো। নিরূপিত দিনে সভা হলো, সহরের লোক রৈ রৈ করে ভেঙ্গে পড়্লো, নবরঙ্গের ভিতরের বিগ্রহ ও নাট-মন্দিরের সাম্নের যোড়-হস্ত-করা পাথরের গড়ুরেরও আহ্লাদের সীমা রইলো না। বাঙ্গালীদের যে কথঞ্চিৎ সাহস জন্মেছে, এই সভাতে তার কিছু প্রমাণ পাওয়া গেল। কেবল সুপারিসওয়ালা বাবুরা ও সহরের সোণার বেণে বড়মানুষেরা এই সভায় আসেন নাই;—সুপারিসওয়ালাদের থোঁতা মুখ ভোঁতা হয়ে গেল। বেণে বাবুরা কোন কাজেই মেশেন না, সুতরাং তাঁদের কথাই নাই! ওয়েল্স্-হুজুকের অনেক অংশে শেষ হলো, দশ লক্ষ লোকে সই করে এক দরখাস্ত কাষ্ঠ সাহেবের কাছে প্রদান কল্লেন; সেই অবধি ওয়েল্স্ও ব্রেক হলেন।"

কিরূপে এই সভা দ্বারা ওয়েল্স "ব্রেক হলেন," তাহা হয় ত অনেকেই জ্ঞাত নহেন। এই সভা তদানীন্তন সেক্রেটারী অব্ ষ্টেট স্যার চার্লস উডের নিকট ওয়েল্সের এই অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করিয়া একখানি পত্র প্রেরণ করেন। স্যার চার্লস উড উহার প্রত্যুত্তরে এই আশা প্রকাশ করেন—"that those who hold the Judicial office may be sensible of how great importance it is that their denunciations of crime may not be interpreted into hasty imputations against a whole people or community." সুখের বিষয় যে, স্যার মর্ডণ্ট লসন ওয়েল্স্ পরে এত লোকরঞ্জক হইয়াছিলেন যে, দুই বৎসর পরে তাঁহার বঙ্গদেশ হইতে বিদায়গ্রহণকালে দেশবাসিগণ তাঁহাকে ব্যথিতচিত্তে বিদায়-অভিনন্দনপত্র প্রদান করিয়াছিলেন। যে সকল দেশনায়ক স্যার মর্ডণ্টের নিকট উপস্থিত হইয়া এই বিদায়পত্র প্রদান করেন, তাঁহাদের মধ্যে আমরা "the most intelligent, public-spirited and generously inspired amongst the young millionaires of Calcutta,"*—কালীপ্রসন্ন সিংহকে দেখিতে পাই। কালীপ্রসন্ন জাতীয়তার পুরোহিত ছিলেন, কিন্তু ইংরাজ-বিদ্বেষী ছিলেন না, এবং বিদেশীকেও সৎকার্য্যের জন্য শ্রদ্ধা করিতে কুণ্ঠিত ছিলেন না, ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যে স্যার মর্ডণ্টকে তিনি একসময়ে প্রকাশ্যভাবে তিরস্কার করিয়াছিলেন, উত্তরকালে স্বভাবপরিবর্ত্তনের নিমিত্ত তাঁহার প্রতি এই সম্মান-প্রদর্শন কালীপ্রসন্নের উদারতা ও মহত্ত্বের বিশিষ্ট পরিচায়ক।

কালীপ্রসন্ন যে যথার্থ ভারত-হিতৈষিগণকে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে শ্রদ্ধা করিতেন, তাহার আরও অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। সিপাহীযুদ্ধের অবসানে যে মহাত্মা করুণার উৎস উন্মুক্ত করিয়া ইংরাজগণের বিদ্বেষ ও দেশবাসীর

* "The Bengallee," 1863.

শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন, সেই চিরস্মরণীয় রাজপ্রতিনিধি লর্ড ক্যানিং বাহাদুরের ভারতত্যাগকালে কালীপ্রসন্ন অন্যান্য দেশনায়কগণের সহিত তাঁহাকে বিদায়-অভিনন্দন প্রদান করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহার স্মৃতি-রক্ষা-সমিতির একজন প্রধান উদ্যোগী হইয়াছিলেন, এবং স্মৃতিরক্ষাকল্পে এক সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়াছিলেন।

"নীলকর্-বিষধর-দংশন-কাতর প্রজা-নিকর" যাঁহার করুণায় বিপন্মুক্ত হইয়াছিল, বাঙ্গালার সেই সর্ব্বজনপ্রিয় শাসনকর্ত্তা স্যার জন্ পিটার গ্রাণ্টকে বিদায়-অভিনন্দন-পত্র প্রদান করিয়া দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে যে সকল দেশনায়ক সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যেও আমরা গুণগ্রাহী কালীপ্রসন্নকে দেখিতে পাই।

যে মহাপণ্ডিতের যত্নে ও চেষ্টায় প্রাচ্যদেশে প্রতীচ্যের জ্ঞানালোক সর্ব্ব-প্রথমে বিকীরিত হইয়াছিল, যাঁহার শিক্ষার গুণে বঙ্গভাষায় 'মেঘনাদবধের' ন্যায় কাব্য বিরচিত হইয়াছিল, সেই চিরস্মরণীয় শিক্ষক, কবি, সমালোচক ও সদ্বক্তা ডি, এল, রিচার্ডসনের ইংলণ্ড-প্রত্যাগমনকালে যে সকল কৃতজ্ঞ ভারত-বাসী তাঁহাকে পঞ্চসহস্র মুদ্রার থলি ও অভিনন্দনপত্র প্রদান করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যেও আমরা কালীপ্রসন্নকে দেখিতে পাই।

বদান্যতা ॥ আচার্য্য কৃষ্ণকমল যথার্থই বলিয়াছেন, "তিনি যেমন তাঁহার Purseএর সদ্ব্যবহার করিতে জানিতেন, তেমন আর কেহই জানিত না।" সকল প্রকার দেশহিতকর কার্য্যে তিনি মুক্তহস্তে দান করিতেন। যখন কলিকাতায় বিশুদ্ধ জলের কল সৃষ্ট হয় নাই, তখন কালীপ্রসন্ন দশসহস্র মুদ্রা ব্যয়ে কলিকাতায় ৫টী বারি-প্রস্রবণ নির্ম্মিত করাইয়া দিয়াছিলেন। কালীপ্রসন্নের দানের বিশেষত্ব এই যে, তাঁহার সমস্ত দানই সাত্ত্বিক দান। তিনি কি দেশীয়, কি বিদেশীয়, কাহারও প্রশংসা লাভ করিবার জন্য দান করিতেন না। তাঁহার অসংখ্য দানের কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর এই জন্যই কালীপ্রসন্নকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। কৃষ্ণদাস পাল লিখিয়াছেনঃ—

"In the hey-day of his career Kali Prossunno resembled the great Macaenas in the openhanded patronage he extended to literature and to men of letters. The poor scholar, be he an old or young pundit, or an English student, always found a warm and ready friend in him."

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাঁহার অসংখ্য দানের সম্পূর্ণ পরিচয় প্রদান করা অসম্ভব। কিন্তু তাঁহার আর একটি দানের কথা এ স্থানে লিপিবদ্ধ হওয়া উচিত।

হরিশ্চন্দ্রের গৃহরক্ষা ॥ নীলকরগণের নৃশংস অত্যাচারকাহিনী তীব্র ভাষায় লিপিবদ্ধ করিতে করিতে 'হিন্দুপেট্রিয়ট' সম্পাদক 'হরিশ্চন্দ্র মুখো-

পাধ্যায় কোনও প্রবন্ধে দৃষ্টান্তস্বরূপ মিষ্টার আর্চিবাল্ড হিল্‌স্‌ নামক জনৈক নীলকর কর্তৃক হরমণি নাম্নী এক রমণীর সতীত্বহরণের কথার উল্লেখ করেন। তাঁহার চরিত্রে মিথ্যা অপবাদ আরোপিত হইয়াছে বলিয়া মিষ্টার হিল্‌স্‌ ২৪ পরগণায় তদানীন্তন সদর আমীন তারকনাথ সেনের নিকট বিচারপ্রার্থী হন, এবং মানহানির জন্য ১০,০০০৲ দশ সহস্র মুদ্রা ক্ষতি-পূরণ চাহেন। অবশেষে হরিশ্চন্দ্র ত্রুটি স্বীকার করিলে বিচারক কর্তৃক তিনি কেবলমাত্র মোকদ্দমার ব্যয় প্রদান করিতে আদিষ্ট হন। হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পরে এই ব্যয়-প্রদানের জন্য তাঁহার বাসগৃহখানি পর্যন্ত বিক্রীত হইতেছিল। হরিশ্চন্দ্রের অকৃত্রিম সুহৃদ, 'বেঙ্গলী'-সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ এই সময়ে এই স্বদেশ-প্রাণ মহাত্মার পরিবারবর্গকে যাহাতে গৃহহীন হইতে না হয়, তজ্জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন;* কিন্তু ক্ষোভের বিষয় এই যে, যে মহাত্মা স্বদেশের হিতসাধনার্থ তাঁহার সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াছিলেন, এবং স্বদেশের কাজের জন্যই যাঁহার পরিবারবর্গ গৃহহারা হইতেছিলেন, কয়েক জন অকৃতজ্ঞ দেশবাসী তাঁহার পরিবারবর্গকে এই দুঃসময়ে কিছুমাত্র সাহায্য প্রদান করা উচিত বোধ করেন নাই। পক্ষান্তরে, যে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা হরিশ্চন্দ্রের প্রতিভার প্রতিফলিত জ্যোতিঃতে উজ্জ্বল মূর্ত্তি ধারণ করিয়া-ছিল, সেই সভারই কয়েক জন বিশিষ্ট সভ্য ও সহকারী সম্পাদক কৃষ্ণদাস পাল দেশবাসীকে এই সাহায্য-প্রদানে বিরত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন! কিঞ্চিদধিক ছয় শত টাকার জন্য হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় স্বদেশ-বৎসল মহাপুরুষের গৃহ দেশের কাজের জন্য বিক্রয় বাঙ্গালীর চিরকলঙ্ক স্বরূপ হইয়া থাকিত। সুখের বিষয়, তখনও বঙ্গসমাজে কালীপ্রসন্নের ন্যায় কয়েক জন স্বদেশ-ভক্ত ছিলেন। কালীপ্রসন্ন হরিশ্চন্দ্রের গৃহ-রক্ষা-তহবিলে ১০০৲ দান করেন, এবং অন্যান্য কয়েক জন সহৃদয় মহাত্মাও যথাসাধ্য সাহায্য করেন। বক্রী টাকা গিরিশচন্দ্র স্বয়ং প্রদান করিয়া হরিশ্চন্দ্রের পরিবারবর্গকে ঋণমুক্ত করিয়া বাঙ্গালীর মুখ রক্ষা করিয়াছিলেন।

* "The law costs of the famous libel case against the *Patriot* threatens to deprive his bereaved mother and wife of even their homestead. A warrant has been issued for the recovery of the amount by distress, and the British Indian Association which scrupled not to extort from its dying colleague the debris of the Indigo fund, calmly looks on whilst the penalty of the boldest Indigo article ever penned by Hurrish Chunder is being enforced against his widow. The ingratitude is intolerable. We call upon the country at large to deaden its incidence by affording immediate relief from this pressing difficulty."

—*Selections from the Writings of Grish Chunder Ghose.*

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ 'সাহিত্য-সেবা' ও 'সমাজ-সংস্কার'—'বিবিধার্থ-সংগ্রহ', 'পরিদর্শক' ও 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'

সাহিত্য-সেবা ॥ আমরা কালীপ্রসন্নের স্বদেশপ্রেমের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিয়াছি। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, তাঁহার সাহিত্য-প্রেম তাঁহার স্বদেশপ্রেমেরই অংগবিশেষ। জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি ভিন্ন জাতীয় চরিত্রের উন্নতি অসম্ভব, এই সত্য উপলব্ধি করিয়া কালীপ্রসন্ন জ্ঞানোন্মেষকাল হইতেই সাহিত্য-চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম বাল্যরচনা, হিন্দুনাট্যশাস্ত্রের পুষ্টিসাধন ও নাটক রচনা প্রভৃতির বিষয় পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। এক্ষণে তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থাদির বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি।

'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' ॥ যাঁহারা গত অর্দ্ধশতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্যের আশ্চর্য্য উন্নতির কারণ অনুসন্ধান করিবেন, আমাদিগের বিশ্বাস, তাঁহারা বঙ্গভাষায় ইংরাজি সাহিত্যের প্রভাবকে তাহার অন্যতম প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন। এই নূতন যুগের প্রথম অবস্থায় ইংরাজী গ্রন্থাদির অনুবাদ যে সাহিত্যের কতদূর উন্নতি-সাধন করিয়াছিল, তাহা এক্ষণে অনুভব করা অসম্ভব। বিদ্যাসাগর মহাশয়, অক্ষয়কুমার দত্ত, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মহাত্মগণ ইংরাজী গ্রন্থাদি অবলম্বন করিয়া যে সকল বিদ্যালয়পাঠ্য গ্রন্থাদি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার সকলগুলি বর্ত্তমান যুগে সমুচিত সমাদর প্রাপ্ত না হইলেও, সে সময়ে ভাষা-গঠনে, রচনাপদ্ধতি-প্রচলনে এবং জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানবিতরণে অল্প সাহায্য করে নাই। এই সময়ে 'ভার্ণাকুলার লিটারেচার সোসাইটী' নামক সভা বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিসাধনে ও জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানবিস্তারে যে প্রযত্ন করিয়াছিলেন, তাহা সসম্মানে উল্লেখযোগ্য। এই সভারই চেষ্টায় জীবন-চরিত, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও সাহিত্য-বিষয়ক নানাবিধ গ্রন্থ এবং বিলাতী 'পেনীম্যাগাজিনে'র আদর্শে প্রথম বাঙ্গালা মাসিকপত্র 'বিবিধার্থসংগ্রহ' প্রকাশিত হয়। ১৭৭৩ শকাব্দে কার্ত্তিক মাসে 'বিবিধার্থসংগ্রহে'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ডাক্তার (পরে রাজা) রাজেন্দ্রলাল মিত্র উহার সম্পাদক ছিলেন। রাজেন্দ্রলাল ছয় বৎসর উক্ত পত্র সম্পাদন করিয়া অবশেষে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে অবসরাভাবে বাধ্য হইয়া সম্পাদক-পদ পরিত্যাগ করেন। এই মাসিকপত্রখানি তৎকালীন বালকবালিকাগণের কিরূপ আদরের সামগ্রী ছিল, তাহা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন-স্মৃতিপাঠে অবগত হওয়া যায়ঃ—

"রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' বলিয়া একটী ছবিওয়ালা মাসিক পত্র বাহির করিতেন। তাহারি বাঁধানো এক ভাগ বসজদাদার আলমারির মধ্যে ছিল। সেটি আমি সংগ্রহ করিয়া ছিলাম। বারবার করিয়া সেই বইখানা পড়িবার খুসি আজও আমার মনে পড়ে। সেই বড় চৌকা বইটাকে বুকে লইয়া আমাদের শোবার ঘরের তক্তাপোষের উপর চীৎ হইয়া পড়িয়া নর্হাল তিমি মৎস্যের বিবরণ, কাজির বিচারের কৌতুকজনক গল্প, কৃষ্ণকুমারীর উপন্যাস পড়িতে পড়িতে কত ছুটির দিনের মধ্যাহ্ণ কাটিয়াছে।"

এই ক্ষুদ্র মাসিকপত্রখানি রবীন্দ্রনাথের চিত্তবিকাশে কতটা সাহায্য করিয়াছিল, কে বলিতে পারেন?

রবীন্দ্রনাথ পুনশ্চ বলিতেছেনঃ—

"এই ধরণের কাগজ একখানিও এখন নাই কেন? একদিকে বিজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান, পুরাতত্ত্ব, অন্য দিকে প্রচুর গল্প কবিতা ও তুচ্ছ ভ্রমণকাহিনী দিয়া এখনকার কাগজ ভর্ত্তি করা হয়। সর্ব্বসাধারণের দিব্য আরামে পড়িবার একটি মাঝারি শ্রেণীর কাগজ দেখিতে পাই না। বিলাতে চেম্বার্স জার্নাল, কাস্‌লস্‌ ম্যাগাজিন, ষ্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন প্রভৃতি অধিকসংখ্যক পত্রই সর্ব্বসাধারণের সেবায় নিযুক্ত। তাহারা জ্ঞানভাণ্ডার হইতে সমস্ত দেশকে নিয়মিত মোটাভাত মোটা কাপড় জোগাইতেছে। এই মোটাভাত, মোটা-কাপড়ই বেশির ভাগ লোকের বেশি মাত্রায় কাজে লাগে।"

এরূপ কাগজ জনসাধারণের অত্যন্ত উপকারী, ইহা বুঝিতে পারিয়াই কালীপ্রসন্ন এই কাগজখানি বিলুপ্ত হইতে দিলেন না। তিনি রাজেন্দ্রলালের সম্পাদনকালেই লেখক-রূপে 'বিবিধার্থ-সংগ্রহে'র সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁহার লিখিত পুস্তক সমালোচনাদি তাঁহার গভীর ভাষাজ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিত। রাজেন্দ্রলাল সম্পাদকত্ব ত্যাগ করিলে, কালীপ্রসন্ন ঐ পত্রের সম্পাদকীয় ভার স্বয়ং গ্রহণ করিলেনঃ—

"The Bibidartho Sangraha, a Bengalee illustrated monthly periodical, which was stopped for sometime since, has been revived under the auspices of Babu Kally Prosonno Sing of Jorasanko. This paper is one of the best of its kind and was at first edited by Babu Rajendralall Mitra, the well-known Director of the Ward's Institution and a native gentleman of large and various ability. We trust it will maintain the reputation under the management of Babu Kally Prosonno Sing."

—*The Indian Field, July* 6, 1861

কালীপ্রসন্ন ১৭৮২ শকাব্দার বৈশাখ মাস হইতে 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' সম্পাদন করিতে আরম্ভ করেন। কতদিন তিনি উক্ত পত্র সম্পাদন করিয়াছিলেন, আমরা তাহা অবগত হইতে পারি নাই। তাঁহার সম্পাদিত সমস্ত সংখ্যাগুলি আমা-

দিগের হস্তগত হয় নাই, সুতরাং উহাতে প্রকাশিত কালীপ্রসন্নের স্বরচিত সন্দর্ভগুলির পরিচয় এ স্থলে প্রদান করা অসম্ভব। পত্রখানির সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিয়াই কালীপ্রসন্ন যে ভূমিকা লিখিয়াছিলেন, তাহাই নিম্নে কুতূহলী পাঠকগণের অবগতির জন্য উদ্ধৃত হইলঃ—

"১৭৭৬ শকে বঙ্গভাষানুবাদক-সমাজের আনুকূল্যে শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র-লাল মিত্র কর্তৃক বিবিধার্থ-সংগ্রহ প্রথম প্রকাশিত হয়, এবং তদবধি ক্রমাগত ছয় বৎসর যথানিয়মে উদিত হইয়া আসিতেছে।* কেবল মধ্যে কিয়ৎকাল বঙ্গ-ভাষানুবাদক সমাজের অর্থকৃচ্ছ উপস্থিত হওয়ায় তাহার অন্যথা হইয়াছিল। বিধিমত প্রকারে বাঙ্গালি ভাষার উন্নতি-সাধন ও পুরাবৃত্ত, ভূগোল, জ্যোতিষ, ভূতত্ত্ব, প্রাণী বিদ্যা, পদার্থ-বিদ্যা ও শিল্প-সাহিত্যাদি অপরাপর বিবিধপ্রকার বিদ্যার শিক্ষা প্রদান করাই বিবিধার্থ-সংগ্রহের মুখ্য উদ্দেশ্য; তদ্বিষয়ে বিবিধার্থ কতদূর পর্যন্ত কৃতকার্য্য হইয়াছে, তাহা সহৃদয়-সমাজের অগোচর নাই। সৎসঙ্কল্পের আশ্রয়ে ও গুণগ্রাহিগণের উৎসাহে অত্যল্পকাল মধ্যে বিবিধার্থ অনেকের প্রেমাস্পদ হইয়াছে। যে নিয়মে বিবিধার্থ-সংগ্রহ প্রকটিত হইয়া আসিয়াছে, বোধ হয়, বঙ্গদেশে অপরাপর মাসিক পত্রিকা সত্ত্বেও তাহা পাঠকবর্গের নিষ্প্রয়োজন বোধ হইবে না। বিবিধার্থ এতকাল ভুবনবিখ্যাত ভারতবর্ষীয় ভূপতিবর্গের জীবন-চরিত, বীরপ্রসবিনী রাজপুতনার পূর্ব্ব-বিবরণ, ভিল, গোণ্ড, শিক্ ও পৃথিবীর প্রান্ত ও পশ্চিম দেশবাসী জনগণের বিচিত্র উপাখ্যান এবং তাহাদিগের ব্যবহার বৃত্তান্তাদি পাঠকমণ্ডলীর সুগোচর করিয়াছে। স্বভাবসিদ্ধ রহস্য, নীতিগর্ভ উপন্যাস প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ের আলোচনায় বিবিধার্থ আপন নামের স্বার্থকতাসাধনে ত্রুটী করে নাই। বিবিধার্থ কি বিদ্যাবতী রমণীকুল, কি তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতসমাজ, সর্ব্বত্রই তুল্য সম্মানে পরিগৃহীত হইয়াছে; এমন কি বর্ণ-পরিচয়বিহীন বালকগণও শুদ্ধ চিত্র দর্শনাভিলাষে বিবিধার্থের প্রকাশ-কাল প্রতীক্ষা করিয়াছে।

"বিবিধার্থ নিয়ত শুদ্ধ সাধারণের হিতচেষ্টায় বিব্রত ছিল; ভ্রমেও কখন কাহার নিন্দা বা সম্পদ্-সুলভ সম্মান-লোভে ধনীর উপাসনা করে নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে নূতন গ্রন্থের সমালোচন-সময়ে কখন কখন কোন কোন গ্রন্থ-কারের উপরে কটাক্ষের আভাস হইয়াছিল, কিন্তু তাহা ভান মাত্র; তাহাতে কেবল গ্রন্থই উদ্দেশ্য, কদাপি কোন গ্রন্থকারের নিন্দা অভিধেয় হয় নাই। তাহা পরিশুদ্ধ সরল-হৃদয়-সম্ভূত, তাহাতে দোষ বা রোষের লেশও লক্ষিত হয় না; বরং ভারতবর্ষীয় বর্ত্তমান গ্রন্থকার-কুলের কল্যাণসাধনই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য।

* বিবিধার্থ-সংগ্রহ ছয় খণ্ড রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছিল বটে; কিন্তু ইহা ১৭৭৬ শকে নহে—১৭৭৩ শকাব্দের কার্ত্তিক মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। মধ্যে কিছুকাল পত্রিকাখানি বন্ধ ছিল।

"বিবিধার্থ এতাবৎকাল যাঁহার অবিচলিত অধ্যবসায় ও প্রযত্নে পূর্ব্বো-ল্লিখিত বহুতর জ্ঞানগর্ভ রচনাবলীর আন্দোলনে পাঠকবর্গের স্নেহভাজন হইয়াছে—যিনি বাঙ্গালিভাষারে বিবিধ তত্ত্বালঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া স্বদেশের গৌরববর্দ্ধন করিয়াছেন—এক্ষণে তিনি এতৎ পত্রের সম্পাদকীয় পদ পরিত্যাগ করায় বিবিধার্থ বিলক্ষণ ক্ষতি স্বীকার করিয়াছে। জন্মদাতা হইতে স্বতন্ত্রিত ও সহসা অপরিচিত-হস্তে ন্যস্ত হওয়াতে অনেকে ইহার স্থায়িত্ব বিষয়ে সন্দেহ করিতে পারেন: বিশেষতঃ, শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের পরিবর্ত্তে তৎপদে অপর ব্যক্তির সুশৃঙ্খলে কার্য্য নির্ব্বাহ করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। বিবিধার্থ যে প্রকার পত্র, মিত্র মহাশয়ই তাহার উপযুক্ত পাত্র ছিলেন; অনুবাদক-সমাজ, বিবিধার্থে সহৃদয়-সমাজের স্নেহভাজন ও পাঠকমণ্ডলীর নিতান্ত নিষ্প্রয়োজনীয় নহে জানিয়াই অগত্যা আমারে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; কিন্তু বিবিধার্থ-সম্পাদক-পদ স্বীকার করিয়া আমি অসম-সাহসিকতার কার্য্য করিয়াছি। সাহিত্য-সংসারে আমার নাম অশ্রুতপূর্ব্ব: সুতরাং এতাদৃশ অসদৃশ গুরুভার মাদৃশ জনদ্বারা অব্যাঘাতে নির্ব্বাহিত হইবে এমত আশা করা যায় না; কেবল ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক গন্তব্যপথ পরিষ্কার করিয়া গিয়াছেন ভরসা আছে, আমি সাবধানে সেই পথে তাঁহার অনুসরণ করিলে ক্রমে পাঠকবর্গের মনোরঞ্জনে সমর্থ হইব। সচ্ছিদ্র মণিখণ্ডে সূত্র প্রবেশনের ন্যায় আমার পক্ষে অসুলভ হইবে না। এক্ষণে যে সকল সরল-হৃদয়ে মহাত্মারা প্রথমাবধি বিবিধার্থের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ ও অনুরাগ-প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন, এক্ষণেও যেন তাহার ন্যূন না করেন। ইহার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক যেমন অবিচলিত অনুরাগ-সহকারে পাঠকমণ্ডলীর মনোরঞ্জন করিয়া আসিতেছিলেন, এক্ষণে আমিও নিজ সাধ্যানুসারে তাহার ত্রুটি করিব না। পূর্ব্ব-সম্পাদকের অনবসরবশতঃ বিবিধার্থ কিছুকাল অনিয়মে প্রচারিত হইয়া-ছিল, তজ্জনিত অপরাধ পাঠকগণ নিজ নিজ কৃপাগুণে মার্জ্জনা করিবেন, ভবিষ্যতে বিবিধার্থ প্রতিমাসের প্রথম দিবসেই আপনাদিগের দ্বারস্থ হইবে।

"অবশেষে বিবিধার্থের চিরপরিচিত হিতচিকীর্ষু বান্ধববর্গের নিকট সবিনয়ে নিবেদন এই যে, তাঁহারা পূর্ব্বে যেরূপ অবকাশ-সময়ে নানাবিধ প্রস্তাবাদি লিখিয়া বিবিধার্থ অলঙ্কৃত করিতেন, এক্ষণে যেন তদনুরূপ সাহায্যে বিরত না হন: বিবিধার্থে তাঁহাদিগেরও তুল্যাধিকার।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

বিবিধার্থ-সংগ্রহ-সম্পাদক।"

'পরিদর্শক'॥ ১২৬৯ বঙ্গাব্দে পণ্ডিতবর জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ও মদনগোপাল গোস্বামী "পরিদর্শক" নামে একটি বাঙ্গালা দৈনিক সংবাদ পত্রের প্রবর্ত্তন করেন। 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' এই পত্রের সমালোচন প্রসঙ্গ কালীপ্রসন্ন লিখিয়াছিলেন:—

"একখানি যথাবিহিত দৈনিক পত্রের নিমিত্ত আমরা বহু দিবসাবধি ক্ষুব্ধ ছিলাম; পরিদর্শক আমাদিগের সে মনোরথ পূর্ণ করিয়াছে। বর্ত্তমানে বাঙ্গালী সমাজ পরিদর্শক হইতে যত উপকার লাভে সমর্থ হইবেন, সোমপ্রকাশের প্রকাশ পূর্ব্বে অন্যান্য বহুল সংবাদপত্র হইতে তাহা প্রত্যাশা করা যায় নাই। পরিদর্শকের এক বিষয়ে কিঞ্চিৎ অনটন দেখা যায়। আমরা পরিদর্শক হইতে যতদূর প্রত্যাশা করি, তাহার ক্ষুদ্র কলেবর সে ভার সহনে অসমর্থ; তন্নিমিত্ত আমরা পরিদর্শক সম্পাদকদিগকে অনুরোধ করি, তাঁহারা সাধারণের উপকারার্থ কিছু ক্ষতি স্বীকার করিয়াও পরিদর্শকের কলেবর বৃদ্ধি করুন।"

কিন্তু কালীপ্রসন্নের উপদেশমত পত্রখানির উন্নতিবিধান করা প্রবর্ত্তকদ্বয়ের সাধ্যাতীত ছিল। সুতরাং যিনি সাধারণের উপাকারার্থ চিরকাল ক্ষতি স্বীকার করিয়া আসিতেছিলেন, সেই কালীপ্রসন্ন সিংহকেই এই পত্রের পরিচালন ভার গ্রহণ করিতে হয়। কালীপ্রসন্নের সম্পাদকত্বকালে এই পত্রের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বিরচিত "বঙ্গভাষার ইতিহাস" নামক গ্রন্থে এই পত্রের ইতিহাস এইরূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছেঃ—

"ঐ বৎসরে (১২৬৭ সালে) 'পরিদর্শক' পত্র প্রচার হয়। পণ্ডিতবর জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ও মদনগোপাল গোস্বামী ইহার প্রথম সৃষ্টি করেন। ১২৬৯ সালের ১লা অগ্রহায়ণ হইতে মৃত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় উহার সম্পাদকত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে পরিদর্শক দীর্ঘ কলেবর ধারণ করে। শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ও শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই পত্রের সহকারী ছিলেন।"

বোধ হয়, এই পত্রকে লক্ষ্য করিয়া কৃষ্ণদাস পাল লিখিয়াছিলেনঃ—

"He also started a first class vernacular daily newspaper, the like of which we have not yet seen."

হুতোম প্যাঁচার নক্সা॥ ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' ১ম ভাগ প্রকাশিত হয়। কিছুদিন পরে উহার দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। যাঁহারা কালীপ্রসন্নের অন্য কোনও রচনা পাঠ করেন নাই, এবং তৎসম্পাদিত মহাভারত কেবলমাত্র পণ্ডিতগণেরই অনুবাদ বলিয়া যাঁহাদিগের সংস্কার আছে, তাঁহাদিগের ধারণা যে, কালীপ্রসন্ন কখনও সংস্কৃতানুসারিণী বা বিদ্যাসাগরী ভাষায় লিখেন নাই, কথ্যভাষায় বা টেকচাঁদের (প্যারীচাঁদ মিত্রের) প্রবর্ত্তিত 'আলালী' ভাষায় গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ এক্ষণে তাঁহার অন্যান্য রচনাবলী দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় 'হুতোমই' কালীপ্রসন্নের একমাত্র স্বরচিত গ্রন্থ বলিয়া প্রকাশ আছে। কিন্তু এ ধারণা ভ্রান্ত ও অমূলক। কালীপ্রসন্ন সংস্কৃতানুসারিণী ভাষারই সমধিক পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'য় আলালী ভাষা ইচ্ছা করিয়াই ব্যবহার করিয়াছিলেন; কারণ, এই

ভাষাই তাঁহার রচনার বিষয়ের বিশেষ উপযোগী ছিল। এই নক্সা যদি সাধু-ভাষায় লিখিত হইত, তাহা হইলে যে উহা এত সর্ব্বজনসমাদৃত হইত না, তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই।

'পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন বলিয়াছেন, "হুতোম প্যাঁচার নক্সা বঙ্গভাষায় অপূর্ব্ব সমাগ্রী। ইহা পাঠে কলিকাতার তৎকালীন বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ অবস্থার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়।" 'রাজনারায়ণ বসু লিখিয়াছেন, "কালীপ্রসন্ন সিংহের হুতুম পেঁচার নক্সায় বিলক্ষণ হাস্যরসউদ্দীপনী শক্তি প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার নক্সাগুলি জলজ্যান্ত বোধ হয়।" ইহাতে কালীপ্রসন্ন তৎকালীন বঙ্গসমাজের এক অংশের যে সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই অমূল্য। ইহা কেবল নক্সা বলিয়াই তৎকালে আদৃত হয় নাই. অনেক ভণ্ড সমাজদ্রোহীর পৃষ্ঠে ইহা যে তীব্র কশাঘাত পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সৎপথে প্রবৃত্ত করিয়া সমাজ সংস্কার-সাধন করিয়াছিল, তজ্জন্যও ইহা কম প্রশংসা লাভ করে নাই। তাঁহার চিত্রিত চরিত্রগুলি অনেক স্থলেই তৎকালীন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণকে অবলম্বন করিয়া অংকিত হইয়াছিল। 'রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর তাঁহার 'কলিকাতা ইতিহাস' নামক বিখ্যাত পুস্তকে লিখিয়াছেন ঃ—

"His comical and satirical social sketch, the *Hutum pencha* graphically delineates in a humorous vein serveral points, good and bad, of the state of society which prevailed at the time. It is a masterpiece of its kind and has never been eclipsed by the latter-day productions in the line. Time may come when one may not read *Hutum pencha,* but the time will never come when it will fail to give pleasure and profit to its readers."

অর্থাৎ "তাঁহার হাস্যরসাত্মক ও বিদ্রূপাত্মক সামাজিক নক্সা "হুতুম প্যাঁচা" গ্রন্থে তিনি তদানীন্তন সমাজের ভাল মন্দ সকল ভাবই বিশদরূপে যথাযথ ভাবে অতি নিপুণতার সহিত চিত্রিত করিয়াছেন। ঐ শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে উহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট,—উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পুস্তক এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। হয়তো এমন দিন আসিলেও আসিতে পারে, যখন লোক হুতুম প্যাঁচা পড়িবে না, কিন্তু এমন দিন কখনই আসিবে না, যখন হুতুম প্যাঁচা পড়িয়া লোকে আনন্দ ও উপকার লাভ না করিবে।"*

আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও 'পুরাতন প্রসঙ্গে' বলিয়াছেন, "গ্রন্থখানির মূল্য আছে। হুতোম প্যাঁচার মধ্যে যথেষ্ট লোকজ্ঞতা ও পরি-

* 'সুবলচন্দ্র মিত্রের অনুবাদ।

হাসরসিকতা প্রদর্শিত হইয়াছে...As an early specimen of that type of writing it deserves not to be forgotten এবং রুচি হিসাবে হুতোম ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ও 'গুড়্গুড়ে ভট্টাচার্য্যের' লেখার চেয়ে অনেক অংশে শ্রেষ্ঠতর।"

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ষষ্ঠ অধিবেশনের সভাপতি, প্রসিদ্ধ সাহিত্য-সেবী শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় বলিয়াছেঃ—"বিশুদ্ধ সহজ বাঙ্গালায় সুন্দর গদ্য হয়, প্যারীচাঁদ হইতে ইহা শিখিয়াছিলাম। সঙ্গে কালীপ্রসন্ন সিংহের নাম করিতে হইবে। বঙ্কিমবাবু মিত্রজার গ্রন্থ দেখাইয়া 'রত্নোদ্ধার' করিতেছিলেন। তখন তাঁহার কালীপ্রসন্নের কথা বলিবার প্রয়োজন হয় নাই, আমাদিগকে এখন বলিতে হইবে। আমরা যখন নিতান্ত বালক, তখন 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' প্রকাশিত হইল। তাহার ভাষার ভঙ্গীতে, রচনার রঙ্গেতে একেবারে মোহিত হইয়াছিলাম। তখন হইতে বুঝিয়াছি, আমাদের মাতৃভাষায় বাজী খেলান যায়, তুবড়ি ফুটান যায়, ফুল কাটান যায়, ফুয়ারা ছোটান যায়। আমাদের মাতৃভাষা সর্ব্বাঙ্গে রঙ্গময়ী।"

সুপ্রসিদ্ধ "বিশ্বকোষ" সম্পাদক লিখিয়াছেনঃ—

"বাঙ্গালায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ, মাইকেল যে ছন্দে 'মেঘনাদ বধ' লিখিয়া অমর হইয়া গিয়াছেন, কালীপ্রসন্ন তাঁহার পূর্ব্বে এই ছন্দঃ ব্যবহার করেন। তিনি তাঁহার হুতোম প্যাঁচাকে সাধারণের করে উৎসর্গ করিয়া লিখিয়া ছিলেন—

হে সজ্জন স্বভাবের সুনির্ম্মল পটে,
রহস্যরসের রঙ্গে,
চিত্রিনু চরিত্র—দেবী সরস্বতীর বরে।
কৃপাচক্ষে হের একবার; শেষে বিবেচনা মতে,
যার যা অধিক আছে 'তিরস্কার' কিম্বা 'পুরস্কার'
দিও তাহা মোরে—বহুমানে লব শির পাতি।

অবশ্য মাইকেলের ছন্দঃ ইহা অপেক্ষা অনেক মার্জ্জিত, অনেক নিয়মাদি সঙ্গত, কিন্তু তাহা হইলেও তিনি ছন্দটির উদ্ভাবন কর্ত্তা বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না।"

"বঙ্গভাষার লেখক" নামক গ্রন্থের সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও হুতোম প্যাঁচার দ্বিতীয় ভাগ হইতে উদ্ধৃত এই পংক্তিগুলির বিষয়ে বলিয়াছেনঃ—

"এই কয়েক পংক্তিতেই প্রকাশ অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তক বস্তুতঃ কালীপ্রসন্ন,—পরিপোষ্টা মাইকেল।"

বোধ হয় বিশ্বকোষ-সম্পাদকের সিদ্ধান্ত পরবর্ত্তী অন্যান্য লেখকগণ কর্ত্তৃক নির্ভুল বলিয়া স্বীকৃত ও প্রচারিত হইয়াছে। সেই জন্য এই স্থানে বলা প্রয়োজন মনে করি যে, মাইকেলের তিলোত্তমা ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে এবং

মেঘনাদবধ ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং কালীপ্রসন্নের 'হুতোম প্যাঁচা' পর বৎসরে (১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে) প্রকাশিত হয়। সুতরাং মাইকেলই যে বঙ্গভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তক, সে বিষয়ে সন্দেহের কোনও কারণ নাই। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে' লিখিত হইয়াছে যে, "মাইকেল যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তন করেন, কালীপ্রসন্ন সিংহই তাহা প্রথমে 'হুতোম প্যাঁচায়' ব্যবহার করিয়াছিলেন।"

মধুসূদন দত্তের সংবর্দ্ধনা॥ কিন্তু কালীপ্রসন্ন অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তক নহেন বলিয়া তাঁহার গৌরবের কিছুমাত্র হ্রাস হইবে না। কারণ তিনিই বঙ্গবাসীকে মধুসূদনের প্রতিভা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছিলেন, এবং মেঘনাদবধের রচয়িতাকে 'মহাকবি' বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। মেঘনাদবধের সমালোচনায় কালীপ্রসন্ন লিখিয়াছিলেনঃ—

"বাঙ্গালা সাহিত্যে এবম্প্রকার কাব্য উদিত হইবে বোধ হয়, সরস্বতীও স্বপ্নে জানিতেন না।

'শুনিয়াছে বীণা-ধ্বনি দাসী,
পিকবর-রব নব পল্লব মাঝারে
সরস মধুর মাসে; কিন্তু নাহি শুনি
হেন মধুমাখা কথা কভু এ জগতে!'

হায়! এখনও অনেকে মাইকেল মধুসূদন দত্তজ মহাশয়কে চিনিতে পারেন নাই। সংসারের নিয়মই এই প্রিয় বস্তুর নিয়ত সহবাস নিবন্ধন তাহার প্রতি তত আদর থাকে না, পরে বিচ্ছেদই তদ্‌গুণরাজির পরিচয় প্রদান করে: তখন আমরা মনে মনে কত অসীম যন্ত্রণাই ভোগ করি। অনুতাপ আমাদিগের শরীর জর্জ্জরিত করে, তখন তাহারে স্মরণীয় করিতে যত চেষ্টা করি, জীবিতাবস্থায় তাহা মনেও আইসে না।

মাইকেল মধুসূদন দত্তজ জীবিত থাকিয়া যত দিন যত কাব্য রচনা করিবেন তাহাই বাঙ্গালা ভাষার সৌভাগ্য বলিতে হইবে। লোকে অপার ক্লেশ স্বীকার করিয়া জলধিজল হইতে রত্ন উদ্ধার পূর্ব্বক বহুমানে অলঙ্কারে সন্নিবেশিত করে। আমরা বিনা ক্লেশ গৃহমধ্যে প্রার্থনাধিক রত্ন লাভে কৃতার্থ হইয়াছি, এক্ষণে আমরা মনে করিলে তাহারে শিরোভূষণে ভূষিত করিতে পারি এবং অনাদর প্রকাশ করিতে ও সমর্থ হই; কিন্তু তাহাতে মণির কিছুমাত্র ক্ষতি হইবে না। আমরাই আমাদিগের অজ্ঞতার নিমিত্ত সাধারণে লজ্জিত হইব।"

আর একটি প্রবন্ধে কালীপ্রসন্ন মাইকেলকে হোমর, ভর্জ্জিল ও মিল্টন অপেক্ষা উচ্চ আসন প্রদান করিয়াছিলেন। প্রতীচ্য সাহিত্য-রসে বিভোর লাল-

বিহারী দে ভংসম্পাদিত 'Indian Reformer' পত্রে শিষ্টাচার অতিক্রম করিয়া উহার তীব্র প্রতিবাদ করেন:—

"The Editors of the Vividartha Sangraha, in their blind admiration of Mr. Dutt, prefer his poetry to that of Homer, Virgil and Milton. We can only account for this singular perversity of taste by supposing that the gentlemen, who have sat themselves up as Judges on the Bengali republic of letters have never read intelligently a line of the Greek or Latin or English Bard."

কালীপ্রসন্নের 'Hindoo Patriot' ইহার উত্তরে বলিয়াছিলেন:—

"The fact is the Poetry of each nation has distinctive natural features and the writer who can retain those distinctive features in his poetry, is sure to be the darling of his nation and may exultingly say "*non omnis moriar.*" We freely confess that it is not our object to fight for Mr. Dutt, and as for the Editors of the Vividartha they know how to return scorn for scorn and blow for blow. But we cannot refrain from saying that we fancy the *Reformer* has not read Mr. Dutt's poetry with the attention it has a right to expect from educated Bengalees, and that if he has, he has forgotten those days when he sat on his mother's lap, and heard those beautiful legends that shed a halo of glory around our country and people, and are our only inalienable wealth! If the *Reformer* has no sympathy with anything that is Hindoo, all that we can do is to bow him out of the room politely.

* * * * * * *

Being neither Greeks nor Romans, nor believers in the Mosaic account of creation, the Editors of the *Vividartha* need not blush if a Hindoo legend stirs up their feelings more than the poetry of Homer, Virgil and Milton. We should certainly call them silly, if they did violence to their feelings, in order to show the world how very thoroughly they had been "regenerated!"

বিবিধার্থসংগ্রহে কি উত্তর প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহা আমরা দেখিবার সুযোগ প্রাপ্ত হই নাই।

যদিও নূতনত্বের চিরবিরোধী বাঙালী জনসাধারণ অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তক মধুসূদনের প্রতিভা স্বীকার করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, কেহ কেহ তাঁহার রচনাপদ্ধতি তীব্রভাবে সমালোচনা করিতেছিলেন, কিন্তু গুণ-

গ্রাহী কালীপ্রসন্ন এই প্রতিভাবান কবির অপূর্ব্ব শক্তির সমুচিত সমাদর না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। তিনি বিদ্যোৎসাহিনী সভা হইতে বঙ্গের শিক্ষিত সমাজের প্রতিনিধি রূপে মধুসূদনকে একখানি অভিনন্দনপত্র ও রৌপ্য নির্ম্মিত মূল্যবান পানপাত্র উপহার প্রদান করিয়া তাঁহাকে প্রকাশ্যভাবে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। মধুসূদনের জীবন-চরিত-রচয়িতা লিখিয়াছেন, "কালীপ্রসন্ন বাবুর অভ্যর্থনা মধুসূদনের প্রতিভার প্রতি গৌরবজনক পুরস্কার।"

রাজসম্মান ॥ কালীপ্রসন্ন যদিও নির্ভীকচিত্তে স্বীয় বিবেকানুযায়ী কার্য্য নিষ্কামভাবে সম্পাদিত করিতেন, কি দেশবাসী, কি রাজকর্ম্মচারী, কাহারও নিন্দা বা ভ্রূকুটী গ্রাহ্য করিতেন না, তিনি সকলেরই সম্মান ও শ্রদ্ধা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্রের সরলতা, অমায়িকতা, নির্ভীকতা ও স্পষ্টবাদিতা গুণে তিনি সর্ব্বত্র সমাদৃত হইতেন। মিষ্টার লঙের অর্থদণ্ড প্রদান ও স্যর মর্ডণ্ট ওয়েলস্‌কে তিরস্কার করা সত্ত্বেও কালীপ্রসন্ন সমাজে এত উচ্চস্থান অধিকৃত করিয়াছিলেন যে, স্যর জন পিটার গ্রাণ্টের সময়ে এতদ্দেশে দ্বিতীয়বার অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের পদের সৃষ্টি হইলে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে কালীপ্রসন্ন কলিকাতার অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও জষ্টিস্ অব দি পীস নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি কলিকাতার উপকণ্ঠস্থ মিউনিসিপ্যালিটীরও কমিশনর নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ মহাভারত

অমর কবি দীনবন্ধু 'সুরধুনী কাব্যে' লিখিয়াছেনঃ—

"দানশীল কালী সিংহ বিজ্ঞ মহোদয়
সত্য 'সারস্বতাশ্রম' যাঁহার আলয়
পণ্ডিতে পালন করে, আপনি পণ্ডিত
'ভারতের' অনুবাদ পণ্ডিত সহিত.
বিপুল বিভব, যেন অবনী ধনেশ.
দেশের কল্যাণে প্রায় করিয়াছে শেষ.
রহস্য-কৌতুক হাসি রসিকতা-ভরা.
'হুতোম পেঁচার' ধাড়ী পড়েছেন ধরা।"

মহাভারত॥ এই প্রবন্ধে বিদ্যোৎসাহী কালীপ্রসন্নের দানশীলতা প্রভৃতির যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। 'হুতোম প্যাঁচা'রও সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমরা প্রদান করিয়াছি। এক্ষণে আমরা কালীপ্রসন্নের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তিস্তম্ভ মহা ভারতের বিষয়ে দুই একটি কথা বলিব।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বিরচিত সংস্কৃত মহাভারতের বংগভাষায় অনুবাদ-প্রচারের বিরাট কল্পনা কিরূপে কালীপ্রসন্নের মনে উদিত হইয়াছিল. এবং কিরূপে এই মহৎ কার্য্যের আরম্ভ হয়, তাহা নিশ্চয় জানা যায় না।

শুনা যায়. কালীপ্রসন্ন স্বয়ং মহাভারতের কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া হরচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নিকট সমগ্র মহাভারতের বঙ্গানুবাদ প্রকাশের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। হরচন্দ্র তাঁহাকে উৎসাহিত করেন. কিন্তু একাকী এরূপ বৃহৎ কার্য্য সম্পাদন করা সম্ভবপর নহে বলিয়া পণ্ডিতগণের সাহায্য গ্রহণ করিতে উপদেশ প্রদান করেন। পূজনীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় মহাভারতের অনুবাদ ক্রমশঃ প্রকাশিত করিতেছিলেন। এক্ষণে কালীপ্রসন্ন তাঁহাকেই উপযুক্ত পাত্র বোধে তাঁহাকে এই মহাগ্রন্থ প্রকাশের জন্য অনুরোধ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সময়াভাববশতঃ স্বয়ং এই অনুবাদ কার্য্য গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন. কিন্তু পরমস্নেহভাজন কালীপ্রসন্নের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া উপযুক্ত পণ্ডিতমণ্ডলী দ্বারা মহাভারত অনুবাদের ব্যবস্থা করিয়া দেন, এবং স্বয়ং ঐ কার্য্যের তত্ত্বাবধান করেন।

মহাভারতের অনুবাদ যখন আরম্ভ হয়, তখন কালীপ্রসন্নের বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বর্ষ মাত্র। মহাভারতের উপসংহারে কালীপ্রসন্ন লিখিয়াছেন—

"১৭৮০ শকে সংকীর্ত্তি ও জন্মভূমির হিতানুষ্ঠান লক্ষ্য করিয়া ৭ জন কৃতবিদ্য সদস্যের সহিত আমি মূল সংস্কৃত মহাভারত বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হই। তদবধি এই আটবর্ষকাল প্রতিনিয়ত পরিশ্রম ও অসাধারণ অধ্যবসায় স্বীকার করিয়া বিশ্বপাতা জগদীশ্বরের অপার কৃপায় চিরসঙ্কল্পিত কঠোর ব্রতের উদ্‌যাপন স্বরূপ মহাভারতীয় অষ্টাদশপর্ব্বের মূলানুবাদ সম্পূর্ণ করিলাম। অনুবাদ গ্রন্থ কতদূর সাধারণের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে, তাহা গুণাকর পাঠকবৃন্দ ও সহৃদয় সমাজ বিবেচনা করিবেন; তবে সাহস করিয়া এই মাত্র বলিতে পারি যে, অনুবাদ সময়ে মূল মহাভারতের কোন স্থলই পরিত্যাগ করি নাই ও উহাতে আপাতরঞ্জন অমূলক কোন অংশই সন্নিবেশিত হয় নাই; অথচ বাঙ্গালা ভাষায় প্রসাদগুণ ও লালিত্য পরিরক্ষণার্থ সাধ্যানুসারে যত্ন পাইয়াছি এবং ভাষান্তরিত পুস্তকে সচরাচর যে সকল দোষ লক্ষিত হইয়া থাকে, সে গুলির নিবারণার্থ বিলক্ষণ সচেষ্ট ছিলাম।"

উৎসর্গ পত্র॥ বরাহনগরস্থ যে বাটীতে এই অনুবাদ কার্য্য সম্পন্ন হয়, কালীপ্রসন্ন তাহার নাম দিয়াছিলেন "সারস্বতাশ্রম" ও "পুরাণসংগ্রহ কার্য্যালয়"।* গ্রন্থখানি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পুণ্যনামে উৎসৃষ্ট হয়। যে পত্রে মহারাণীকে এই মহাগ্রন্থ উৎসর্গ করা হয়, সেই পত্রখানি পাঠ করিলে কালীপ্রসন্নের দেশহিতসাধনেচ্ছা কিরূপ প্রবল ছিল এবং হৃদয় কত উচ্চ ছিল তাহা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়:—

"পরম ভক্তিভাজন

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভিক্টোরিয়া

অতুল শ্রদ্ধাস্পদেষু:—

মহারাজ্ঞি!

পৃথিবীমধ্যে যখন যে দেশের সৌভাগ্যদিবাকর সমুদিত হইতে আরম্ভ হয়, সে সময় তত্রত্য রাজলক্ষ্মী অবশ্যই কোন না কোন সর্ব্বগুণাধার মহাত্মাকে সমাদর পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিয়া থাকেন। নৈসর্গিক নিয়ম এই যে, রাজ্যের উন্নতির সময় বিশুদ্ধ গুণশালী প্রজাবৎসল নরপতিগণই রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। জগদীশ্বরপ্রসাদে চিরদুঃখিনী ভারতভূমির ভাগ্যে এক্ষণে সেই শুভদিন উপস্থিত। হিন্দু শাসনাবসানে যবন সাম্রাজ্যের অন্তিমকালে নিত্য ন্যায়পরায়ণ ব্রিটিশজাতি রাহুগ্রস্ত শশধরসদৃশ মোগলরাজগণের করাল-

* মহাভারতের প্রথম খণ্ড "পুরাণসংগ্রহ" নামে প্রকাশিত হয়। ইহাতে বোধ হয় যে, কালীপ্রসন্ন ক্রমে ক্রমে আমাদের অন্যান্য পুরাণ গ্রন্থাদির অনুবাদও প্রকাশিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

কবলস্থিত ভারতবর্ষকে উদ্ধার করিয়াছেন, এক্ষণে দিনে দিনে তাঁহার মলিন মুখশ্রী পুনর্ব্বার তপনোপম উজ্জ্বল কান্তি ধারণ করিতেছে এবং ভারতবর্ষ-বাসিগণ আপনার অকৃত্রিম স্নেহ ও অনুগ্রচ্ছায়া লাভ করিয়া আপনাদিগকে আশাতিরিক্ত কৃতার্থম্মন্য ও চরিতার্থজ্ঞান করিতেছেন।

দেবি! আমি এই শুভক্ষণ সন্দর্শনে স্বদেশের হিতসাধন করিতে উৎসাহিত হইয়া আগ্রহাতিশয়সহকারে মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত সংস্কৃত মহাভারত বাঙ্গালাভাষায় অবিকল অনুবাদে প্রবৃত্ত হই। এক্ষণে আটবৎসর প্রতিনিয়ত পরিশ্রমের পর বিশ্বপাতা জগদীশ্বরের অপার কৃপায় অদ্য আমার সেই চিরসংকল্পিত কঠোর ব্রত উদ্‌যাপিত হইল। এই আটবৎসরের বহুপরিশ্রম ও যত্নসঞ্জাত সাহিত্যকুসুম অন্য কোন নিভৃত নির্ব্বাতস্থলে বিন্যস্ত করা কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নহে। বিশেষতঃ মহাভারত যেরূপ অনুপম গ্রন্থ, উহাতে ভারতেশ্বরী মহারাজ্ঞীর নাম অঙ্কিত না হইলে শোভা পায় না। যেমন দেবতারা বহুপরিশ্রমে পয়োনিধি মন্থন করিয়া তদুত্থিত পারিজাত কুসুম সুররাজ পুরন্দরকে অর্পণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমি এই বহুযত্নলব্ধ বিকসিত ভারতপঙ্কজ আপনাকে উপহার প্রদান করিলাম।

ভারতেশ্বরি! অবশেষে জগদীশ্বর সমীপে আমার এই প্রার্থনা যে, ভারতবর্ষের রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজ্যশাসন সময়ে যেরূপ কালিদাসাদি ভুবন-বিখ্যাত মহাকবিগণ জন্মগ্রহণপূর্ব্বক সংস্কৃত সাহিত্যের উন্নতি-সাধন করিয়া গিয়াছেন এবং মহারাণী এলিজেবেথের ইংলণ্ডশাসন সময়ে যেরূপ সেক্সপিয়ার প্রভৃতি কতিপয় সুপ্রসিদ্ধ কবি জন্মগ্রহণ করিয়া কবিত্বশক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার শাসনকাল চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন, তদ্রূপ আপনার শাসনকালেও হিন্দুস্থান শত শত সংস্কৃত সাহিত্যদীপের উজ্জ্বলতা সাধন করিয়া লোকের মোহান্ধকার নিরাকৃত ও এই বিশ্বরূপ বাসগৃহ আলোকিত করুন। ইতি—

মহারাজ্ঞি!

আপনার চিরানুগত প্রজা ও

বিনয়াবনত দাস

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।"

সারস্বতাশ্রম,

শকাব্দা ১৭৮৮।

বিতরণ॥ কালীপ্রসন্ন বিনামূল্যে মহাভারত বিতরিত করিয়াছিলেন। ব্যয়সাধ্য বিরাট পুস্তক এরূপে দানের দৃষ্টান্ত বোধ হয় বঙ্গদেশে পূর্ব্বে আর কখনও দেখা যায় নাই।

আদি পর্ব্ব সমাপ্ত হইলে ১৭৮০ শকাব্দে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় এই মহাগ্রন্থ বিতরণের যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছিল এবং যাহার প্রতিলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল, সেইরূপ বিজ্ঞাপন কি এ পর্য্যন্ত কোনও পাঠকের নয়ন-গোচর হইয়াছে?

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কর্ত্তৃক গদ্যে অনুবাদিত বাঙ্গালা মহাভারত।

মহাভারতের আদি পর্ব্ব তত্ত্ববোধিনী সভার যন্ত্রে মুদ্রিত হইতেছে, অতি ত্বরায় মুদ্রিত হইয়া সাধারণে বিনামূল্যে বিতরিত হইবে। পুস্তক প্রস্তুত হইলেই পত্রলেখক মহাশয়দিগের নিকট প্রেরিত হইবে। ভিন্ন প্রদেশীয় মহাত্মারা পুস্তক প্রেরণ জন্য ডাক ষ্ট্যাম্প প্রেরণ করিবেন না। কারণ, পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে ভিন্ন প্রদেশে পুস্তক প্রেরণের মাসুল গ্রহণ করা যাইবে না। প্রত্যেক জেলায় পুস্তক বণ্টন জন্য এক একজন এজেণ্ট নিযুক্ত করা যাইবে, তাহা হইলে সর্ব্বপ্রদেশীয় মহাত্মারা বিনাব্যয়ে আনুপূর্ব্বিক সমুদায় খণ্ড সংগ্রহ করণে সক্ষম হইবেন।

শ্রীরাধানাথ বিদ্যারত্ন।
বিদ্যোৎসাহিনী সভার সম্পাদক।

যে মহাপণ্ডিতগণের সাহায্যে কালীপ্রসন্ন মহাভারত অনুবাদ করিয়াছিলেন, যে সকল মহাপ্রাণ ব্যক্তিগণের নিকট হইতে তিনি উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, মহাভারতের উপসংহারে তাঁহাদিগের নাম কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখ করা হইয়াছে। এস্থলে তাঁহাদিগের বিষয় পুনরুল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। অনেকে মনে করেন যে, কালীপ্রসন্ন স্বয়ং মহাভারতের কোনও অংশ অনুবাদ করেন নাই। এ ধারণা সত্য নহে। কৃষ্ণদাস পাল একস্থানে লিখিয়াছেনঃ—

"We have been assured by friends who were in his confidence, that some of the finest specimens of Bengali in the translation of the *Mahavaratha* were from his pen."

মহাভারতের প্রথমাংশ প্রকাশিত হইলে সুপণ্ডিত রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত বিবিধার্থ-সংগ্রহে যে সুন্দর সমালোচনা প্রকাশিত হয় তাহা এস্থলে উদ্ধারযোগ্যঃ—

'পূর্ব্বে আমরা দুই তিনবার শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যানুরাগিত্ব বিষয়ে প্রশংসা করিয়াছি। তদবধি উক্ত বাবু এক মহদ্ব্যাপারে নিযুক্ত হইয়া তাহার প্রথম-ফল-স্বরূপ "পুরাণ-সংগ্রহ" নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ড জনসমাজে সমর্পিত করিয়াছেন। ঐ খণ্ডে "মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মহাভারতের আদি পর্ব্বান্তগত অনুক্রমণিকা, পর্ব্বসংগ্রহ, পৌষ্য, পৌলোম ও আস্তীক পর্ব্বাবধি আদি বংশাবতরণিকা সহিত সম্ভবপর্ব্বীয় ভারতসূত্র শকুন্তলোপাখ্যান" বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইয়া বৈষয়িজনগণের ভারতার্থ বুঝিবার শ্রেষ্ঠ উপায় হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে কাশীরাম দাস-কৃত অনুবাদ ভারতামৃত পানের একমাত্র উপায় ছিল, এবং তাহা সুকোমল পয়ারে বিরচিত হওয়াতে এতদ্দেশীয় অপর সাধারণ সকলেরই সমাদরণীয় ছিল,

ফলতঃ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে তুলসীদাসকৃত রামায়ণ যেরূপ সুপ্রসিদ্ধ, বঙ্গদেশে কাশীরাম দাসের ভারতও তদনুরূপ, পরন্তু উভয় গ্রন্থকর্ত্তারা স্ব স্ব আদর্শ বাল্মীকি ও ব্যাসের উক্তি পরিহরণ করিয়া নানাবিধ স্ব স্ব কপোলকল্পিত আখ্যায়িকাম্বারা আপন আপন গ্রন্থ কলুষিত করিয়াছেন। বাল্মীকি রামায়ণ ও ব্যাসের ভারতের প্রকৃত অর্থ জানিতে যাঁহাদিগের বাসনা, তাঁহাদিগের পক্ষে উক্ত গ্রন্থ কদাপি সমাদরণীয় হইতে পারে না। তন্মধ্যে যাঁহারা ভারতের তাপৎর্য্য জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের নিমিত্ত কালীপ্রসন্ন বাবুর গ্রন্থ উপযুক্ত হইয়াছে, যেহেতু তিনি অতীব সাবধানে সংস্কৃত মূলের অবিকল অর্থ বাঙ্গালী অনুবাদেতে রক্ষা করিযাছেন, এবং ঐ অনুবাদও এতাদৃশ সুকোমল ও সুমধুর হইয়াছে যে, তাহার পাঠ মাত্রেই পরিতৃপ্ত হইতে হয়। ইহা অবশ্যই স্বীকর্ত্তব্য যে, ব্যাসোক্ত সংস্কৃত পদ্যের লালিত্য কদাপি বাঙ্গালী গদ্যে প্রত্যাশা করা যায় না: পরন্তু যাঁহারা সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ অথচ ভারতের প্রকৃতার্থ জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা উপস্থিত গ্রন্থ হইতে সদুপায় অনায়াসে প্রাপ্ত হইতে পারেন। কালীপ্রসন্ন বাবুর বয়ঃক্রম নিতান্ত তরুণ এই অবস্থায় দেশীয় অপর ধনাঢ্যের ন্যায় ইন্দ্রিয় সেবায় বিব্রত না হইয়া তিনি যে মহৎ ও দুরূহ ব্যাপারে অভিনিবিষ্ট হইয়াছেন, ইহাতেই তিনি অবশ্য প্রশংসনীয়; অধিকন্তু তাহাতে যেরূপ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি সমস্ত বিদ্যানুরাগিদিগের ধন্যবাদার্হ হইবেন। এস্থলে ইহাও উল্লেখ্য যে, তিনি প্রস্তাবিত মহদ্ব্যাপারের যোগ্য হইলেও এবং তারুণ্যের ঔদ্ধত্য সত্ত্বেও বিহিত বিবেচনা ও গাম্ভীর্য্য প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাকে যে সকল পণ্ডিত মহাশয়েরা সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট বিহিত কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন; তদ্যথা;—

"মহাভারত যেরূপ দুরূহ গ্রন্থ, মাদৃশ অল্পবুদ্ধিজন-কর্তৃক ইহা সম্যক-রূপে অনুবাদিত হওয়া নিতান্ত দুষ্কর। এই নিমিত্ত ইহার অনুবাদ সময়ে অনেক কৃতবিদ্য মহোদয়গণের ভূয়িষ্ঠ সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে, এমন কি তাঁহাদের পরামর্শ ও সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া আমি এই গুরুতর ব্যাপারের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তন্নিমিত্ত ঐ সকল মহানুভবদিগের নিকট চিরজীবন কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিলাম।"

অপর তিনি ভূমিকাতে আপন অনুবাদ-বিষয়ে আস্ফালনের পরিবর্ত্তে যে দৈন্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা মহতের চিহ্ন বলিয়া মানিতে হইবে। সিংহ বাবু লেখেন;

"আমি যে দুঃসাধ্য ও চিরজীবনসেব্য কঠিন ব্রতে কৃত সংকল্প হইয়াছি, তাহা যে নির্ব্বিঘ্নে শেষ করিতে পারিব, আমার এপ্রকার ভরসা নাই। মহা-ভারত অনুবাদ করিয়া যে লোকের নিকট যশস্বী হইব, এমত প্রত্যাশা করিয়াও এ বিষয়ে হস্তার্পণ করি নাই। যদি জগদীশ্বর-প্রসাদে পৃথিবী মধ্যে কুত্রাপি

বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত থাকে, আর কোন কালে এই অনুবাদিত পুস্তক কোন ব্যক্তির হস্তে পতিত হওয়ায় সে ইহার মর্ম্মানুধাবন করত হিন্দুকুলের কীর্ত্তি-স্তম্ভস্বরূপ ভারতের মহিমা অবগত হইতে সক্ষম হয়, তাহা হইলেই আমার সমস্ত পরিশ্রম সফল হইবে।"

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, কালীপ্রসন্নবাবুর বয়ঃক্রম অল্প অতএব আমাদিগের সম্যক্ প্রত্যাশা আছে, এবং ঈশ্বর স্থানে প্রার্থনা করিতেছি, যে তিনি দীর্ঘায়ুঃ হইয়া আপন সংকল্পিত পূর্ণ করিতে সক্ষম হইবেন। ইহার নিমিত্ত বিশেষ আগ্রহ ও অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের প্রয়োজন, পরন্তু তাহাতে নবীন গ্রন্থকার কাতর হইবেন না।'

বঙ্গসাহিত্যে মহাভারতের স্থান ॥ কৃষ্ণদাস পালের মন্তব্য ॥ বঙ্গসাহিত্যে কালীপ্রসন্নের মহাভারতের স্থান কোথায়, তাহা নির্দ্দেশ করিবার ধৃষ্টতা আমাদিগের নাই। মহাভারত প্রকাশিত হইলে উহা কিরূপে সাধারণ্যে গৃহীত হইয়াছিল, তাহা 'হিন্দু পেট্রিয়টে' প্রকাশিত 'কৃষ্ণদাস পালের সমালোচনা হইতে প্রতীয়মান হইবেঃ—

"In the chequered career of Babu Kaliprossunno Sing the most cheering point has been the munificent patronage which he has extended to vernacular literature from we may say his early boyhood. Heir to an immense fortune he has dedicated it for the most part to the cause of letters. Young aspirants to literary fame have found in him a warm friend and supporter. To his patronage may be traced not a few original works and periodicals which now grace the vernacular library. But the Baboo himself has not a little enriched vernacular literature with his own labors. His *Hootumpacha* marks an era on the history of fiction-writing in Bengallee. He has introduced a familiar and graphic style in drawing sketches from real life hitherto unknown among Bengallee writers. But the great work which above all signalizes his literary labours, and will connect his name imperishably with the progress of vernacular literature is his translation into Bengallee of the 18 volumes of Mahavaratha. It is a work of which any man might justly be proud. We need hardly remind the native readers of this journal that the Mahavaratha and the Ramayana are the grandest epics in Sanscrit. The profoundest Oriental scholars have professed the highest admiration for them as monuments of poetic genius. Whether in sublimity of richness of thought, beauty of imagery, or grandeur of style, they are not surpassed by any other classic works of Europe or

Asia. But the Mahavaratha is not simply a storehouse of poetic beauties and excellencies. In the absence of history it portrays intelligibly enough the manners and customs, and the social and political and religious systems of the Hindoos in the ancient times. From it we gather our ideas of the past, and form our conception of the greatness of our ancestors. The kings and heroes of whom the poet sings were not altogether myths. Their lives teach lessons of humanity, generosity, courage and devotion, which we will do well to treasure up in our minds and follow in the every day actions of our lives. The high moral instruction which the Mahavaratha inculcates is indeed held in such great reverence by our countrymen that they consider it an act of piety to hear it chanted. To this day the recitations of the Mahavaratha are observed as a religious performance. Among the masses it has been popularized by the simple and sweet verses of Kasiram, written as it is believed about 200 years ago. There is not a ryot in the country who has learnt to read but who does not seek religious solace in the pages of the Mahavaratha. There is generally a reader in the villages in the Muffossil, who after the day's work is done, reads in the evening to crowded audiences the sacred verses of Kasiram or Keertibas.

A work so popular, so reversed, and so valuable as a literary treasure, ought not to have been suffered to remain as a sealed book to the student of vernacular literature except in the vulgar grab which the unhewn genius of Kasiram had woven. The attention of the first Bengalee writer of the day was early drawn to this desideratum. About ten years ago Pundit Eswar Chunder Vidyasagar began to translate the Mahavaratha into Bengallee, and the first few instalments were published in the *Tuttobodhinee Puttrica,* of which he was then one of the directors. But owing to diverse engagements he could not proceed with the translation with the desired despatch, and he readily consented to withdraw when Babu Kaliprossunno Sing expressed a desire to undertake this gigantic work. Buoyed up with a zeal, which never for a moment flagged, and with vast resources at his command, the Baboo has completed within 8 years what might fairly occupy the whole life-time of a man. One of the greatest difficulties which stood in his way was that of obtaining accurate texts. He however procured texts from the most reliable sources, viz from the Asiatic Society,

from Rajah Radhakant Bahadoor, and from the libraries of the late Baboo Ashutosh Dey, as well as of Baboo Joteendra Mohun Tagore. He had also an old text in his own house, which his great grand-father Dewan Santiram Sing had brought from Benares. He received material assistance from Pundit Taranath Vidyaratna in reconciling the different texts and solving the doubtful passages. He employed a large staff of Pandits to assist him in the translation. Of these ten died before the work was brought to completion, and four are now living to share with him in the glory of executing this great national undertaking. The Baboo offers his acknowledgments to the undermentioned gentlemen for valuable suggestions and other assistance while the work was in progress, *viz.*, Pundit Eswar Chunder Vidyasagar, Pundit Gungadhar Turkobagish, Rajah Komul Krishna, Baboos Jotindra Mohun Tagore, Rajendralal Mitter, Rajkrishna Banerjea, Pundit Dwarkanath Vidyabhusun, Editor of the *Shomeprokash*, Pundit Khetter Mohun Bhattacharjea, Editor of the *Bhaskur*, Baboo Nobin Krishna Banerjea, late Editor of the *Tuttobodhinee Puttrica* and Baboo Denobundhoo Mitter, author of the *Nil Durpan* drama &c. We believe 3,000 copies of each volume of the work were printed and they were all distributed *gratis*. Application for copies of the work came to him from distant parts of the country, while learned Pundits in person waited on the Baboo for the same. There was not a seat of learning in Bengal which did not welcome with delight each successive number as it issued from the press. Rajah Radhakant, that veteran scholar, and venerable patriarch of Indian Society on the issue of each volume, caused it to be read to him every evening as combining divine service with literary recreation. The literary merits of the translation are very high. The texts have been faithfully followed and gracefully rendered. The diction is in keeping with the stateliness of the subjects, and although different hands worked there is no discordance. All the volumes attest the touches of the practised hand of the Editor-in-chief, we mean the Baboo himself. The work has been very appropriately dedicated to her gracious Majesty the Queen.

When the history of the rise and progress of Bengallee literature will come to be written Baboo Kaliprossunno Sing will undoubtedly occupy a high place in the gallery of the literary characters of the present period. In the magnitude of the work

which he has achieved he is only equalled by Rajah Radhakant Bahadoor, whose Sanscrit encyclopædia is a mounment of his scholarship and literary labours. But one is in the yellow sear of life, while the other is in the full bloom of youth. But both have established an equally undying claim to the gratitude of the country. On the completion of the gigantic work of the Rajah, an expression of national feeling was conveyed to him, and is it not meet that a similar honor should greet Baboo Kali Prossunno Sing for the successful accomplishment of the noblest design of his literary ambition ?"*

* কৃষ্ণদাস পালের ইঙ্গিত অনুসারে কালীপ্রসন্ন সিংহকে কোনও প্রকাশ্য সভায় অভিনন্দনপত্র প্রদান করা হইয়াছিল কি না, জানি না, কিন্তু 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত পত্র হইতে বঙ্গীয় জনসাধারণের মনে তৎকালে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহার সুস্পষ্ট ছায়া পতিত হইয়াছে ঃ—

"জোড়াসাঁকো নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় ভারত পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় প্রচারিত করিয়া এ দেশের যে কত দূর উপকার সাধন করিয়াছেন, এবং আপনার যে কিরূপ অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাহা বলিবার নহে। ইহার জন্য তাঁহার অপরিমেয় অর্থব্যয় ও অসম্ভব শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম স্বীকার হইয়াছে বটে, কিন্তু সে সকলই সফল হইয়াছে। অদ্য ইহার একটী প্রমাণ সাধারণের গোচর করিতেছি। আমি এক জন সামান্য বিষয়ী লোক। বিষয় কার্য্য করিয়া যে আবার অবসরক্রমে জ্ঞানালোচনা ও শাস্ত্রচর্চা করিলে অলৌকিক আনন্দ লাভ হয়, ইহা আমার হৃদ্বোধ ছিল না। কিন্তু কালীপ্রসন্ন বাবুর মহাভারত দর্শন করিয়া কেমন হঠাৎ আমার মন আকৃষ্ট হইল; আমি তাহা যতই পাঠ করিতে লাগিলাম, ততই আমার ঔৎসুক্য বাড়িতে লাগিল। ইহার উৎকৃষ্ট ভাষা, ইহার সারগর্ভ উপদেশ ও ইহার মনোহর বিবিধ বিষয়ক বিবরণ পাঠ করিতে করিতে আমার মনে নূতন নূতন আনন্দের সঞ্চার হইতে লাগিল। সমস্ত দিন বিষয় কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলেও যখন একটু অবকাশ পাইতাম, তখনই পুরাণ সংগ্রহ পাঠে আমার চিত্ত ধাবিত হইত। এইরূপ অবকাশকাল সংগ্রহ করিয়া আমি মহাভারত আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। এক্ষণে ইহা হইতে আমি যে অনেক উপকার ও আনন্দ লাভ করিয়াছি, তাহার জন্য আমার মন কৃতজ্ঞতা রসে পূর্ণ হইতেছে। প্রত্যুপকার নিদর্শন স্বরূপ কালীপ্রসন্ন বাবুকে কিছু দিবার জন্য আমার মন নিতান্ত অস্থির হইয়াছে, কিন্তু তাঁহাকে দিই এমত কিছুই আমার সম্ভবে না। যাহা হউক উপকৃত ব্যক্তির হৃদয়স্ফূর্ত্ত কৃতজ্ঞতা মহৎ লোকদিগের অনাদরণীয় হয় না, অতএব আমি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তাহাই তাঁহাকে উপহার দিতেছি। এই প্রসঙ্গে বিষয়ী লোকমাত্রেরই প্রতি আমার অনুরোধ এই যে, তাঁহারা প্রতিদিন বিষয় কার্য্য হইতে একটু একটু সময় বাঁচাইয়া এই পরমোপাদেয় গ্রন্থখানি পাঠ করিবেন। যখন আমার ন্যায় ব্যক্তি পাঠের জন্য অবকাশ করিয়া তাহাতে অনুরাগী হইয়াছে, এবং তাহা হইতে রাশি রাশি জ্ঞানরত্ন উদ্ধার

রামগতি ন্যায়রত্ন ও রমেশচন্দ্র দত্তের মন্তব্য॥ পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন বলিয়াছেন, "বর্ত্তমানকালে প্রাঞ্জল ও সরল অনুবাদে কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতই আদর্শরূপে পরিগৃহীত ও সমাদৃত হইয়া থাকে।" প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁহার "Literature of Bengal" নামক সুলিখিত গ্রন্থে লিখিয়াছেন ঃ—

"The patriotic zemindar Kali Prasanna Sinha also wrote a satirical sketch on modern society called *Hutum Pechar Naksha* but he has done more lasting service to the cause of Bengali literature and modern progress by his meritorious translation of the Sanscrit *Mahabharata* into Bengali prose. The work had been translated into Bengali by the Pandits of the Maharaja of Burdwan some years before, but Kali Prasanna Singha's translation is simpler and more literal, and is more acceptable to the public. He employed a number of Pandits to make this translation and widely distributed the work, free of cost among those who took an interest in the ancient epic.

* * *

Kali Prasanna Sinha's *Mahabharata* and Hem Chandra Vidyaratna's *Ramayana* are the best prose translations of these epics in the Bengali language."

আমাদিগের বিশ্বাস যে, এইরূপ সুললিত ও প্রসাদগুণবিশিষ্ট অনুবাদ-গ্রন্থ বঙ্গভাষায় আর নাই এবং যতদিন বঙ্গভাষার অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিন এই গ্রন্থের সমাদর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে, এবং যতদিন হিন্দুধর্ম্মের অস্তিত্ব থাকিবে, ইহা লক্ষ লক্ষ নরনারীর নিরাশ হৃদয়ে আশা, শোকসন্তপ্ত চিত্তে শান্তি ও সংশয়াকুল মনে ভগবৎপ্রেমের অমৃতধারা বর্ষণ করিবে।

করিতে সক্ষম হইয়াছে, তখন আমা অপেক্ষা গুণবান ব্যক্তিগণ যে ইহা হইতে অধিকতর ফল লাভ করিতে পারিবেন, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

শ্রীঅভয়চরণ মিত্র
বাহির সিমলা।

১৭ই বৈশাখ, ১২৭৪ সাল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ : শেষ জীবন। বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে কালীপ্রসন্নের স্থান

শেষ জীবন ও পরলোকগমন॥ ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে কালীপ্রসন্নের মহাভারতানুবাদ সম্পূর্ণ হয়। ইহার পর কালীপ্রসন্ন চারি বৎসর কাল মাত্র জীবিত ছিলেন। অপরিমিত দান ও সদনুষ্ঠানের ব্যয়ে তিনি ঋণগ্রস্ত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, একমাত্র মহাভারত-প্রকাশে ও বিতরণে, তাঁহার ন্যূনাধিক আড়াই লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল। তাঁহার উড়িষ্যার বিস্তৃত জমিদারী ও কলিকাতার বেঙ্গল ক্লাব প্রভৃতি মূল্যবান সম্পত্তি হস্তান্তরিত হইয়াছিল। তিনি কয়েকজন আত্মীয় ও বন্ধু কর্ত্তৃক যথেষ্ট প্রতারিত হইয়া অবশেষে অধিকাংশ সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হন। তিনি তাঁহার শেষ জীবন পূর্ণ শান্তিতে যাপন করিতে পারেন নাই।

'বঙ্গেশ-বিজয়'॥ এই সময়ে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদির অধ্যয়নই তাঁহার একমাত্র শান্তি ও আনন্দের কারণ হইয়াছিল। তিনি শেষাবস্থায় 'বঙ্গাধিপ-পরাজয়ের' বিষয় লইয়া 'বঙ্গেশবিজয়' নামে একখানি উপন্যাস গ্রন্থও রচনা করিতেছিলেন.* কিন্তু উহা সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জুলাই দিবসে, ৯ই শ্রাবণ, ১২৭৭ বঙ্গাব্দে, বেলা তিন ঘটিকার সময় দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন।

কালীপ্রসন্ন অপুত্রক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সহধর্ম্মিণী ৺বলাইচন্দ্র সিংহের অন্যতম পুত্র শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র সিংহ মহাশয়কে দত্তকরূপে গ্রহণ করেন। বিজয় বাবুই এক্ষণে কালীপ্রসন্নের চিরপ্রিয় "Hindoo Patriot" পত্রিকা পরিচালন করিতেছেন. এবং বিবিধ সদনুষ্ঠানে রত থাকিয়া কালীপ্রসন্নের স্মৃতি উজ্জ্বল রাখিয়াছেন।

* বাল্যবন্ধু কালীপ্রসন্ন সিংহের নামে উৎসৃষ্ট 'বঙ্গাধিপ-পরাজয়' নামক সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাসের রচয়িতা পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন :—"গ্রন্থের নাম 'বঙ্গেশ বিজয়' দিয়া মুদ্রাঙ্কনার্থে কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রাধ্যক্ষ শ্রীযুত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট আমার বন্ধু দ্বারা পাঠাইলে শুনিলাম যে উক্তাভিধেয় শ্রীযুত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের রচিত একখানি গ্রন্থের দুই ফরমা ভট্টাচার্য যন্ত্রে ছাপা হইয়াছে. এ কারণ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের তথা শ্রীযুক্ত সিংহ মহোদয়ের ও আমার মধ্যস্থ আত্মীয়ের অনুরোধে 'বঙ্গেশ বিজয়' নামের পরিবর্ত্তে এই গ্রন্থের নামে 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' দিলাম।"

বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে কালীপ্রসন্নের স্থান॥ বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে কালীপ্রসন্নের নাম উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত হইবে। আচার্য্য কৃষ্ণকমল 'পুরাতন প্রসঙ্গে' যথার্থই বলিয়াছেনঃ "পুরাতন সাহিত্যের আলোচনা করিতে বসিলে আমরা দেখিতে পাই যে. 'কালীপ্রসন্ন সিংহের আসন খুব উচ্চে।"

"বিশ্বকোষ"-সম্পাদক লিখিয়াছেনঃ—

"কালীপ্রসন্নের মহাভারত ও হুতোম প্যাঁচা দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার অনেক উপকার হইয়াছে। মহাভারতে যে অভাব মিটিয়াছে, তাহা অনন্ত মুখেও বলিয়া শেষ হয় না, হুতোমের কৃপায় বাঙ্গালায় কতকগুলি নূতন শব্দ সৃষ্টি, বাঙ্গালা নাটকের বা উপন্যাসে কথোপকথনের ভাষার পরিবর্ত্তন, নৈসর্গিক বিষয়ের বর্ণনার প্রণালী সংস্কার হইয়াছে. আর হইয়াছে কতকগুলি মজলিসী ইয়ারকির সৃষ্টি। হুতোমই বাঙ্গালার প্রথম এবং প্রধান ব্যঙ্গকাব্য।"

কলিকাতার ঐতিহাসিক. বঙ্গসাহিত্যের ভক্ত উপাসক রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর লিখিয়াছেনঃ—

"It is impossible to withhold high praise for the efforts of the late Baboo Kaliprasanna Singha of Jorasanko in the field of Bengali language and literature. It was at his instance and under his immediate supervision, the grand epic, the Mahabharat was translated into Bengali. Perhaps hardly any Bengali translation has yet appeared which can be compared to Kali Prasanna Singha's edition in point of faithfulness and purity and dignity of style. Such men as the late Pandit Iswar Chandra Vidyasagar and several other eminent Pandits and scholars looked after its proper translation and accuracy. It is difficult to estimate the never-to-be-forgotten services which this noble-spirited gentleman rendered to the Bengali language. Unfortunately the Bengali language is yet a sealed book to Western *savants,* otherwise it is certain that his labours would have met with due recognition. To serve the Bengali language in those days required an amount of patriotism and disinterested self-sacrifice which few are capable of. He is therefore entitled to the deep gratitude of his countrymen."

অর্থাৎ "বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে জোড়াসাঁকো নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ 'কালীপ্রসন্ন সিংহ যে কাজ করিয়াছেন. তাহার যথোচিত প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। তাঁহারই যত্নে এবং তাঁহারই প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানাধীনে সুপ্রসিদ্ধ মহাকাব্য 'মহাভারত' বাঙ্গালা গদ্যে অনূদিত হয়। মহাভারতের আরও কয়েকখানি বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে বটে, কিন্তু মূলের প্রকৃত ভাব রক্ষায় এবং ভাষার বিশুদ্ধতা ও উচ্চতায় তাহাদের একখানিও কালীপ্রসন্ন

সিংহের অনুবাদের সহিত তুলনীয় নহে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অন্যান্য বহু খ্যাতনামা পণ্ডিত ইহার যথোচিত অনুবাদ ও বিশুদ্ধতার তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন। উদারহৃদয় মহাত্মা বাঙ্গালা ভাষায় যে অপরিমেয় মহোপকার সংসাধন করিয়াছেন, তাহা কখনও বিস্মৃত হইবার নহে। দুর্ভাগ্যবশতঃ বাঙ্গালাভাষা পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের নিকট অদ্যাপি অপরিজ্ঞাত, নচেৎ তিনি যে এতদিন তাঁহার পরিশ্রমের অনুরূপ পুরস্কার লাভ করিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তদানীন্তন কালে বাঙ্গালাভাষার সেবায় যে পরিমাণ স্বদেশানুরাগ ও স্বার্থত্যাগের প্রয়োজন হইত, তাহা অতি অল্পলোকেই প্রদর্শন করিতে পারিতেন। এরূপস্থলে তিনি যে তাঁহার স্বদেশীয়গণের আন্তরিক কৃতজ্ঞতার পাত্র, তাহা কে অস্বীকার করিবে?"*

বাঙ্গালা নাটকের পুষ্টিসাধনে কালীপ্রসন্ন ॥ কেবল মহাভারতের অনুবাদ ও 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'র জন্যই কালীপ্রসন্ন বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে উচ্চ স্থান অধিকৃত করিবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রের আর একটি বিভাগেও তাঁহার যথেষ্ট দাবী আছে। যে নাটকের দ্বারা সহজে সাধারণে লোকশিক্ষা বিস্তৃত করা যায়, যে নাটকের অভিনয় দ্বারা জাতিকে উন্নত করা যায়, সেই নাটকের দ্বারা বঙ্গভাষাকে পুষ্ট করিবার জন্য কালীপ্রসন্ন যে চেষ্টা পাইয়াছিলেন, তাহা সাহিত্যের ইতিহাসে সুবর্ণ অক্ষরে লিখিত হওয়া উচিত। কালীপ্রসন্নের পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় উল্লেখযোগ্য নাটকের একান্ত অভাব ছিল। ভারতচন্দ্রের 'চণ্ডী' নাটক, পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রমণী' ও 'প্রেম' নাটক, রামগতি কবিরত্নের 'মহানাটক', তারাচরণ সিকদারের 'ভদ্রার্জ্জুন', এমন কি, রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব'ও অভিনয়ের জন্য রচিত হয় নাই। কোনও কোনও গ্রন্থকার ইংরাজি নাটকের আদর্শে বাঙ্গালা নাটক লিখিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে হরচন্দ্র ঘোষ সেক্সপীয়রের The Merchant of Venice অবলম্বন করিয়া "ভানুমতী-চিত্তবিলাস" নামে যে নাট্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহা বঙ্গীয় পাঠকসমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করিতে পারে নাই। বিদেশী নাটক আমাদের জাতীয় রুচিসঙ্গত নহে বলিয়া কালীপ্রসন্ন বাঙ্গালা সাহিত্যের মূল উৎস সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তিনি স্থির করিলেন যে, বাঙ্গালা নাটক সংস্কৃত নাটকের আদর্শে প্রণীত হইলেই জাতীয় জীবনের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারিবে। সেই জন্য তিনি সংস্কৃত নাটকের আদর্শে কয়েকখানি নাট্যগ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় প্রণয়ন করেন, এবং তাঁহারই উৎসাহে রামনারায়ণ তর্করত্ন অভিনয়যোগ্য বিবিধ নাট্যগ্রন্থ রচনা করিয়া বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যে যুগান্তর আনয়ন করিয়া 'নাটুকে নারাণ' আখ্যা লাভ

* সুবলচন্দ্র মিত্রের অনুবাদ।

করেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে রেভারেণ্ড জেম্‌স্ লঙ্ বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের নিকট যে রিপোর্ট প্রেরণ করেন, তাহাতে এই সময়ের বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যের অবস্থা এইরূপে বর্ণিত হইয়াছেঃ—

"A taste for Dramatic Exhibitions has lately revived among the educated Hindus, who find that translations of the Ancient Hindu Dramas are better suited to Oriental taste than translations from the English plays.....Foremost among the patrons of the Drama are Raja Pratap Chunder Singh and a young Zemindar Kali Prasanna Singh, who has translated from the Sanskrit and distributed at his own expense, the *Malati Madhava, Vikrama Urvasi* and *Sabitri Satyaban*."

'সাবিত্রী সত্যবান' ॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আমরা কালীপ্রসন্নের 'বিক্রমোর্ব্বশী' ও 'মালতীমাধবের' সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়াছি। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ মুদ্রিত হইবার পরে আমরা লঙ্ সাহেবের রিপোর্ট হইতে জানিতে পারিয়াছি যে, কালীপ্রসন্ন 'সাবিত্রী সত্যবান' নামক একখানি নাটক প্রণয়ন করিয়াছিলেন, এবং বহু অনুসন্ধানের পর এই পুস্তকখানি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি।

'বিক্রমোর্ব্বশী' ও 'মালতী মাধব' যেরূপ কালিদাস ও ভবভূতির চিরসমাদৃত গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত, 'সাবিত্রী সত্যবান' সেইরূপ কোনও সংস্কৃত কবির গ্রন্থাবলম্বনে রচিত নহে। মহাভারত হইতে আখ্যানভাগ গ্রহণ করিয়া কালীপ্রসন্ন স্বীয় প্রতিভাবলে এই গ্রন্থে অপূর্ব্ব দৃশ্যপরম্পরা অঙ্কিত করিয়াছেন। এই পুস্তকে অনেকগুলি তাল-মান-সঙ্গত সুন্দর সংগীত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আমরা এ স্থলে এই পুস্তক হইতে দুইটী ধর্ম্মসঙ্গীত উদ্ধৃত করিব।

(১)

রাগ মল্লার,—তাল আড়াঠেকা।
ভজরে অবোধ জীব সেই নিত্য সনাতনে।
কৃতান্ত করেতে মুক্ত হবে যাঁহার স্মরণে॥
মায়াতে মোহিত হয়ে, আপন আপন কয়ে,
পরকাল মুক্তি পথ চিন্তা নাহি কর মনে,
সংসারের এই রীতি, ক্ষণমাত্র হবে স্থিতি,
অবশেষে কালগৃহে ফল পাবে কর্ম্মগুণে॥

(২)

রাগিণী খাম্বাজ,—তাল একতালা।
এসে ভবের হাটে হরিনামটী কেউ ভুল না।
মরণকালে হরি বিনে তরণ তরি কেউ পাবে না॥

আমার আমার বল্‌চ বটে, আমার কেবল মুখে রটে,
সময় পেলে আমার বলা টান্‌ থাকে না।
যত দেখ ভালবাসা, সকল কেবল আশার আশা,
অলোকের ছায়া প্রায় অন্ধকারে আর থাকে না॥
জগত অসার সার, যশকীর্ত্তি সার তার,
শেষে সবে শবাকার, কেবল আগু পিছু আনাগোনা।
দেহ পিঞ্জরের প্রায়, ন'টি দ্বার খোলা তায়,
কবে পাখি উড়ে যায়, দিন ক্ষণ নাহি মানা॥
সোণার খাঁচা দূরে ফেলে, আত্মা পাখি উড়ে গেলে,
আবার হাজার খাবার দিলে এমন পোষা পাখি আর পাবে না॥

সাময়িক সাহিত্যে কালীপ্রসন্ন॥ 'Hindoo Patriot', 'বিবিধার্থ সংগ্রহ', 'পরিদর্শক' প্রভৃতি সাময়িক পত্রের দ্বারা কালীপ্রসন্ন বাঙ্গালা দেশের যে মহদুপকার সাধিত করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, এবং বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের সুযোগ্য সম্পাদক রূপেও তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে রেভারেণ্ড জেম্‌স্‌ লঙ্‌ বাঙ্গালা সাহিত্যের অবস্থা সম্বন্ধে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের নিকটে যে রিপোর্ট প্রেরণ করেন, তদ্দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে কালীপ্রসন্ন 'সর্ব্বশুভকরী' নামে একটী পত্রিকার প্রবর্ত্তন করেন। উহার মাসিক মূল্য চারি আনা মাত্র। ঐ পত্রিকাখানি আমাদের নয়নগোচর হয় নাই, সুতরাং এতৎসম্বন্ধে পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণ করা এক্ষণে সম্ভব নহে। শুনিয়াছি, বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের পিতা ৺পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্তৃক এই পত্রিকাখানি সম্পাদিত হইত।

কালীপ্রসন্ন লিখিয়াছেনঃ—

"এই ভারতবর্ষে কত কত মহাবল পরাক্রান্ত রাজাধিরাজেরা সুদূরবিস্তৃত পন্থা, সুদীর্ঘ দীর্ঘিকা ও দুর্গম দুর্গ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু কালের ভীষণ দশনে সেই সকলেরই কিছুমাত্র চিহ্ন থাকিবে না। কত কত সুসমৃদ্ধ জনপদ গহন বিপিনে পরিণত ও নদীগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। সুতরাং কেবল জ্ঞানচিহ্ন স্বরূপ গ্রন্থাদি ভিন্ন অপর কীর্ত্তিমাত্রই বিনশ্বর। গ্রন্থাদি ভাষার সহিত চিরদিন বর্ত্তমান থাকে এবং নবাবির্ভূত লোকের নিকট চিরদিন নবীন বলিয়া প্রতীত হয়।"

কালীপ্রসন্ন তাঁহার জ্ঞানচিহ্নস্বরূপ যে গ্রন্থাদি রাখিয়া গিয়াছেন, সেই সকলই তাঁহার সৎকীর্ত্তি রক্ষা করিবে।

সঙ্গীতানুরাগ॥ সাহিত্যের ন্যায় হিন্দুসঙ্গীতবিদ্যার উন্নতিবিধানেও কালীপ্রসন্নের বিশেষ চেষ্টা ছিল। বিদ্যোৎসাহিনী থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতেই তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ৺হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২য় বর্ষের 'পুণ্যে'

'তাম্বুরু' ও 'কালীপ্রসন্ন সিংহ' নামক প্রবন্ধে কালীপ্রসন্নের সঙ্গীতানুরাগের সুন্দর পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। কালীপ্রসন্ন স্বয়ং তাম্বুরু নামক কলাবতী বীণার একরূপ কাগজের তুম্বী নির্ম্মাণ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। সঙ্গীতশাস্ত্রবিদ্ হিতেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—তাঁহার এই চেষ্টার জন্য সমস্ত সঙ্গীতসমাজ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। "মহাভারতের জন্য তিনি সমস্ত সাহিত্য-জগতে যেমন ধন্যবাদের পাত্র সেইরূপ কলাবতী বীণা তাম্বুরার কাগজের তুম্বের জন্য কলাবত জগতে তিনি ধন্যার্হ। এই চেষ্টা তাঁহার সাঙ্গীতিক উন্নতির চেষ্টার পরিচায়ক।" এই প্রবন্ধপাঠে আরও জানা যায় যে, "কালী সিংহ মহাশয়ের প্রাসাদসম বাড়ীতে সঙ্গীতের উন্নতির জন্য সঙ্গীতচর্চ্চার জন্য এবং তজ্জনিত আনন্দলাভের জন্য একটী সঙ্গীতসমাজ নামে বৃহতী সভা স্থাপিত হয়।"

চরিত্র-গুণ ॥ আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কালীপ্রসন্নের মহত্ত্ব ও গৌরব কেবলমাত্র সাহিত্যপ্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, উহা উচ্চতর স্বদেশপ্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি দেশের মঙ্গলকর সর্ব্বপ্রকার সদনুষ্ঠানে অগ্রণী ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ প্রবর্ত্তন ও বহুবিবাহ নিবারণ প্রভৃতি সমাজসংস্কারবিষয়ক আন্দোলনে কালীপ্রসন্নের যথেষ্ট সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়।* কিন্তু তিনি সমাজসংস্কারবিষয়ে উদারনীতির পক্ষপাতী হইলেও, জাতীয়তা-বিসর্জ্জনের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। তিনি প্রতীচ্যজ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত হইয়াও প্রাচ্যভাবসংরক্ষণে অত্যন্ত যত্নশীল ছিলেন। তিনি সকল বিষয়ে প্রাচ্য আদর্শের অনুসরণ করিতেন। প্রথম ইংরাজিশিক্ষিত বঙ্গবাসিগণ সর্ব্ববিষয়ে ইংরাজের অনুকরণে চেষ্টিত ছিলেন। কালীপ্রসন্নও অনুকরণ করিতেন, কিন্তু বিদেশীর নহে—সমাজের আদর্শ-স্থানীয় ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের। প্রকাশ্য সভাস্থলে তিনি দেশীয় পরিচ্ছদাদি পরিধান করিয়া উপস্থিত হইতে ভালবাসিতেন। দেশের কৃষিশিল্প প্রভৃতির উন্নতির প্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। ডেভিড্ হেয়ার সাংবৎসরিক স্মৃতি-সভায় পঠিত তাঁহার কৃষিবিষয়ক একটী প্রবন্ধের বিষয় পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে বিডন সাহেবের চেষ্টায় যে কৃষিপ্রদর্শনী হইয়াছিল, কালীপ্রসন্ন তাহার একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।

বন্ধুপ্রেম ॥ কালীপ্রসন্নের অমায়িকতা, সরলতা, পরিহাস-রসিকতা ও বিনয়নম্র আচরণে বিমুগ্ধ হইয়া অনেকেই তাঁহার সহিত বন্ধুত্বপ্রেমে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার অসংখ্য বন্ধুবর্গের নামোল্লেখ করাও এ স্থলেও

* যুগলসেতুনিবাসী কালীপ্রসন্ন সিংহ সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি প্রথম বিধবা-বিবাহ করিবেন, তাঁহাকে এক সহস্র টাকা পারিতোষিক প্রদান করিব।—সংবাদ প্রভাকর, ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দ, ২৭শে নভেম্বর।

অসম্ভব। সকল শ্রেণীর লোকের সহিতই কালীপ্রসন্ন সমভাবে আলাপ করিতেন। কালীপ্রসন্নের বন্ধুপ্রেম আদর্শস্থানীয়। তিনি কপটবন্ধু ও 'বিষকুম্ভ পয়োমুখ' আত্মীয়বর্গকে চিনিতেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে বিশেষরূপে জানিয়াও বন্ধুপ্রেম অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য তাঁহাদিগের উপর বিশ্বাসস্থাপন করিতেন। এই জন্য তাঁহাকে অদূরদর্শী অপরিণামদর্শী প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করা হইত। কিন্তু তাঁহার বন্ধুপ্রেমের গভীরতা এত অধিক ছিল যে, কালীপ্রসন্ন এই সকল মন্তব্যে কিছুমাত্র বিচলিত হইতেন না।

কালীপ্রসন্ন দাতা ছিলেন। এখন আমাদিগের মধ্যে অনেক দাতা আছেন, কিন্তু অনেকেরই দান নিষ্কাম নহে। কালীপ্রসন্নের দান সর্ব্বত্রই সাত্ত্বিক দান। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের সময় তিনি মুক্তহস্তে দান করিয়াছিলেন, এবং 'মনুষ্যের প্রকৃত মহত্ত্ব কোথায়' শীর্ষক একটী প্রস্তাব মুদ্রিত ও বিতরিত করিয়া দেশবাসিগণকে দুর্ভিক্ষদমনে সাহায্য করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেনঃ—

"একবার উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে খুব দুর্ভিক্ষ হয়। সেই দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে আদি ব্রাহ্মসমাজে একটা সভা হয়। সেই সভায় পিতৃদেব বেদী হইতে যেরূপ মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা করেন তাহা আমি কখন ভুলিব না। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া লোকেরা এমনি মুগ্ধ ও উত্তেজিত হইয়াছিল যে, যাহার কাছে যাহা কিছু ছিল, তৎক্ষণাৎ সে দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থ দান করিল। কেহ আঙ্গুল হইতে আংটী খুলিয়া দিল, কেহ ঘড়ি ও ঘড়ির চেন খুলিয়া দিল। আমার স্মরণ হয়, কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁহার বহুমূল্য উত্তরীয় বস্ত্র (বোধ হয় শাল) তৎক্ষণাৎ খুলিয়া দান করিলেন।"*

বর্ত্তমান প্রবন্ধে কালীপ্রসন্নের বিবিধ সদ্‌গুণরাজির সম্পূর্ণ পরিচয় প্রদান অসম্ভব। যে সকল সদ্‌গুণে তিনি অল্পকালের মধ্যেই দেশবাসীর প্রীতি ও শ্রদ্ধা আকৃষ্ট করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, যে সকল সৎকার্য্যে তিনি যৌবনকালেই চিরস্থায়ী কীর্ত্তি ও যশঃ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা চিরদিন বঙ্গবাসীকে সৎকর্ম্মে প্রণোদিত করিবে।

কালীপ্রসন্নের স্বর্গারোহণের পর 'সোমপ্রকাশে' একজন লেখক লিখিয়াছিলেনঃ—

"তিনি দয়ার সাগর ও বদান্যতার আকর ছিলেন। এই নিমিত্ত তিনি জমিদার হইয়াও প্রজার পক্ষ অবলম্বন করেন। * * * তিনি কপটতা ও আড়ম্বরের অতিশয় বিপক্ষ ছিলেন। * * * মাতৃভক্তি, দয়া ও দানশীলতা সম্বন্ধে কালীপ্রসন্ন সিংহ আদর্শ স্বরূপ ছিলেন।"

* প্রবাসী ১৩১৮ মাঘ— "পিতৃদেব সম্বন্ধে আমার জীবনস্মৃতি' নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

কালীপ্রসন্নের মৃত্যুর পর কবিবর রাজকৃষ্ণ রায় 'বঙ্গভূষণ' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছিলেন :--

"ব্যাস বিরচিত মহাভারত পুরাণ,
এ ভারতে কে না জানে ভারতী তাহার?
জলধি-গরভ সম গরভ যাহার
রতন-নিকরে ভরা, যাহার সমান
পৌরাণিক ইতিহাস দুর্লভ ভুবনে;
অনুবাদ করাইয়া তুমি সে ভারতে
বাঙ্গালা ভাষায়, দিলে বঙ্গজনগণে
বিনামূল্যে: তব নাম রহিল ভারতে।
যদিও তোমাতে কিছু দোষ দেখা যায়,
এহেন মহান্ গুণে সে দোষ কি আর
ধরে কেহ; দোষাকরে যেমতি সুধার
কলঙ্ক ঢাকিয়া করে গুণের প্রচার।
রহিল তোমার নাম সমুজ্জ্বল হয়ে
বালার্ক-বিভার সম এ বঙ্গ-নিলয়ে।"

এই কবিতার শেষভাগে কালীপ্রসন্নের চরিত্র-দোষের উল্লেখ আছে। কালীপ্রসন্নের শেষজীবন নিষ্কলঙ্ক ছিল না। জগতে নিষ্কলঙ্ক ব্যক্তি কয়জন আছেন? কিন্তু আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই বিষয়ের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। তাঁহার উদারতা, মহত্ত্ব ও সদ্‌গুণসমূহ এই দোষকে সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। যদি কেহ এই সকল বিষয়ের আলোচনা করেন, তবে তিনি দেখিতে পাইবেন যে, যে স্বদেশপ্রেম, সাহিত্যপ্রীতি, সত্যনিষ্ঠা ও ধর্ম্মপ্রাণতা এই সকল দোষ অতিক্রম করিয়া কালীপ্রসন্নের চরিত্রে বিকশিত হইয়াছিল তাহার মূল্য কত অধিক। কৃষ্ণদাস পাল সত্যই লিখিয়াছেন :—

"But beneath the troubled waters of youth there was a silvery current of geniality, generosity, good-fellowship and high-mindedness, which few could behold without admiring. With all his faults Kaliprasunno was a brilliant character and we cannot adequately express our regret that a career begun under such glowing promises should have come to such an abrupt and unfortunate close."

উপসংহার ॥ আজ কাল-সাগর-প্রবাহে কালীপ্রসন্নের মানবসুলভ দুর্ব্বলতার ক্ষীণ কলঙ্ক-রেখা বিলীন হইয়া গিয়াছে। আজ তাঁহার মূর্ত্তি মূর্ত্ত স্বদেশপ্রেম, জাতীয়তা, সাহিত্য-প্রীতি, ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠা রূপে প্রতিভাত হইতেছে। বঙ্গবাসিগণ! এই দিব্যমূর্ত্তি দর্শন করিয়া হৃদয়কে নূতনভাবে

অনুপ্রাণিত করুন। আপনাদের প্রাণে নূতন শক্তির সঞ্চার করুন। কালী-প্রসন্নের অবিনশ্বর আত্মা আজিও আপনাদিগের নিমিত্ত জগদীশ্বরসমীপে প্রার্থনা করিতেছেন, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন ঃ—

"দেশীয় ক্ষমতাশালী ধনবান্ ব্যক্তিরা কায়মনে জন্মভূমির উন্নতি সাধনে নিযুক্ত হইয়া ধনের সার্থকতা সম্পাদন পূর্ব্বক অবিনশ্বর সৎকীর্ত্তি লাভ করুন। তাঁহাদিগের যশঃসৌরভে ভূমণ্ডল পরিপূরিত হউক। বিদ্যার বিমলজ্যোতি সাধারণের হৃদয়-নিহিত মোহান্ধকার দূর করুক। দীর্ঘকাল-মলিনা ভারতবর্ষের সৌভাগ্য দিন দিন নবোদিত শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধি হউক। সহৃদয় সাধুজনেরা নিরাপদে চিরদিন স্বদেশীয় সাহিত্যরসাস্বাদনে কালাতিপাত করুন এবং শত শত অনুবাদক, গ্রন্থকার ও কবিবরেরা জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক ভাষাদেবীকে অনুপম অলঙ্কারে বিভূষিতা করিয়া সাধুসমাজের মনোরঞ্জন করতঃ অমরতা লাভ করুন।"

কালীপ্রসন্নের দেশবাসিগণ! কালীপ্রসন্নের স্বদেশপ্রেম ও উৎসাহের উত্তরাধিকারী হইয়া তাঁহার প্রার্থনা সফল করিতে যত্নবান্ হউন।

পরিশিষ্ট

মৃত হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মরণার্থ কোন বিশেষ চিহ্ন স্থাপন জন্য বঙ্গবাসিবর্গের নিকট নিবেদন*

বঙ্গবাসিগণ! আষাঢ় মাসের প্রথম দিবসে তোমাদিগের একজন পরম প্রিয়চিকীর্ষু বান্ধব ইহলোক হইতে অবসৃত হইয়াছেন। ভারতভূমি তাঁহার অকাল মৃত্যুতে যত অপার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, ত্রিংশৎ সালের ভয়ানক জলপ্লাবনে, বিগত বিদ্রোহে ও বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষে তত ক্ষতি স্বীকার করেন নাই। তিনি ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করিয়া ইহার যত উন্নতি সাধন করিয়াছেন, সতীদাহ নিবারণে রাজা রামমোহন রায়, বিধবাবিবাহ প্রচলনে বিদ্যাসাগরও তত উপকার সাধন করিতে পারেন নাই। উত্তরপশ্চিম প্রদেশীয় বিদ্রোহ সময়ে কেবল তাঁহার একমাত্র অসাধারণ অধ্যবসায় ও ধীশক্তিগুণে জলধিজলমগ্নোন্মুখ বাঙ্গালিসম্মান সংরক্ষিত হইয়াছিল। যদি সে সময় তিনি না থাকিতেন, যদি সে সময় তাঁহার লেখনী নিরীহ বঙ্গবাসিবর্গের অনুকূলে চালিত না হইত, তাহা হইলে আজি আর বঙ্গদেশের দুর্দ্দশার পরিসীমা থাকিত না। যখন বিদ্রোহসময়ে হৃতসর্ব্বস্ব, বিগতবান্ধব, বৈরনির্যাতনাক্রান্তচিত্ত ইংলণ্ডীয়েরা নির্ব্বোধ সিপাহিদিগের সহিত বাঙ্গালিদিগকেও কলঙ্কিত করিতে সমূহ চেষ্টা করিয়াছিল; যখন উদ্বন্ধনে প্রাণদণ্ড ভিন্ন বাঙ্গালিদিগের আর অন্য গতি ছিল না; তখন কেবল একমাত্র তিনিই অগ্রসর হইয়া আমাদিগের চিরপরিচিত সম্মান রক্ষা করেন; সেই বীভৎস সময় আজিও স্মরণ হইলে পাষাণহৃদয়ও কম্পিত হয়।

তখন ধনমত্ত ধনিগণ দাম্ভিকতা পরিহারপূর্ব্বক সম্পদসুলভ সুখভোগে বিরত হইয়া অন্তঃপুরে নিজ গৃহিণীর অঞ্চলদেশ আশ্রয় করিয়াছিলেন! সেই ভয়ানক দুর্ব্বিপাকে তিনি ভিন্ন আর কেহই অগ্রসর হন নাই।

তিনি যে শুদ্ধ বিদ্রোহে আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন এমত নহে। ইংরাজি ১৮৫৩ সালে যখন পার্লিয়ামেণ্ট কর্তৃক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিরে চার্টার প্রদত্ত হয়, সে সময় ভারতবর্ষীয়েরা কোম্পানির রাজ্যশাসন বিপক্ষে পার্লিয়ামেণ্টে আবেদন করেন, ঐ আবেদন পত্র তৎকর্ত্তৃক প্রস্তুত হয়, উহা

* ৩৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তাঁহার স্বহস্ত লিখিত এবং ঐ প্রস্তাবে তাঁহার এতদূর গুণগরিমার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল যে, ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষেরা মুক্তকণ্ঠে ঐ আবেদনের শত শত বার প্রশংসা করিয়াছিলেন;—তাহাতে ভারতবর্ষীয়েরা প্রার্থনাধিক ফল লাভ করেন; সেবারে এই নিয়মে পুনর্ব্বার চার্টার প্রদত্ত হইল যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কিঞ্চিৎমাত্র দোষ দেখিলেই কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তাঁহাদিগের হস্ত হইতে ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করিবেন। ১৮৫৫ সালে লর্ড ডেলহাউসি লাক্ষ্ণৌ গ্রহণ করণে মানস প্রকাশ করিলে তিনি ভিন্ন সকল সম্পাদকই তাঁহার মতে অনুমোদন করিয়াছিল: তিনি অতি যথার্থ যুক্তির সহিত ডেলহাউসির অন্যায় মতের সমালোচন করিয়াছিলেন। এমন কি, তৎসময়ে তিনি তদ্বিষয়ে যে অভিপ্রায় প্রকটন করেন; ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষীয়-দিগেরও তাহাতে লজ্জিত হইতে হইয়াছিল। তিনি কহিয়াছিলেন, যদি লক্ষ্ণৌ প্রদেশ শুদ্ধ অবিচার দোষে ইংলিস অধিকারভুক্ত করিতে হয়, তাহা হইলে ইঁহারাই যে সুবিচার দ্বারা প্রজা রঞ্জন করিতেছেন তাহার প্রমাণ কি। পৃথিবীর সমুদায় প্রদেশেই বহুকাল পরম্পরায় এইরূপ রীতি প্রচলিত আছে এবং তাহাই স্বভাবসিদ্ধ যে, দেশের কতক অংশ রাজার পরম মিত্র আর কতক গুলিন বিলক্ষণ বিপক্ষ সুতরাং যদি ইংরাজদিগের বলবান বিপক্ষ নিকটে থাকিত তাহা হইলে ইহাদিগকেই অবিচারক বলিয়া ভারত সাম্রাজ্য হস্তগত করিয়া লইত। প্রতিবাসী নিজ পরিবারবর্গের প্রতি অত্যাচার করিলে যদি প্রতিবাসিবর্গের তাহারে শাসন করিবার নিয়ম থাকে; যদি ধনবান্ প্রতিবাসী নিজ ধনের ব্যবহার উত্তমরূপে না করিলে তদপেক্ষা বলবান্ প্রতি-বাসীর তাঁহার সমুদায় ধন গ্রহণ করিবার নিয়ম থাকে, তাহা হইলে লাক্ষ্ণৌ রাজ্য অবিচারদোষে আত্মসাৎ করা অবিধেয় হয় নাই। এতদিনে সাধারণে একটি নূতন নিয়ম সংস্থাপিত হইল; যদি কাহারও বিবিধ ফলসম্পন্ন একটি মনোহর উদ্যান থাকে, যদি তাহার অধিকারী উহার উত্তমরূপে ব্যবহার করিতে না পারেন, তাহা হইলে তিনি ঐ উদ্যানে বঞ্চিত হইবেন। * * *

১৮৫৯ সালের ১০ আইন কেবল তাঁহার একমাত্র পরিশ্রম যত্ন ও অধ্যবসায়ে প্রচলিত হয় তাহার কোন কোন ভাগে বঙ্গবাসী ৩ কোটী লোক স্বাধীন প্রায় হইয়াছে। জমিদারদিগের প্রজাগণের উপর আর তাদৃশ প্রভুত্ব নাই; জমিদার মনে করিলেই প্রজাবর্গকে তাঁহার কর্ম্মালয়ে আসিতে হইবে, তিনি, শান্তিরক্ষকের অজ্ঞাতসারে প্রজার ধান্য বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে পারিবেন, এবম্প্রকার বহুবিধ অনিষ্টকর নিয়ম একেবারে তিরোহিত হইয়া গিয়াছে।

সাধারণ সম্প্রদায় ইংরাজদিগের পরামর্শে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সমাজে কতবার কত প্রকার ভয়ানক রাজবিধির পাণ্ডুলিপি উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি অতীব সাবধানে প্রার্থিত বিধির সংস্কার, সংশোধন ও পরি-

বর্ত্তনের পরামর্শ দিয়াছেন। রাজদ্বারে বাঙ্গালিগণ তাঁহাদ্বারা যত উপকার লাভ করিয়াছেন, চিরজীবন বিনিময়েও তাহা পরিশোধ্য নহে।

বঙ্গবাসিগণ! তোমাদিগের সেই মহোপকারী বান্ধব এক্ষণে বিগতজীবিত হইয়াছেন, আর তিনি তোমাদিগের উপকার সাধনে সমুদ্যত হইতে সমর্থ হইবেন না, আর তাঁহার লেখনী জন্মভূমির হিতসাধনে প্রধাবিত হইবেক না; এক্ষণে আর তিনি নাই! প্রিয় আত্মীয়বিরহে আপনারা যতদূর দুঃখভারগ্রস্ত হন, প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণীবিরহে আপনারা যতদূর সন্তাপিত হইয়া থাকেন, প্রার্থনার প্রত্যাশাস্বরূপ সংসারসোপানে পদার্পণোদ্যত একমাত্র প্রিয়সন্তান বিয়োগে যতদূর দুঃখ প্রাপ্ত হইবেন; হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যুতে আপনাদিগের ততোধিক দুঃখ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য! ঋণভারগ্রস্ত হতভাগ্য বণিক যদি সর্ব্বস্ব বিনিময়ে বাণিজ্যদ্রব্য সহিত অর্ণবপোতমধ্যে জলধিজলে মগ্ন হয়, যদি বহু পরিবার সম্পন্ন গৃহীর ভরণ-পোষণের একমাত্র উপায়বৃত্তি বিহীন হয়, তাহা হইলে তাহারা যত ক্ষতি স্বীকার না করে, বাঙ্গালি-সমাজ হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে তদপেক্ষা অধিক ক্ষতি স্বীকার করিবেন! তিনি বাঙ্গালি-সমাজের অলঙ্কার ছিলেন; বঙ্গদেশ তাঁহা হইতে যত প্রত্যাশা করিতেন, সিপাহিরক্ষিত ঐশ্বর্যামত্ত ধনিদ্বারে তত প্রত্যাশা করেন নাই! তিনি অন্ধতমসাচ্ছন্ন হিরণ্যখনির একমাত্র দীপশিখাস্বরূপ সুকোমল বনলতার সুবর্ণপুষ্প স্বরূপে বাঙ্গালি-সমাজের শোভাসম্পাদন করিয়াছিলেন।

আজিও সে দুর্নিমিত্ত সমূহরূপে রহিত হয় নাই; এখনও হতভাগ্য প্রজাবর্গ নীলকর হৃতসম্পত্তি হইয়া চতুর্দ্দশ পুরুষাধিকৃত সুখসংসার পরিহারপূর্ব্বক দীনবেশে ভ্রমণ করিতেছে;—ভয়ানক আত্মহত্যা,—ঘৃণাবহ বলাৎকার আজিও রহিত হয় নাই; কিন্তু তন্নিবারণের সোপান কে আবিষ্কৃত করিল? কেবল সেই হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র লেখনী গুণে সদয়-হৃদয় রাজপুরুষেরা করুণ রসপরবশ হইয়া নীলকরদিগের ভয়ানক অত্যাচার নিবারণার্থ কমিটি নিযুক্ত করিলেন, তৎকর্ত্তৃক তত্ত্বানুসন্ধানে কত অত্যাচার তোমাদিগের শ্রুতিগোচর হইয়াছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। কেবল তাঁহার অসাধারণ ধীশক্তি গুণে কত অচতুরা গৃহস্থবালা সতীত্বস্বরূপ বিমল সুখানুভোগে সমর্থা হইয়াছে।

হায়! পাষাণ হৃদয়েও যে সকল কর্ম্ম সম্পাদিত হওয়া দুরূহ; বিজ্ঞান বিহীন পশুচক্ষে যাহাও ঘৃণাকর বিবেচিত হয়; এই * * * এমনি অপার মহিমা যে, অনায়াসে সরল হৃদয়ে সম্পাদন করিয়া থাকেন!!!

হা! নীলহলকর্ষিত প্রজাগণ! তোমরা যাঁহার একমাত্র অধ্যবসায় ও যত্নে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছ; যিনি তোমাদিগের বরদ দেবতার ন্যায় অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়াছেন, নিজব্যয়ে তোমাদিগের হিতসাধন করিয়াছেন; সেই সদয়-

হৃদয় গুণনিধান আর জীবিত নাই, তিনি আর কিছুদিন জীবিত থাকিলে তোমরা প্রার্থনাধিক ফললাভে কৃতার্থ হইতে পারিতে; কিন্তু তিনি যে প্রকার সুদৃঢ় সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে আবাল বৃদ্ধ বনিতারে তাঁহার গুণে বদ্ধ থাকিতে হইবে।

নিজকৃত কর্ম্মদ্বারা গৌরব লাভ করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না; স্বকীয় সৎকর্ম্মের পরিচয় প্রদান করা তাঁহার অভিপ্রায় ছিল না বলিয়াই তৎকৃত উপকাররাশি আজিও অনেকের অবিদিত রহিয়াছে, নতুবা তিনি বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া বাঙ্গালীর যত উপকার সাধন করিয়াছেন, এতদিন কোন বঙ্গ-পুত্র দ্বারা তাহা সাধিত হয় নাই। তিনি ১২৩১ সালে কুলীন ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া নিজ ৩৭ বর্ষ বয়ঃক্রমে সাতবর্ষ সময়মধ্যে বঙ্গদেশের সমূহ শ্রীবৃদ্ধি করেন।

গৌরব গ্রহণ, রাজদ্বারে সম্মান বা স্বদেশীয়ের নিকট সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া এক দিনের নিমিত্ত তাঁহার মনে উদিত হয় নাই। জন্মভূমির হিতানুষ্ঠানে কায়মনোবাক্য ও জীবন পর্য্যন্ত সংকল্প করিয়াছিলেন; বাঙ্গালি সমাজে এবম্প্রকার লোক কয় জন জন্মিয়াছে? যিনি যে পরিমাণে বঙ্গদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন, আমি প্রায় সকলেরই চরিত্র লক্ষ্য করিয়াছি; সুতরাং সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় যেরূপ নিঃসত্ত্বে ভারতবর্ষের শ্রী সাধনে উদ্যত হইয়াছিলেন; কোম মহাত্মা সে প্রকার মন প্রাপ্ত হন নাই! অনেকে জানিত না, হরিশ্চন্দ্র বাবু হিন্দু পেট্রিয়ট্ সম্পাদন করেন; এবং তৎকর্ত্তৃক বঙ্গদেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, এমন কি! তাঁহারে কখন নিজ মুখে-ও আহা স্বীকার করিতে শ্রবণ করা যায় নাই। যদি হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় বঙ্গদেশে জন্ম গ্রহণ না করিতেন, তাহা হইলে এতদিন আমাদের দুঃখের আর পরিসীমা থাকিত না, শৃগাল কুক্কুরও আমাদিগের দুঃখাংশ গ্রহণে সম্মত হইত না, আমরা এতদিনে আফ্রিকার ক্রীত দাসাপেক্ষায় সমধিক দুঃখনীরে নিমগ্ন হইতাম।

পূর্ব্বে রাজশাসন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা তাহার সমালোচনা করা এবং কি প্রকার নিয়মে হতভাগ্য প্রজাবর্গের শ্রীবৃদ্ধি হইবে তাহার সদুপায় নির্দ্দেশ করা রীতি বাঙ্গালিদিগের নিকট নিতান্ত অপরিচিত ছিল· কোন বাঙ্গালিই সাহস করিয়া রাজবিধি বিরুদ্ধে লেখনী চালন করেন নাই এবং নির্দ্দিষ্ট নিয়মের সংশোধনার্থ সদুপায় নির্দ্ধারণে অসমর্থ ছিলেন। কিন্তু হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় উল্লিখিত বিষয়ে প্রথমে হস্তক্ষেপ করিয়া বাঙ্গালিদিগের উন্নতি সাধনে যত্নবান্ হইয়াছিলেন. তিনি যে সমস্ত সদুপায় নির্দ্ধারণ করিতেন, কি ব্যবস্থাপক সমাজ কি ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষ তাহা সাদরে গ্রাহ্য করিয়াছেন। শ্বেতপুজক ইয়ংবেঙ্গলদিগের যে প্রকার অপার মহিমা, কিন্তু হরিশ্চন্দ্র বাবুর তৎসহবাস সত্ত্বেও তাহাদিগের অনুসরণ করেন নাই। তিনি সাহেবদিগের

একদিনের জন্য তোষামোদ করেন নাই। পরনিন্দা, হিংসা, অযথা কথা ও পরানিষ্ট চেষ্টা তাঁহারে স্পর্শও করিতে পারে নাই। তিনি স্বদেশীয় ভ্রাতৃবর্গের উন্নতি দেখিলে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইতেন; স্বদেশীয়বর্গের দুঃখ দর্শনে তাঁহার কোমল হৃদয় বিদীর্ণ হইত। যাহাতে ক্রমে বাঙ্গালীরা রাজ্যশাসন ভারের অংশ প্রাপ্ত হইয়া ইংলণ্ডের ন্যায় স্বাধীন তন্ত্রভুক্ত হয়, ইহাই তাঁহার চিরপ্রার্থিত অভিলাষ ছিল: তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরা বিদ্যাবলে অবশিষ্ট সাধারণ সম্প্রদায়ের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেন; অপর সমাজস্থ মনুষ্যগণ যেমন ব্রাহ্মণের অধীন ছিল এবং ব্রাহ্মণেরাই যে প্রকারে সামান্য সমাজের শাসন করিতেন: সেইরূপ জমিদারবর্গে প্রজাগণের উপর কর্ত্তৃত্ব করেন। প্রজাগণ তাঁহার মতেই মত প্রদান করে এবং সকলে তাঁহারেই একমাত্র প্রিয়চিকীর্ষু জ্ঞানে তাঁহার উপর আপনাদিগের সমুদায় প্রিয় কার্য্যের ভারার্পণ করত নিশ্চিন্ত হয়: জমিদার সরল হৃদয়ে পক্ষপাত রহিত হইয়া নিয়ত তদধীনস্থ প্রজাবর্গের শুভানুধ্যান করেন! তাহা হইলে ক্রমে ভারতবাসীরা ইংলণ্ডের প্রজাগণের ন্যায় স্বাধীনতাসুখ ভোগে সমর্থ হইবে। তাঁহার ইচ্ছা ছিল না যে, মগ বা চিনারা ভারতবর্ষ জয় করত ইংরাজদিগকে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলে আমরা সুখী হইব, অথবা বাঙ্গালিরা যুদ্ধে ইংরাজদিগকে পরাজিত করিলেই স্বাধীন হইব। স্বাধীনতা যে কি এবং তজ্জনিত সুখ কি প্রকারে সম্ভোগার্হ তাহা হরিশ বাবুই বিলক্ষণ অনুভব করিয়াছিলেন। যদি ক্রমে কর্ত্তৃপক্ষ ভারতবর্ষীয়দিগকে উপযুক্ত বিবেচনায় রাজ্যশাসনে অংশ প্রদান করেন, যদি আমরা পার্লিয়ামেন্টে আপনাপন জন্মভূমির হিতবাসনার পরামর্শে রত হই, তাহা হইলেই আমরা স্বাধীন বলিয়া পরিচিত হইলাম। হায়! যিনি এই সমুহ মঙ্গলময় উপায় উদ্ভাবন করেন. এক্ষণে সেই গুণনিধান, হতভাগ্য বঙ্গবাসীর অদৃষ্টদোষেই আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলেন; এক্ষণে তৎকৃত উপকারের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যদি হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় রোমে বা গ্রীসে, এথেন্সে অথবা ইজিপ্টে জন্মগ্রহণ করিতেন তাহা হইলে আজি তাঁহার মৃত্যুতে সংসার শোকচিহ্নে অঙ্কিত হইত। প্রশস্ত প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি ও সুবিস্তৃত মণ্ডপ সমূহ তাঁহার স্মরণার্থ নির্ম্মিত হইত, প্রকাশ্যস্থলে তাঁহার গুণগরিমা অনিয়ত সংগীত হইত; তিনি জীবিতাবস্থায় পিতৃতুল্য সম্মান পাইতেন ও দেহাবসানে দেবতার ন্যায় পূজিত হইতেন; কিন্তু যে দেশে উপকার স্বীকার করা সুদূরপরাহত, দুর্ভাগ্যক্রমে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সেই দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

বঙ্গদেশের ব্রাহ্মগণ! এইবার তোমাদিগকে সম্বোধনে উপযুক্ত অবসর প্রাপ্ত হইয়াছি; তোমাদিগের সহৃদয় বান্ধব হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন: এক্ষণে তাঁহার স্মরণার্থ কোন বিশেষ চিহ্ন স্থাপন করণ

জন্য তোমাদিগের সাধ্যানুসারে সাহায্য করা উচিত। সামান্য পৌত্তলিক-দিগের ন্যায় তোমাদিগের সংসারের অধিক অর্থ ব্যয় হয় না; তোমরা শুদ্ধ ঈশ্বরের প্রীতির উদ্দেশে তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিয়া থাক; পৌত্তলিক কর্ম্মকাণ্ডের সংস্রব রাখ না, সুতরাং দেবপূজক উৎসবপ্রিয় বাঙ্গালি হইতে ব্রহ্মজ্ঞানীর সংসার অতি সুলভে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে, তন্নিমিত্ত এতাদৃশ অসদৃশ সংসঙ্কল্পে তোমাদিগকেই বিশেষ সাহায্য করিতে হয়, বলিতে গেলে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ব্রাহ্ম ধর্ম্মের একজন প্রকৃত আচার্য্য ছিলেন, তাঁহার যত্নেই—তাঁহার পরিশ্রমেই ভবানীপুরে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম নীত ও উপাসনার্থ সমাজ মন্দির নির্ম্মিত হয়—তাঁহার স্বদেশহিতচিকীর্ষাগুণে সাধারণে যে পরিমাণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে, তোমাদিগের তদপেক্ষা শতগুণে শোক প্রকাশ করা বিধেয়।

প্রিয়চিকীর্ষুর স্মরণ চিহ্ন স্থাপন করিলে পৌত্তলিক ধর্ম্মে উৎসাহ প্রদান করা হয়, বোধ করি ব্রাহ্ম ধর্ম্মে এরূপ লিখিবে না।

এক্ষণে তাঁহারে চিরস্মরণীয় করণার্থ ভারতবর্ষের আবালবৃদ্ধ বনিতার প্রাণপণে কায়মনোবাক্যে সাহায্য কবা কর্ত্তব্য; যদি আমাদের রামমোহন রায়ের নিকট, বিদ্যাসাগরের নিকট, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা বিধেয় হয় তাহা হইলে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট শত গুণে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। কলি-কাতা নগরীয় ঐশ্বর্য্যমত্ত ধনিগণ! একবার স্বদেশের বর্ত্তমান দুরবস্থার প্রতি দৃষ্টি রোপণ কর। গৃহপাত মদ্যপ ও লম্পট হইলে সংসারের যেরূপ বিশৃঙ্খল হয়—তোমাদিগের ঐশ্বর্য্যমত্ততায় বঙ্গদেশের তদনুরূপ দুর্দ্দশা ঘটিতেছে। সাধারণহিতকরী কার্য্যে যদি তোমরা কায়মনে সাধ্যানুসারে সাহায্য না করিবে যদি তোমরা শ্রেষ্ঠত্বপদ প্রাপ্ত হইয়া দুরবস্থা মোচনে সচেষ্ট না হইবে তাহা হইলে চিরদিনেও ভারতের সুখ সৌভাগ্যের উন্নতি হইবে না। তোমরা অতুল ধন প্রাপ্ত হইয়াছ তৎসকলই সাধারণ হিতকার্য্যে ব্যয় কর আমার এরূপ প্রার্থনা নহে, যদি তোমাদিগের স্মরণমাত্র থাকে যে, স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি বিষয়ে অযত্ন করা,—সমাজের উন্নতিতে উপহাস ও মঙ্গলময় কার্য্যে ব্যয় না করা; ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্ট পদার্থ মনুষ্য নামধারীর উচিত নহে —তাহা হইলে বিজ্ঞানবিহীন বন্য মর্কটে ও ঐ ধনীতে বিশেষ কি; তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবেক। যদি তোমরা বিশ্রাম সুখশয্যায় শয়িত হইয়া নিজ নিজ অবস্থা বিষয়ে চিন্তা কর, যদি তোমরা একদিনের জন্যও ভাবিয়া দেখ যে ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া এত অতুল ধনের অধিপতি হইয়া জন্মভূমির কি উপকার সাধন করিলাম, কয়জন অনাথ তোমাদের সাহায্যে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া মনুষ্য নামে পরিচয় দানে সমর্থ হইতেছে? কয়জন বিধবা তোমাদের উদ্যোগে পুনর্ব্বার পতি প্রাপ্তে বিবিধ দুষ্কৃতি হইতে মুক্ত হইয়াছে? স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি বিষয়ে কোন বিখ্যাত ধনি কয় টাকা ব্যয় করিয়াছে?

তোমরা মৃত পিতামাতার শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে, পুত্র কন্যার বিবাহ সময়ে ধন ব্যয় করিয়া থাক, সে কেবল প্রশংসা লাভের একমাত্র উপায়, তাহাতে তোমাদের লাঙ্গুল আর ফুলিয়া উঠে এবং শ্রীরামচন্দ্রের মত আত্ম-বিস্মৃত হও, তোমাদিগের আত্ম-বিস্মৃতি সামান্য লোকদিগের যাতনার কারণ মাত্র।

তোমরা স্থির করিয়াছ যে, তোমরা হনুমানের ন্যায় অমর, কখনই মরিবে না—চিরকাল বালাখানায় বৈঠকখানায়—বাগানে সুখে বিহার করিবে, স্বদেশের শুভ চিন্তায় বিবৃত হওয়া, তাহার শ্রীসাধন কার্য্যে ব্যয় করা মূর্খের কার্য্য; সুতরাং এ বিষয়ে তোমাদিগের অপেক্ষা নীলকার্য্যের প্রজাগণে অধিক সাহায্য করিবে—কৃষকের সরল হৃদয় কৃতজ্ঞতারসে পরিপূর্ণ। আজি যদি সোণাগাজীর খোঁড়া ব্রহ্মের শ্রাদ্ধ হইত বা পাগলা ছিরুর সপিণ্ডন হইত তাহা হইলে তোমরা সাহায্য করিতে পথ পাইতে না; আজ আস্তাবল বা হোটেল-রক্ষক কোন ফিরিঙ্গী মরিলে সাধ্যমতে সাহায্য করিতে। তোমরা চালচিত্রের অসুরের মত শুদ্ধ দর্শনীয় নতুবা পদার্থে তৃণ হইতেও নিকৃষ্ট। এক্ষণে উপসংহার সময়ে বঙ্গদেশবাসীদিগের নিকট আমার নিবেদন এই, যে মহাত্মা তোমাদিগের এত উপকার সাধন করিয়াছেন, যদ্দ্বারা অনেক বিষয়ে তোমরা প্রাপ্তকাম ও পূর্ণমনোরথ হইয়াছ; যিনি নিজ ধীশক্তিবলে সানশোধিত মণির ন্যায় মেঘত্যক্ত দিনকরের ন্যায় স্তবকত্যক্ত পুষ্পের ন্যায় বাঙ্গালী সমাজ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তাঁহার চিরস্মরণীয় কর।

নীলকরহৃতসর্ব্বস্ব বঙ্গদেশীয় প্রজাগণ! আমি বঙ্গদেশীয় কি ধনবান্ কি গৃহস্থ সকলকে উপেক্ষা করিয়া প্রথমে তোমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দি, দেখিও কৃষকের কোমল হৃদয়ে যেন অকৃতজ্ঞতা স্পর্শ করিতে না পারে। যে মহাত্মা তোমাদিগের জীবন প্রদান করিয়াছেন, যাহা হইতে তোমরা যমযাতনাপেক্ষা গুরুতর ক্লেশে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইয়াছ, শুদ্ধ যাঁহার একমাত্র যত্নে তোমাদিগের সর্ব্বস্ব রক্ষিত হইয়াছে; সতীগণে সতীত্ব রক্ষায় সমর্থ হইয়াছে; অকাল মৃত্যু, উদ্বন্ধনে প্রাণনাশ গ্রামদাহ রহিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের যেরূপ ভাগ্য—দেবতা সহায়েও তোমাদিগের যে দুরবস্থার অপনোদন না হইত, একা হরিশ্চন্দ্রের দ্বারা তাহা পরিপূর্ণ হইয়াছে, সুতরাং তাঁহারে—অভীষ্ট দেবতার ন্যায় পিতার ন্যায় ও প্রাণদাতার ন্যায় স্মরণ করা কর্ত্তব্য। আমার আর অধিক বলা প্রয়োজনাভাব যদি তোমরা হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়-কৃত উপকারে কৃতজ্ঞ না হও, তাহা হইলে তোমরা কি বলিয়া মুখ দেখাইবে বলিতে পারি না এবং পরিণামে তোমাদের যে কি দুর্দ্দশা হইবে তাহারও ইয়ত্তা করা যায় না। [সারস্বতাশ্রম, ১৭৮২ শকাব্দা।]

ভারতবর্ষীয় সমাজ হইতে নিম্নলিখিত মহাশয়েরা হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মরণার্থ চিহ্ন স্থাপন জন্য ধন সংগ্রহার্থ কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর।	শ্রীযুক্ত দিগম্বর মিত্র।
,, রাজা প্রতাপনারায়ণ সিংহ বাহাদুর।	,, তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
,, রাজা সত্যশরণ ঘোষাল বাহাদুর।	,, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।
,, রায় হরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর।	,, কৃষ্ণকিশোর ঘোষ।
,, রমাপ্রসাদ রায় বাহাদুর।	,, প্যারীচাঁদ মিত্র।
,, বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর।	,, কিশোরীচাঁদ মিত্র।
,, রামগোপাল ঘোষ।	,, মৌলবী আবদুল লতীব।
,, রমানাথ ঠাকুর।	,, চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়।
,, যাদবকৃষ্ণ সিংহ।	,, ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায়।
,, কালীপ্রসন্ন সিংহ।	,, গিরীশচন্দ্র ঘোষ।
,, রাজেন্দ্রলাল মিত্র।	,, কৃষ্ণদাস পাল।
,, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।	,, জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়।

কালীপ্রসন্ন সিংহ সম্পাদিত 'পরিদর্শক'-সম্বন্ধে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের অভিমত

জীবনচরিতের ৫৫ পৃষ্ঠায় কালীপ্রসন্ন সিংহ সম্পাদিত 'পরিদর্শক' সম্বন্ধে দুই একটি কথা লিখিত হইয়াছে। সন ১২৬৯ সালের ১০ই অগ্রহায়ণ তারিখের সোমপ্রকাশে সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় 'পরিদর্শক'-সম্বন্ধে যে অভিপ্রায় প্রকটন করেন, পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল ঃ—

পরিদর্শকের সম্পাদক পরিবর্ত্ত

ও

কলেবরবৃদ্ধি।

এই অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম দিনাবধি পরিদর্শকের সম্পাদক পরিবর্ত্ত ও কলেবর বৃদ্ধি হইয়াছে। এ দুটীই আমাদিগের আনন্দের হেতু হইয়াছে। পরিদর্শক দৈনিকপত্র। পাঠকগণ দৈনিকপত্র দ্বারা বহু বিষয় অবগত হইবার বাসনা করেন। কিন্তু এতদিন উহার যেরূপ ক্ষুদ্র অবয়ব ছিল তাহাতে তাঁহাদিগের মনোরথ পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। এখন ইহার বৃদ্ধি হইয়াছে। এখন জ্ঞাতব্য অনেক বিষয় উহাতে সমাবেশিত হইবে। দ্বিতীয় আহ্লাদের বিষয় এই, শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ সম্পাদকতা ভার গ্রহণ করিয়াছেন। বঙ্গভাষার উন্নতি কল্পে তাঁহার সবিশেষ অনুরাগ ও যত্ন আছে। তিনি লাভার্থী নহেন। পরিদর্শকের আয়ের ন্যূনতা দর্শন করিলে

তিনি যে ভগ্নোৎসাহ হইবেন সে সম্ভাবনা নাই। বৃহদাকার পত্রের নিত্য কার্য্য সমাধান স্বল্প ব্যয়সাধ্য নয়, জগদীশ্বরের কৃপায় তাঁহার তৎসম্পাদন সামর্থ্যও আছে। আমরা প্রথমাবধি কয়েকখানি পরিদর্শক অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিলাম। যে যে প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে, প্রায় তাহার সমুদায়-গুলি অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। সম্বাদাদির বিষয়ে আমরা কিছু অপরি-তৃপ্ত আছি। এ বিষয়ে সাপ্তাহিক পত্রের ন্যায় পরিদর্শক যে পরোচ্ছিষ্ট-গ্রাহী হন, ইহা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। সম্পাদক মফস্বলে ও হাইকোর্ট প্রভৃতি স্থানে সম্বাদ সংগ্রহার্থ লোক নিয়োজিত করুন, এই আমাদিগের বিশেষ অনুরোধ। প্রথম দিবসের পরিদর্শকের প্রথম প্রস্তাবের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।* সম্পাদক সেইটী স্মরণ করিয়া কার্য্য করেন, এই আমাদিগের বাসনা। তাহা হইলে কেবল আমরা পরিতোষ লাভ করিব এরূপ নয়, বঙ্গদেশের মুখও উজ্জ্বল হইবে।

"অস্মদ্দেশীয় অধিকাংশ লোক সংবাদ পত্রের তাদৃশ সমাদর করেন না, অনেকে ইহার ফলোপধায়কতার বিষয়ও অবগত নহেন। যাঁহারা ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে সংবাদপত্র পাঠে আগ্রহাতি-শয় প্রকাশ করিতে দেখা যায় বটে, কিন্তু ইংরাজী পত্র পাঠেই তাঁহাদিগের সম্পূর্ণ ঔৎসুক্য নিবৃত্তি হয়। ইংরাজী পত্র না পাইলেও তাঁহাদিগের বাঙ্গালা পত্র পাঠ করিতে ভক্তি জন্মে না। তাহার কারণ এই যে, বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের অধিকাংশই অসার ও অকর্ম্মণ্য, কেহ কেহ ইংরাজী পত্র হইতে এক মাসের পুরাতন সংবাদ অনুবাদ করিয়া কাগজ পূর্ণ করিয়া থাকেন, কোন কোন বাঙ্গালা সংবাদপত্র কোন একখানি ইংরাজী পত্রের কিয়দংশের অনুবাদ মাত্র বলিলেও অসংগত হয় না। কোন কোন সম্পাদক হিতৈষিতা বিস্মৃত হইয়া কেবল পাঠকবর্গের মনোরঞ্জনেই ব্যাপৃত আছেন। ইংরাজী পত্রের মুখপ্রেক্ষী নহে এরূপ বাঙ্গালা সংবাদ পত্রই নাই। বিশেষতঃ ইংরাজী পত্রের যতদূর সংবাদ সংগ্রহ ও যতদূর সুবিধা হয়, বাঙ্গালা পত্রের ততদূর সংবাদ সংগ্রহ ও সুবিধা হইবার উপায় নাই, ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ অধিকাংশ ব্যক্তিই উক্ত কারণে বাঙ্গালা সংবাদ পত্র পাঠে তাদৃশ আস্থা প্রদর্শন করেন না। ফলতঃ ইহা তাঁহাদের সম্পূর্ণ ভ্রম, কারণ বাঙ্গালিদিগের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার সমুদায়ই ইংরাজ জাতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, ইংরাজেরা কোন বস্তু বা ব্যাপারকে নিতান্ত দূষণীয় অথবা আদরণীয় বিবেচনা করেন, হয়ত আমরা দেশ ও অবস্থা ভেদে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত বিবেচনা করিয়া থাকি। বিশেষতঃ অমুক জাহাজ অমুক স্থানে আসিয়াছে, অমুক দিন অমুক জাহাজ কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে গমন করিবে, ইংরাজী পত্রে

* প্রস্তাবটী কালীপ্রসন্নের স্বরচিত বলিয়া বোধ হয়।—গ্রন্থকার।

এই সমস্ত পাঠ করিয়া ইংরাজের উপকার হয় বটে, কিন্তু তাহাতে বাঙ্গালির কি উপকার হইতে পারে? ফলতঃ বাঙ্গালা পত্রে বাঙ্গালির উপযোগী যত উত্তম বিষয় প্রকাশিত হয়, ইংরাজি পত্রে ততদূর প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। ইংরাজেরা বাঙ্গালিদিগের ন্যায় বাঙ্গালার রীতি নীতি ও প্রকৃতি অবগত নহেন, সুতরাং দেশহিতৈষী বাঙ্গালি সম্পাদক বাঙ্গালিদিগের মন যত শীঘ্র আবর্জ্জিত করিয়া সৎপথে স্থাপন করিতে পারেন, ইংরাজেরা তত শীঘ্র পারিয়া উঠেন না। বিশেষতঃ যে ভাষা সাধারণের বোধগম্য হইতে পারে, সেই ভাষাতেই সংবাদ পত্র প্রচার করা উচিত. কারণ কোন একটী হিতকর প্রস্তাব উপস্থিত করিলে সাধারণে তাহা অবিলম্বে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দোষ গুণ বিচার করিতে পারেন। অধুনা বঙ্গদেশে যে কয়েকখানি বাঙ্গালা পত্র প্রচার হইতেছে প্রায় তৎসমুদায়েরই অবয়ব ক্ষুদ্র. সুতরাং তাহাতে সংবাদ পত্রের উপযোগী সমুদায় বিষয় প্রকাশিত হওয়া দুর্ঘট হইয়া পড়ে। এই কারণে আমরা এই পরিদর্শকের কলেবর বৃদ্ধি করিলাম। বাঙ্গালিদিগের উপযোগী যে সকল বিষয় অন্যান্য ক্ষুদ্র বাঙ্গালা পত্রে প্রকাশ হইয়া উঠিত না তাহাও ইহাতে প্রচারিত হইবেক। যে সকল কারণে বাঙ্গালা পত্রে সাধারণের অনাস্থা জন্মিয়াছে, যাহাতে সেই সকল কারণ সম্পূর্ণরূপে অপনীত হয়. তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান হইব। আমরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে. জ্ঞানপূর্ব্বক সত্যপথ হইতে বিচলিত হইব না. যাহাতে কোন বিষয়ের অতিবর্ণন না হয়. তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান হইব. যদিও পৃথিবীর কোন মনুষ্যই পক্ষপাতের হাত এড়াইতে পারেন না. তথাপি আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, জ্ঞান পূর্ব্বক কখন পক্ষপাত দোষে লিপ্ত হইব না। যাহাতে দেশের কুসংস্কাররাশি নিরাকৃত হয়. তদ্বিষয়ে নিয়ত নিযুক্ত থাকিব. দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন. অজ্ঞানান্ধ ভ্রাতৃগণকে জ্ঞাননেত্র প্রদান করা. পরাপকারী ও প্রজাপীড়ক দুরাত্মাদিগের দৌরাত্ম্য নিবারণ এই সমস্ত কার্য্যই আমাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য। আমরা পাঠকদিগের নিকট নিতান্ত অপরিচিত নহি. আমরা শিশুকাল হইতে বাঙ্গালি সাহিত্যের যারপর নাই সেবা করিতেছি: পরন্তু তাহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না। তবে এক্ষণে এইমাত্র প্রত্যাশা করা যাইতে পারে যে. যদ্যপি দেশহিতৈষী মহাশয়গণ আমাদিগকে সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করেন, তাহা হইলে আমাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে অধিককাল বিলম্ব হইবে না।”

স ং যো জ ন

হুতোম প্যাঁচার

কলিকাতার নক্‌শা

চড়ক।

প্রথম খণ্ড।

"উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোপি সমানধর্ম্মা।
কালোহ্যয়ং নিরবধির্ব্বিপুলা চ পৃথ্বী॥"

ভবভূতি।

আশমান।

রামপ্রেসে মুদ্রিত।

নং ৮৪ হুকো রাম বসুর ইষ্ট্রীট।

মূল্য পয়শায় দুখানা।

সহৃদয়কুলচূড়

পূজনীয় শ্রীল মূলুকচাঁদ শর্ম্মা মহাশয়ের

স্বদেশ,

সাহিত্য ও সমাজের প্রিয় চিকীর্ষা নিবন্ধন

বিনয়াবনত

দাস শ্রীহুতোম প্যাঁচা কর্ত্তৃক

(তাহার এই প্রথম রচনাকুসুম)

শ্রীচরণে

অঞ্জলি প্রদত্ত হইল।

১৭৮৩ শক।

বিজ্ঞাপন।

হুতোম প্যাঁচা এখন মধ্যে মধ্যে ঐ রূপ নক্‌শা প্রস্তুত করবেন। এতে কি উপকার দর্শিবে, তা আপনারা এখন টের পাবেন না; কিন্তু কিছু দিন পরে বুজ্‌তে পারবেন। হুতোমের কি অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু হয় ত সে সময় হতভাগ্য হুতোম্‌কে দিনের ব্যালা দেখ্‌তে পেয়ে কাক ও ফর্‌মাসে হারামজাদা ছেলেরা ঠোঁট ও বাঁস দিয়ে, খোঁচা খুঁচি করে মেরে ফেলবে সুতরাং কি ধিক্কার কি ধন্যবাদ হুতোম কিছুই শুনতে পাবেন না।

উনবিংশ শতাব্দীতে কলিকাতার চড়ক পর্ব্বাহ।

সহরের চারি দিকেই ঢাকের বাদ্দি শুনা যাচ্চে চড়্‌কির পীট সড়্‌ সড়্‌ কচ্চে, কামারেরা ফরমাশ মত বাণ. দশলকি. সুতশোন, কাঁটা ও বঁটি প্রস্তুত কচ্চে; সর্ব্বাঙ্গে গয়না, পায়ে নূপুর, মাতায় জরির টুপি, চন্দ্রহার আর সিপাই পেড়ে ঢাকাই সাড়ি মাল্লকোচা করে পরা. ছোবানে তারকেশ্বরে গামছা হাতে, বিল্লপত্র বাঁদা সুত গলায় যত ছুতর. গয়লা, গন্ধবেণে ও কাঁশারির আনন্দের সীমা নাই। "আমাদের বাবুদের বাড়ি গাজোন।" দুলে বেহারা, হাড়ি ও কাওরারা নূপুর পায়ে উত্তরি সুতা গলায় নিজ নিজ বীরব্রতের ও মহত্ত্বের গৌরবের স্তম্ভস্বরূপ বাণ ও দশলকি হাতে করে প্রত্যেক মদের দোকানে, বেশ্যালয়ে ও লোকের উঠানে ঢাকের সঙ্গতে নাচ্‌তে লেগেচে। ঢাকীরা ঢোয়েতে চামর. পাকির পালক. ঘণ্টা ও ঘুমুর বেঁদে পাড়ায় পাড়ায় বাজিয়ে বাজিয়ে সন্ন্যাসী সংগ্রহ কর্চ্ছে। গুরু মহাশয়ের পাঠশালা বন্দ হয়ে গিয়েচে: ছেলেরা গাজন তলাই বাড়ি করে তুলেচে; আহার নাই, নিদ্রা নাই, ঢাকের পেচোনে পেচোনে রপ্‌টে রপটে ব্যাড়াচ্চে। কখন "বলে ভদ্দেশ্বরে শিবো মহাদেব" চীৎকারের সঙ্গে যোগ দিতেছে। কখন ঢাকের টোয়ের চামর ছিড়্‌ছে, কখন পেছনটা দুম্‌ দুম্‌ করে বাজাচ্চে; বাপ মা শশব্যস্ত. একটা না ব্যারাম কল্লে হয়!

ক্রমে দিন এসে পল্লো. আজ বৈকালে কাঁটা ঝাপ। চার পুরুষের বুড় মুল সন্ন্যাসী কাণে বিল্লপত্র গোজা. হাতে এক মুট বিল্লপত্র নিয়ে ধুক্‌তে ধুক্‌তে বাবুর বৈটকখানায় উপস্থিত। সে নিজে কাওরা হলেও আজ শিবত্ব পেয়েচে, সুতরাং বাবুকে নমস্কার কর্ত্তে হলো। মুল সন্ন্যাসী এক পা কাদা শুদ্ধ ধোব ফরাশের উপর দিয়ে গিয়ে বাবুর মাতায় আশীর্ব্বাদী ফুল ছোঁয়ালেন, বাবু তটস্থ!

ক্রমে বৈটক্‌খানার মেকাবি ক্লাকে টাং টাং টাং করে পাঁচটা বাজ্‌লো. সূর্য্যের উত্তাপের হ্রাস হয়ে আস্‌তে লাগ্‌লো; ফির্‌তি ধুলভরা কুটি-ওয়ালারা দেখা দিতে লাগ্‌লেন। গাজন তলা লোকারণ্য হয়ে উঠ্‌লো, ঢাক বাজ্‌তে লাগ্‌লো, শিবের কাছে মাতা চালা হচ্চে. সন্ন্যাসীরা উপু হয়ে বসে মাতা ঘোরাচ্চে, কেহ ভক্তি সহকারে হাটু গেড়ে উপুড় হয়ে পড়েচে। শিবের বামণ কেবল গঙ্গাজলেব ছিটে দিচ্চে. প্রায় আদ্‌ ঘণ্টা মাতা চালা হলো তবু ফুল আর পড়ে না। কি হবে বাড়ি ভিতরে খবর গেলো; গিন্নিরা পরস্পর বিষণ্ণবদনে "কোন অপরাধ হয়ে থাক্‌বে" বলে একবারে মাতায় হাত

দিয়ে বসে পড়লেন। উপস্থিত দর্শকেরা "বোধ হয় মূল সন্ন্যাসী কিছু খেয়ে থাকবে," "সন্ন্যাসীর দোষেই এই সব হয়;" এই বলে নানাবিধ তর্ক বিতর্ক আরম্ভ করিল; অবশেষে গুরু পুরুৎ ও গিন্নির এক মতে বাড়ির কর্ত্তা বাবুকে বাঁদাই স্থির হলো, এক জন ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসী পাঁচ জন দৌড়ে গিয়ে বাবুর কাছে উপস্থিত, "মোশায়কে একবার গাতুলে শিবতলায় যেতে হবে," "ফুল ত পড়ে না," "সন্ধ্যা হয়," বাবুর ফিটন্ প্রস্তুত, পোশাক পরা, রুমালে বোকো মেকে বেরোন আর কি শুনেই অজ্ঞান! কি করেন, সাত পুরুষের ক্রিয়া কাণ্ড বন্দ করা হয় না, অগত্যা "পায় না পেলের" চাপকান পরেই চল্লেন। বাবুকে আসতে দেখে দেউড়ির দরয়ানেরা আগে আগে সারগেতে চল্লো। মো-সাহেবেরা বাবুর সমূহ বিপদ্ মনে করে বিষণ্ণ বদনে বাবুর পেচোনে পেচোনে যেতে লাগলো।

সজোরে ঢাক ঢোল বেজে উঠলো, সকলে উচ্চস্বরে "ভদ্দেশবরে শিবো মহাদেব" বলিয়া চীৎকার করতে লাগলো; বাবু শিবের সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম কল্লেন, বড় বড় হাত পাখা দুপাশে চলতে লাগলো; বিশেষ কারণ না জানলে অনেকে বোধ কর্ত্তে পারতো যে, আজ বাবু বুঝি নরবলি হবেন, অবশেষে বাবুর দুহাত একত্র করে ফুলের মালা জড়িয়ে দেওয়া হলো। বাবু কাঁদ কাদ মুখ করে রেশমি রুমাল গলায় দিয়ে একধারে দাঁড়িয়ে রইলেন, পুরোহিত "বাবা ফুল দাও" "বাবা ফুল দাও," বারংবার বলতে লাগলো; এক ঘটি গঙ্গাজল পুনরায় শিবের মাতায় ঢালা হলো, সন্ন্যাসীরা সজোরে মাতা ঘুরুতে লাগলো; আদঘণ্টা এই রূপ কষ্টের পর শিবের মাতা থেকে এক বোঝা বিল্লপত্র সরে পড়লো, সকলের আনন্দের সীমা নাই "বলে ভদ্দেশবরে শিবো" বলে চীৎকার হতে লাগলো। সকলেই বলে উঠলো, "না হবে কেন কেমন বংশ!" ঢাকের তাল ফিরে গেলো, সন্ন্যাসীরা নাচতে নাচতে কাচের পুকুর থেকে পবশু দিনের ফ্যালা কত গুল বঁইচির ডাল তুলে আনলে। গাজোন তলায় বিশ আঁটি বিছালি বিছানো ছিল, কাঁটার ডাল গুল তার উপর রেখে বেতের বাড়ি ঠ্যাঙ্গান হলো, ক্রমে সব কাঁটা গুলি মুখে মুখে বসে গেলে পর পুরুৎ তার উপর গঙ্গাজল ছিড়িয়ে দিলেন। দুজন সন্ন্যাসী ডবল গামছা বেঁদে তার দুদিকে টানা ধল্লে, সন্ন্যাসীরা ক্রমান্বয়ে তার উপর ঝাপ খেয়ে পড়তে লাগলো। দর্শকেরা দেখে একবারে আচর্য্য হতে লাগলেন; উঃ! "শিবের কি মাহাত্ম্য!" কাঁটা ফুটলে বলবার যো নাই। দর্শকের মধ্যে দু এক জন বান্ধ ও কুটেল চোরা গোপ্তান মাচ্চেন, অনেকে দেবতাদের মত অন্তরীক্ষে রয়েচেন, মনে কচ্চেন বাজে আদায়ে দেখে নিলুম, কেউ জান্তে পাল্লে না কিন্তু আমরা সব দেখতে পাই। ক্রমে সকলের ঝাপ খাওয়া ফুরুলো; এক জম আপনার বিক্রম জানাবার জন্য চিৎ হয়ে উলটো ঝাপ খেলে; সজোরে ঢাক বেজে উঠলো, দর্শকেরা

কাঁটা নিয়ে টানা টানি কত্তে লাগ্‌লেন, গিন্নি বলে দিয়েছেন, "কাঁটার এমনি গুণ ঘরে রাখ্‌লে এ জন্মে বিছানায় কখন ছারপোকা হবে না।"

কাঁশোর ঘণ্টার শব্দ থামলো, পথের সমুদায় গ্যাসের আলো জালা হয়েছে; "বেল ফুল!" "বরফ্‌!" "মালাই!" চীৎকার শুনা যাচ্চে। সোখীন কুটিওয়ালা মুখে হাতে জল দিয়ে জল যোগ করে সেতারটী নিয়ে বসেছেন। পাশের ঘরে ছেলেরা চীৎকার করে "এ বগ্‌ এক নীচের ঘর" "এ ন্যাপ্‌ এক অল্প নিদ্রা" "এ ডল্‌ এক ক্ষুদ্র বালকের খেলিবার ঘড়ি" "এ দাঁ এক গন্ধবেণে" বলিয়া চীৎকার করে পাঠ কচ্চে, স্যাক্‌রারা দুর্গপ্রদীপ সাম্‌নে নিয়ে রাংঝাল দিবার উপক্রম করেছে, এমন সময় সজোরে ঢাক বেজে উঠ্‌লো, "বলে ভদ্দেশ্বরে শিবো" বলে সন্ন্যাসীর নাচ্‌নি, ব্যাপার খানা কি? "উঃ বটে! বটে,!" এবারে ঝুল্‌ সন্ন্যাস; ভারা টারা বাঁদা শেষ হয়েছে; ক্রমে সন্ন্যাসীরা খড়ে আগুণ জেলে ভারার নীচে ধল্লে, এক জনকে তার উপর পানে পা করে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো, তার মুখের কাছে আগুণের উপর গুড় ধুণ ফেল্‌তে লাগ্‌লো। সাবাস্‌, ঢাকের বাদ্যির সঙ্গে প্রশংসা, একে একে ঐ রকম করে দুল্লে ঝুল সন্ন্যাস সমাপন হলো। আদ্‌ ঘণ্টার মধ্যে আবার সহর জুড়ুলো, পূর্ব্বের সেতার বাজ্‌তে লাগ্‌লো, "বেলফুল!" "বরফ্‌!" "মালাই"ও যথামত বিক্রি কর্‌বার অবসর হলো।

আজ নীলের রাত্রি, তাতে আবার শনিবার, আজ ওদের গাজোন তলায় চিতপুরের হর, ওদের মাটে শিঙ্গির বাগানের প্যালা, ওদের পাড়ায় মেয়ে পাঁচালি, আজি সহরের গাজোন তলায় ভারি ধুম, মদের দোকান খোলা না থাক্‌লেও সমস্ত রাত্রি মদ্‌ বিক্রি হবে, গাঁজা অনবরত উড়্‌বে, কেবল কাল সকলে "ঘোষেরা পাতকোতলার বড় পেতলের ঘটিটী পাচ্চে না" "পালেদের এক ধামা পেতলের বাসন গেছে ও বেনেদের সর্ব্বনাশ হয়েছে, শুন্‌তে পাবেন।" আজ কার সাধ্য নিদ্রা যায়, থেকে থেকে কেবল ঢাকের বাদ্যি, সন্ন্যাসীর হোর্‌রা ও "বলে ভদ্দেশ্বরে শিবো মহাদেব" বলিয়া চীৎকার।

গিজ্জার ঘড়িতে ঢুং টাং ঢং ঢুং টাং ঢং ঢুং টাং ঢং করে চারটে বেজে গিয়েছে, বারফট্‌কা বাবুরা ঘরমুখ হয়েছেন, উড়ে বেহারারা ময়দার দোকানে ময়দা পিস্‌তে আরম্ভ করেছে, গ্যাসের আলোর আর তত তেজ নাই, ফুর-ফুরে হাওয়া উঠেছে, বেশ্যালয়ের বারাণ্ডার কোকিলরা ডাক্‌তে আরম্ভ করেছে, দু একবার কাকের ডাক কোকিলের আওয়াজ ও রাস্তার বেকার কুকুরগুলোর খেউ খেউ রব ভিন্ন এখনও এই মহানগর যেন লোকশূন্য, "রামের মা চল্‌তে পারে না," "ওদের ন বৌ টা কি বজ্জাত মা," "মাগি যেন জক্কি" প্রভৃতি নানা কথার আন্দোলনে দুই এক দল মেয়ে মানুষ গঙ্গাস্নান কর্ত্তে বেরিয়েছেন। চিৎপুরের কসাইরা মটন্‌চাপের ভার নিয়ে চলেছে। (সেবারে চিৎপুরে আগুণ লাগাতে অনেক ভদ্রসন্তান গাড়ি কোরে রাই নিয়ে

ছুটে ছিলেন) পুলিসের "রাতকানা সার্জ্জন," "ঠোটকাটা দারোগা," "নুলো জমাদার," "কুরুণ্ডে পাহারাওয়লা," গরিবের যম মহাশয়েরা রোঁদ সেরে মস্ মস্ করে থানায় ফিরে যাচ্চেন, সকলেরই সিকি, আদুলি, পয়সা ও টাকায় ট্যাঁক্ ও পকেট পরি পূর্ণ। হুজুরদের কাছে চ্যালা কাটখানা, তামাক ছিলেমটে ও পানের খিলিটে ফেরে না। অনেকের মনের মত হয় নাই বলে সহরের উপর চটেছেন, রাগে গা গস্ গস্ কচ্চে. মনে মনে নতুন ফিকির আঁটতে আঁটতে চলেচেন। কাল সকালেই এক জন নিরীহ ভদ্রসন্তানের প্রতি কার্দ্দানি ও ক্যারামত জাহির করবেন। সুপরিনটেনডেন্ট সাহেব সাদা লোক কোর কাপ বোঝেন না চার পাঁচ জন ফ্রেণ্ড নিয়তই কাচে থাকে, "হারমোনিয়ম" ও "পাইনো" বাজিয়ে ও কুকুর নিয়ে খ্যালা করেই কাল কাটান, সুতরাং দারোগামহলে একাদশ বৃহস্পতি!

গুপুস্ করে তোপ পড়ে গ্যালো, কাকগুলো কাকা করে বাসা ছেড়ে ওড়বার উজ্জুগ কল্লে। বড় বড় হিন্দুচূড়ামণি দলপতি বাবুদের নিজ নিজ রক্ষিত মেয়ে মানুষদের রোজ সই হলো। কেউ পাল্‌কি, কেউ গাড়ি করে বাড়ি বিদেয় হলেন। বাবু প্রাতঃস্নান করবার উজ্জুগ কর্ত্তে লাগলেন। আজ সকালে বড় কাজ, কমলা গাচির গোপাল ন্যায়রত্ন পিরিলির বাড়ি বিদেয় নিয়েচেন, সুতরাং তাঁকে দল থেকে ছাঁটা হবে। বাগাম্বর মিত্র বিধবা বিয়েয় গিয়েছিলেন, সেথায় খানা খেয়েইচেন, তার ভুল নাই। কারণ "গাঁয়ুলি মশায় বলচেন, বিধবাবিয়েয় মণ্ডার পরিবর্ত্তে হাঁসের আণ্ডা ও দধির বদলে বিয়ার দিয়ে বিধবাদলের ভট্টাচার্য্যরা ফলার করে থাকেন" সুতরাং তাঁকে কিরূপে ভাগনের বিয়ের সামাজিক দেওয়া হয়. গাঁয়ুলি মশাই ত মিচে কথা কবার লোক নন।

ক্রমে ফরসা হয়ে এলো, মাচের ভারিরা দৌড়ে আসতে লেগেচে, মেচুনিরা ঝগড়া কত্তে কত্তে তার পেচু পেচু দৌড়েছে। টুলো পুজুরি ভট্‌চাজ্জিরে কাপড় বগলে করে স্নান কর্ত্তে চলেচে, আজ তাদের বড় ত্বরা, যজমানের বাড়ি সকাল সকাল যেতে হবে অথচ পরামাণিকের পাদোদকের চারি আনা পয়সাও ছাড়া হবে না। এর মধ্যে কেউ কেউ আবার ভাবী ভগবান্ কল্কি অবতারের অগ্রজ হঠাৎ অবতারের সভাসদ্ তাঁকে একবার বাবুর কাছে হাজরে দিতেই হবে। বাবু—ও গলির "জপের বাড়ি" থেকে উঠে এসেই দেখবেন যে, বৈটক খানা লোকারণ্য গুরু, পুরুৎ, দলস্থ, মোসাহেব, উম্মেদার, কন্যাদায়, দালাল, আইবুড়, অন্নদাস গিস্ গিস্ কচ্চে। ভাগিনে, জামাই ও পিস্তুত ভেয়েরা গোকুলের শাঁড়ের মত চুল ফিরিয়ে বুক ফুলিয়ে ব্যাড়াচ্চে।

ময়লার গাড়ি দ্যাখ দিয়েচেন, এ'রা গবর্মেণ্টের পুষ্যি পুত্র, এ'দের প্রসাদে রাস্তায় লোকের চলা ভার, লাট্‌কেও ভ্রূক্ষেপ নাই। আদ্‌বুড়ো বেতোরা

মর্নিং ওয়াকে ধেরুচ্চেন, উড়ে বেহারারা দাঁতন হাতে করে স্নান কর্ত্তে দৌড়েছে, ক্রমে সুর্য্য উদয় হলেন।

সেক্‌সন লেখা কেরাণির মত কলুর ঘাণির বলদ বর্দাজ হলে—পাগ্‌ড়ি বাঁধা দলের প্রথম উসুগ্ল—সিপ্‌সরকার ও বুকিং ক্লার্ক দেখা দিলেন. কিছু পরেই পরামাণিক ও রিপু কর্ম্ম বেরুলেন, আজ গবর্মেণ্টের আফিস বন্দ সুতরাং আমরা ক্লার্ক. ক্যারাণ. বুক্‌কিপার ও হেড্‌রাইটরদিগকে দেখ্‌তে পেলেম না কিন্তু দালালের অব্যাহতি নাই, দালাল সকালে না খেয়েই বেরিয়েচে, হাতে কাজ কিছুই নাই. অথচ যে রকমে হক্‌না চোটাখোর—বেণের ঘরে ও টাকাওয়ালার বাড়িতে এক বার যেতেই হবে. "কার বাড়ি বিক্রি হবে," "কার বাগানের দরকার," "কে টাকা ধার করবে" তাহারই খপর রাখা দালালের প্রধান কাজ, অনেক চোটাখোর বেণে ও ব্যাভার--বেণে সহরে বাবুরা দালাল চাকর রেখে থাকেন, দালালেরা শীকার ধরে আনে, বাবু আড়ে গেলেন।

চাকোর দালালদের উপর আর একটী বড় বিশ্বাসের কাজ দেওয়া আছে, সেটিতে কেবল "বুটিপনা" ও "ডিকক্‌সেনর" মূল্য বৃদ্ধি করে।

দালালি কাজটা ভাল. "নেপো মারে দইয়ের মতন" বিলক্ষণ গুড় আছে. অনেক ভদ্র লোকের ছেলেকে গাড়ি ঘোড়ায় চড়ে দালালি কর্ত্তে দ্যাখা যায়, অনেক "রেস্তহীন মুচ্ছুন্দী" "চার বার ইনসালভেণ্ট" এখন দালালী ধরেছেন, অনেক "পদ্মলোচন" দালালীর দৌলতে "কলাগেছে থাম" ফেঁদে ফেল্লেন. এঁরা বর্ণচোরা আঁব্‌, এঁদের চেনা ভার না পারেন হেন কর্ম্ম নাই! পেসাদার চোটাখোর বেণে ও ব্যাভার—বেণে বড় মানুষের ছলনারূপ নদীতে বেউতী জাল পাতা থাকে, দালাল বিশ্বাসের কলসী ধরে গা ভাসান দে জল তাড়া দেন. সুতরাং মনের মতন কটাল হলে চুনো পুটীও এড়ায় না।

ক্রমে গির্জ্জের ঘড়ীতে ঢং. ঢং, ঢং, করে সাতটা বেজে গেলো, সহরে কান পাতা ভার, রাস্তা লোকারণ্য, চারি দিকে ঢাকের বাদ্যি, ধুনোর ধোঁ, আর মদের দুর্গন্ধ, সন্ন্যাসীরা বাণ, দশলকি, সুতশোণ, সাপ, ছিপ ও বাঁশ ফুঁড়ে এক বারে মরিয়া হয়ে নাস্তে নাস্তে কালীঘাট থেকে আস্‌তে লেগেচে, বেশ্যালয়ের বারাণ্ডা ইয়ার গোচের ভদ্র লোকে পরিপূর্ণ, "থিয়েটারের অ্যামেতিওর." "সকের দলের পাঁচালি ও হাপ্‌ আকড়াইয়ের দোয়ার." "গুল গার্ডনের মেম্বারই" অধিক। এঁরা গাজোন দ্যাখবার জন্য ভোরের বেলা এসে জমেছেন।

এ দিকে রকমারি বাবু বুঝে বড় মানুষদের বৈটকখানাও সরগরম হোচ্চে, কেউ শিভিলিজেসনের অনুরোধে চড়ক হেট্‌ করেন, কেউ কেউ নিজে ব্রাহ্ম হইয়েও "সাত পুরুষের ক্রিয়া কাণ্ড" বলেই চড়কে আমোদ করেন, বাস্তবিক তিনি এতে বড় চটা. কি করেন, বড় দাদা, সেজো পিসে বর্ত্তমান, আবার ঠাকুরমার এখনো কাশীপ্রাপ্তি হয় নাই।--অনেকে চড়ক, বাণ ফোঁড়া, তরওয়াল ফোঁড়া দেখ্‌তে ভাল বাসেন, প্রতিমা বিসর্জ্জনের দিন "পৌত্তুর"

"ছোট ছেলে" ও "কোলের মেয়েটিকে" সংগে নিয়ে "ভাসান" দেখ্‌তে বেরোন। অনেকের লুকিয়ে দেখা রোগ আছে। অনেকে "বুড়ো মিন্‌সে" হইয়েও "হীরে বসান টুপী" জরির বুকে কারচোপের কর্ম্ম করা "কাবা" ও গলায় মুক্তর মালা, হীরের কণ্ঠী, দুহাতে দশটা আংটী পরে "খোকা" সেজে বেরুতে লজ্জিত হন না; হয় ত তার প্রথম পক্ষের ছেলের বয়স ষাট বৎসর, ভাগনেদের চুল পেকে গ্যাছে।

আবার সহরের ইংরাজি কেতার বাবুরা এখন দুটি দল হয়েছেন. প্রথম দল উচুকেতা সাহেবের "গোবোরের বষ্ট"। "দ্বিতীয় ফিরিঙ্গীর জঘন্য প্রতিরূপ।" প্রথম দলের সকলি ইংরাজি কেতা. টেবিল চেয়ারের মজ্‌লিস, পেয়ালা করা চা, চুরট, জগে করা জল, ডিকান্‌টরে ব্রান্ডী ও কাচের গ্ল্যাস, সোলার ঢাক্‌নি সালু মোড়া, হরকরা, ইংলিসম্যান ও ফিনিক্স সামনে থাকে" "পোলিটিক্‌স" ও বেষ্টনিউস্‌ আবদি ডে নিয়েই সর্ব্বদা আন্দোলন। "টেবিলে" খান "কমোডে" হাগেন এবং কাগজে পোঁদ পোঁচেন। সহৃদয়তা, দয়া, পরোপকার, নম্রতা প্রভৃতি বিবিধ সদ্গুণে ভূষিত, কেবল সর্ব্বদাই রোগ, মদ খেয়ে খেয়ে জুজু, ও স্ত্রীর দাস, উৎসাহ, একতা, উন্নতীচ্ছা একবারে হৃদয় হতে নির্ব্বাসিত হয়েছে "এ'রা ওল্‌ড ক্ল্যাশ।"

দ্বিতীয়ের মধ্যে কতকগুলি সাপ হতেও ভয়ানক, বাঘের চেয়েও হিংস্র; বল্‌তে গেলে তারা এক রকম ভয়ানক জানোয়ার। চোরেরা যেমন চুরি কর্ত্তে গেলে মদ ঠোঁটে দিয়ে গন্ধ করে মাতাল সেজে যায়, এ'রা সেই রূপ কেবল স্বার্থ সাধনার্থ, স্বদেশের ভাল চেষ্টা করেন, "ক্যামন করে আপনি বড়লোক হব" "ক্যামন করে সকলে পায়ের নীচে থাক্‌বে, এই এ'দের নিয়ত চেষ্টা। পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে আপনার গোপে তেল দেওয়াই এ'দের "পলিসি"—দাতব্য দূর পরিহার। চার আনার বেসী দান নাই। কেউ ধার্ম্মিকের সম্পর্ক রাখেন সুতরাং আপন আস্তানায় টাকার দর্‌গা করে কাছা খুলে ফয়তা দিচ্ছেন, লোকে জানুক্‌ মোল্লাজী বড় বুজ্‌রুক! কিন্তু জবায়ের বেলা গরু বাচুর এড়ায় না। এক জন হিন্দু বামুন এই মোল্লাজীর হাত থেকে একটি ভগলপুরে বাছুর বড় বাঁচিয়ে ছিলেন, তাঁরেই বলিহারি। এদের মধ্যে যিনি রেস্ত কম, কি ব্রোক্‌, তিনি আবার ভয়ানক লোক, ধুলে যেমন জুতো দিয়ে মাড়ালেও মাথায় ওঠে, এরা তা হতে অপকৃষ্ট ও ইতর।

কেউ ইংরিজি লেখা পড়া শিখে বড় চাকরি বা স্বাধীন রোজকার পেয়ে কলে কৌশলে "শরীরের অর্দ্ধেক হতে প্রিয় বস্তু" পরকে ব্যবহার কর্ত্তে দিয়ে আজ আন্ডীল হয়ে অনেক চাল চাল্‌চেন তার সে দিন আর মনে নাই তবু এখনও টাকার গন্ধ রয়েছে, কিছু বাসি হলে পৃথিবী রসাতলে যাবে।

সকাল বেলা সহরের বড় মানুষদের বৈঠকখানা বড় সরগরম থাকে,

কোথাও উকীলের বাড়ির হেড্ কেরাণি, তীর্থের কাকের মত বসে আছেন। তিন চারিটি "ইক্ুটী" দুটা "কমন্ লা" আদলতে ঝুল্‌ছে। কোথাও পাওনাদার, বিলসরকার, উট্‌নোওয়ালা মহাজন, খাতা, বিল ও হাতচিটা নিয়ে তিন মাস হাঁটছে, দেওয়ানজী কেবল আজি না কালি কচ্চেন। "শমন", ওয়ারিন, "উকীলের চিঠী" ও "সফিনে" বাবুর অলঙ্কার হয়েছে। নিন্দা, অপমান তৃণ জ্ঞান। প্রত্যেক লোকের চাতুরী, ছলনা মনে করে অন্তর্দ্দাহ কচ্চে "য্যায়সা দিন নেহি রহেগা," অঙ্কিত আংটি আঙ্গুলে পরেচেন কিন্তু কিছুতেই শান্তি লাভ কত্তে পাচ্চেন না। তার পক্ষে এই সহর সসর্প গৃহতুল্য হয়েছে। তিনি য বার পা ফেল্‌চেন তবারি যেন আতঙ্কে সাপে কামড়ালে বোধ হচ্চে, তিনি সকলকেই নিজ শত্রু নিশ্চয় করেছেন, এ সংসারে এমন এক জন নাই যে, তাঁরে সময়ে সান্ত্বনা করে।

ক্রমে রাস্তায় লোকারণ্য হয়েছে, চৌমাথার বেণের দোকান লোকে পুরে গেছে। নানা রকম রকম বেশ করা কফ ও কলর ওয়ালা কামিজ, রুপোর বগ্‌লস আঁটা, সাইনিং লেদর, কারো ইণ্ডিয়া রবর আর চাইনা কোট, হাতে ইষ্টিক, ক্রেপের চাদর, চুলের গাড চেন গলায়, আলবার্ট্ ফেসনে চুল ফেরানো। কলিকাতা সহর রত্নাকর বিশেষ, না মেলে এমন জানওয়ারি নাই। রাস্তার দু পাশে অনেক আমোদগেড়ে মহাশয়েরা দাঁড়িয়েছেন: ছোট আদালতের উকীল, সেকস্‌ন রাইটর, টাকা ওয়ালা গন্ধবেণে, তেলী ঢাকাই কামার, আর ফলারে জজ্‌মেনে বামুনই অধিক, কারু কোলে দুটি মেয়ে, কারু তিনটে ছেলে। চিতপুরের বড় রাস্তা মেঘ কল্লে কাদা হয়, ধুলোয় ধুলো, তার মধ্যে ঢাকের গট্‌রার সঙ্গে গাজন বেরিয়েছে। প্রথমে দুটো মুটে একটা বড় পেতলের পেটা ঘড়ি বাঁশে বেঁদে কাঁদে করেছে, কতকগুলো ছেলে মুগুরের বাড়ি বাজাতে বাজাতে চলেচে। তার পেচোনে এলো মেলো নিশেনের শ্রেণী। মধ্যে হাড়িরা দল বেঁদে ঢোলের সঙ্গেতে "ভোলা বোম্ ভোলা বড় রঙ্গিলা ল্যাংটা ত্রিপুরারী শিরে জটাধারী ভোলার গলে দোলে হাড়ের মালা," ভজন গাইতে গাইতে চলেচে, তার পেছনে বাবুর অবস্থামত তকমাওয়ালা দরওয়ান, হরকরা, সেপাই মধ্যে সর্ব্বাঙ্গে ছাই ও খড়ি মাখা, টিনের সাপের ফণার টুপি মাথায় শিব ও পার্ব্বতী সাজা সং, তার পেছনে কতক সন্ন্যাসী দশলকী ফুড়ে ধুনো পোড়াতে ও নাচ্‌তে নাচ্‌তে চলেছে। পাশে বেণোরা জিবে হাতে বাণ ফুড়ে চলেচে লম্বা লম্বা ছিপ উপরে শোলার চিংড়ি মাছ বাঁধা সেটকে সেট ঢাক ড্যানাক্ ড্যানাক্ করে ঢাকের রং বাজাচ্চে। পেছনে বাবুরা, বাবুর ভাগনে, ছোট ভাই বা পিস্‌তুতো ভেয়েরা গাড়ি চড়ে চলেছেন, তারা রাত্রি তিনটার সময় উঠেছেন, চোক লাল টক্ টক্ কচ্চে, মাথার চুল ভবানিপুর ও কালিঘেটে ধুলোয় ভরে গিয়েছে, দর্শকেরা হাঁ করে গাজন দেক্‌চেন, মধ্যে বাজানার শব্দে ঘোড়া খেপেচে, হুড় মুড় করে কেউ

দোকানে কেউ খানার উপর পড়্চেন, রৌদ্রে মাথা ফেটে যাচ্চে, তথাপি নড়্চেন না।

ক্রমে পুলিসের হুকুম মত সব গাজন ফিরে গেল। সুপরিনটেণ্ড রাস্তায় ঘোড়া চড়ে বেড়াচ্ছিলেন, পকেটঘড়ি খুলে দেখ্লেন, সময় উতরে গেছে। অমনি মার্শল ল জারী হলো ঢাক বাজালেই থানায় ধরে নিয়ে যাবে। ক্রমে দুই একটা ঢাকে জমাদারের হেতে কোঁতকা পড়বামাত্রই সহর নিস্তব্ধ হলো। অনেকে ঢাক ঘাড়ে করে চুপে চুপে বাড়ি এলেন, দর্শকেরা কোম্পানির রাজ্যে অভিসম্পাত কর্ত্তে কর্ত্তে বাড়ি ফিরে গেলেন। সহরটা কিছু কালের মত জুড়ালো। বেণোরা বাণ খুলে মদের দোকানে ঢুক্লো, সন্ন্যাসীরা ক্লান্ত হয়ে ঘরে গিয়ে হাত পাকায় বাতাস ও হাঁড়ি হাঁড়ি আমানি খেয়ে ফেল্লে, গাজনতলায় শিবের ঘর বন্ধ হলো, হুতোম প্যাঁচাও ছুটী পেলেন।

মেয়েরা ছেলের কল্যাণে ষষ্ঠীর উপোস করেচে, সন্ধ্যার পর লীলাবতীর ডালা দিয়ে শিবের ঘরে বাতি জালালে তবে জল খাবে, রাত্তিরে লীলাবতী-পুজো হবে, আজ রাত্তিরে মুল সন্ন্যাসী ঘটে করে জল আনলে সেই জলে লীলাবতীর ঘট স্থাপন হবে।

আজ চড়ক, চড়ক গাছ পুকুর থেকে তুলে মোছ বেন্ধে মাতায় ঘি কলা দিয়ে খাড়া করা হয়েছে, ক্রমে রৌদ্দুরের তেজ পড়ে এলে চড়কতলা লোকারণ্য হয়ে উঠ্লো। চিনের চাকী, তলতাবাঁশের টিনের মুহুরি দেওয়া বাঁশী, হলুদে রং করা বাঁখারির চড়ক গাছ, ছেড়া ন্যাক্ড়ায় তইএরি গুরিয়া পুতুল, সোলার নানা প্রকার খেলেনা, পেল্লাদে পুতুল, চিত্তির করা হাঁড়ি সব বিক্রি কর্ত্তে বসেছে। "ট্যানাক ড্যানাক ডাডাং ড্যাং চিঙ্গিড়ি মাছের দুটো ঠ্যাং" ঢাকের বোল বাজ্জে, গোলাপি খিলির দোনা বিক্রি হচ্চে, এক জন চড়কী পিঠে কাঁটা ফুড়ে নাচ্তে নাচ্তে এসে চড়ক গাছের সঙ্গে কোলাকুলি কল্লে, মৈয়ে করে তাকে উপরে তুলে পাক্ দেওয়া হতে লাগ্লো। সকলেই আকাশ পানে চড়কীর পিঠের দিকে চেয়ে রয়েচেন। চড়কী প্রাণপণে দড়ি ধরে কখন ছেড়ে, পা নেড়ে ঘুর্চে, কেবল দেপাক্ দেপাক্ দেপাক্ শব্দ। কার সর্ব্বনাশ! কারু পোষ মাস! এক জনের পিট্ ফুড়ে ঘোরান হচ্চে, হাজার লোকে মজা দেক্চেন! এই জাতই আবার সভ্য হতে চান, ইংরাজদের কপি করেন ও আত্মগৌরবে অন্ধ হন! হা বঙ্গদেশ! তুমিই ধন্য! হা কলিকাতা! তোমার অপার চরিত্র! তুমি বহুব্ধ পীর বেহদ্দ, তোমাতে যে সকল জানওয়ার আছে, তা পৃথিবীর কোন চিড়িয়া খানায় নাই!!!

নির্দেশিকা